প্রাচীন রাজ্যশাসন-পদ্ধতি

[কৌটিল্যানুমোদিত প্রাচীন ভারতের রাজনীতি
ও অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক
ও
কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক
শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, এম্-এ., পি-এইচ্-ডি.
প্রণীত



জেনারেল প্রিন্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

মুখবন্ধ

শ্রীভগবানের ইচ্ছায় কিছুদিন পূর্ব্বে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের মংকৃত বঙ্গানুবাদ (দুই খণ্ডে) প্রকাশিত হইয়াছে। এই অতীব প্রাচীন ও দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা কালেই আমার মনে এইরূপ একটি কথা উদিত হইয়াছিল যে, এই মূল্যবান্ গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ সকলের পক্ষে পাঠ করা সম্ভবপর না-ও হইতে পারে। অথচ, এই রাজনীতি ও অর্থনীতিবিষয়ক অমূল্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট তত্ত্বকথার প্রচার ও পঠন-পাঠন সকল কৃতবিদ্য লোকের পক্ষেই অত্যন্ত আবশ্যক। ভারতবাসী প্রত্যেকের (বিশেষতঃ বাঙ্গালীর) এই সব দণ্ডনীতির তথ্য জানা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যাঁহারা আমাদের দেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের পক্ষেও ভারতে প্রাচীনকালে প্রচলিত রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির সহিত পরিচয় থাকা উচিত।

বিদেশীয় শাসনপদ্ধতির সহিত স্বদেশীয় প্রাচীন শাসনপদ্ধতির তুলনা করিতে হইলেও কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে নিহিত গভীর তত্ত্বসমূহের পর্য্যালোচনা করার সার্থকতা আছে। ভারত এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও দেশে এখন গণতন্ত্রশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে রাষ্ট্রীয় চেতনাও জনগণমনে বেশ উদিত হইয়াছে বলিয়া লক্ষ্য করা যায়। এই সব বিবেচনা করিয়া আমি কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র হইতে সার সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তিকা প্রণয়ন করিবার প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমার পরম

শ্রদ্ধেয় বন্ধু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের 'প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি'-নামক গ্রন্থ হইতে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র-সম্বন্ধে তাঁহার একটি মূল্যবান্ বাক্য এখানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি (গ্রন্থের ১ম পরিচ্ছেদের ২য় পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষে রাষ্ট্রনীতির শেষ কর্ণধার ভগবান্ কৌটিল্য যে অর্থশাস্ত্র সঙ্কলন করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থের আলোচনা করিলে মনুষ্যমাত্রেরই রাষ্ট্রীয় চেতনার পুনরুজ্জীবন অবশ্যম্ভাবী, উদাসীনভাবে এই গ্রন্থের আলোচনা করিলেও মনুষ্যমাত্রেরই চিত্ত বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইবে"। তাঁহার এই বাণী খুব সত্য। বাস্তবিকই প্রাচীন অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান এখন সময়োপযোগীই মনে করা যায়। মূল সংস্কৃত গ্রন্থে ও তদনুবাদে বিশেষজ্ঞগণই বেশী আকৃষ্ট হইতে পারেন; কিন্তু, বিশেষজ্ঞ ও অবিশেষজ্ঞ শিক্ষক, ছাত্র ও সকল শ্রেণীর সামাজিকগণ এই শাস্ত্রে যাহাতে লব্ধপ্রবেশ হইতে পারেন—তাহা উদ্দেশ্য করিয়াই এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করিয়াছি। ইহার পাঠে স্কুল-কলেজের পরিণত-মতি ছাত্র-ছাত্রীদিগের মনেও প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির জ্ঞানার্জ্জনে উদ্দীপনার উদয় হইলেই আমার এই শ্রমসাধ্য গ্রন্থ-রচনাপ্রয়াস সফল বিবেচিত হইবে। ইতি

৬৯ নং বালিগঞ্জ গার্ডেন্স,
কলিকাতা—১৯
১লা বৈশাখ, বাং ১৩৬২ সন,
১৫ই এপ্রিল, ইং ১৯৫৫ সাল



শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

			পৃষ্ঠা
১।	কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের আবিষ্কার	...	১
২।	গ্রন্থসঙ্কলয়িতা কৌটিল্য কে ?	...	২
৩।	গ্রন্থপ্রণেতৃ-সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক	...	৫
৪।	'অর্থশাস্ত্রের' অর্থ কি ?	...	৭
৫।	প্রাক্‌কৌটিল্য আচার্য্যগণ	...	৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১।	রাজ্যের সাতটি প্রকৃতি বা অঙ্গ	...	১১
২।	গ্রন্থের অধিকরণ বিভাগ ও ইহাদের নাম	...	১৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১।	বিনয়-শিক্ষা ; দণ্ডপ্রণয়ন ও মাৎস্যন্যায়	...	১৬
২।	রাজর্ষির আদর্শবৃত্তি	...	১৮
৩।	অমাত্যনিয়োগ	...	১৯
৪।	অষ্টাদশ তীর্থ বা মহামাত্র	...	২১
৫।	মন্ত্রিপরিষদে মন্ত্রিসংখ্যা	...	২৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১।	গূঢ়পুরুষ বা গুপ্তচর ও দূত	...	২৬
২।	বৈবস্বত মনু প্রথম রাজা	...	৩০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১। অন্তঃপুরে ও অন্যত্র রাজার আত্মরক্ষা ... ৩২

২। উত্থান ও অনুত্থান ... ৩৬

৩। রাজার প্রাত্যহিক কার্য্যাবলী ... ৩৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১। শাসনবিভাগের জন্য অধ্যক্ষনিয়োগ ... ৩৯

২। শাসনপ্রণালী-পরিচালনের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ... ৪১

৩। রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক রাজার্থের আস্বাদন ... ৪৮

৪। নাগরিকের পৌরশাসনবিধি ... ৪৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১। ভূমি হইতে উৎপাদ্যের ভাগ ৫২

২। শুল্কবিধি ও শুল্কের হার ... ৫৩

৩। রাজসরকারের একচেটিয়া কারবার কোন্ কোন্টা ? ... ৫৩

৪। রূপবিভাগ ও লক্ষণাধ্যক্ষ ... ৫৭

৫। শাসন-সংরক্ষণের ব্যয় ও প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের বেতন ... ৫৮

৬। আয়-ব্যয় সম্বন্ধে মূল ক্ষমতা কাহার ? ... ৬০

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১। ধর্ম্মস্থীয় বা দেওয়ানী ব্যবহার-বিধি ... ৬২

২। কণ্টকশোধন বা ফৌজদারী অপরাধের বিচার ৬৮

৩। ফৌজদারী অপরাধে ব্রাহ্মণ ... ৭০

৪। অপরাধী রাজাও দণ্ডনীয় ৭১

নবম পরিচ্ছেদ

১। মহামাত্র ও রাষ্ট্রমুখ্যদিগের উপাংশুদণ্ড ... ৭৩

২। রাজকোষের অর্থকৃচ্ছ্রতায় অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহ ... ৭৩

৩। রাজপাদোপজীবিগণের রাজার সহিত ব্যবহার ৭৭

৪। রাজব্যসনে রাজ্যের প্রতিসন্ধান বা রক্ষা ও ঐকৈশ্বর্য্য-স্থাপন ৭৮

দশম পরিচ্ছেদ

১। আত্মবান্ রাজা ... ৮০

২। ষাড়্গুণ্য ও দ্বাদশরাজমণ্ডল ... ৮১

৩। ষাড়্গুণ্যের যথাযথ প্রয়োগ ... ৮৪

একাদশ পরিচ্ছেদ

১। রাজ্যের সাতটি প্রকৃতি বা অঙ্গের ব্যসন ... ৮৭

২। কামজ ও কোপজ ব্যসন ... ৯৭

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১। শত্রুর প্রতি বিজিগীষুর অভিযান ১০০

২। সংগ্রাম ও সংগ্রামার্থ সৈনিকদিগের প্রোৎসাহন ... ১০৪

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১। সংঘোপজীবীদিগের গণরাজ্য ... ১০৯

২। শত্রুর অপেক্ষায় দুর্ব্বলতর বিজিগীষুর কর্ত্তব্য ও আচরণ ১১০

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

১। শত্রুর প্রতি উপজাপ .. ১১৪

২। নবলব্ধ রাজ্যে প্রশমনব্যবস্থা ১১৭

৩। শত্রুঘাতের গোপনচেষ্টা ... ১১৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের আবিষ্কার

ভারতীয় সংস্কৃত-সাহিত্য-সাগরের একটি অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ এই কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রখানি আজ প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার আবিষ্কর্ত্তা ছিলেন দাক্ষিণাত্যের মহীশূর-রাজ্যের পণ্ডিত ডক্‌টর শ্যাম শাস্ত্রী। একখানিমাত্র প্রাচীন পাণ্ডুলিপি হইতে পাঠোদ্ধার করিয়া তিনি ইং ১৯০৯ সালে এই মূল সংস্কৃতগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ এবং ইং ১৯১৫ সালে এই গ্রন্থের সমগ্র একটি ইংরেজী-অনুবাদও প্রকাশ করেন। একমাত্র ভারতীয় সাহিত্যের নহে, পৃথিবীর সর্ব্বসাহিত্যের ইতিহাসে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের আবিষ্কার একটি স্মরণীয় ঘটনা। গ্রন্থাবিষ্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৃথিবীস্থ পণ্ডিত-সমাজে এই শাস্ত্রের নামটিমাত্র জানা ছিল। প্রাচীন অনেক সংস্কৃতগ্রন্থে ইহার নামোল্লেখ ও টীকাপঞ্জীতে ইহা হইতে উদ্ধৃত কোন কোন বচন-বিশেষই এই অর্থশাস্ত্র-নামক পুস্তকের প্রাক্তন অস্তিত্ববিষয়ের সূচনা করিত। আবার কয়েক বৎসর পরে দাক্ষিণাত্যেরই ত্রিবাঙ্কুররাজ্যের অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় আরও পাঁচখানি মলয়লাম্ অক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপি দাক্ষিণাত্যে আবিষ্কার করিয়া তৎসাহায্যে মূল সংস্কৃত-গ্রন্থ ও স্বরচিত শ্রীমূলাখ্যা ব্যাখ্যা সহ তিন খণ্ডে একটি সংস্করণ

(ইং ১৯২৪-২৫ সালে) প্রকাশ করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইয়োলী ও স্মিড্ সাহেবের একটি সংস্করণ বাহির হয় ইং ১৯২৩-২৫ সালে। আবার জার্ম্মেনীর পণ্ডিত মায়ার্ সাহেবের জার্ম্মাণ ভাষায় রচিত সটীক একখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ইং ১৯২৫ সালে। উক্ত মায়ার্ সাহেব কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রখানিকে 'গ্রন্থ' না বলিয়া প্রাচীন ভারতের একখানি 'গ্রন্থাগার' নামে পরিচিত করিতে চাহিয়া ইহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের আবিষ্কার-কাহিনী এতটুকুমাত্র এস্থলে নিবেদিত হইল। এই প্রসঙ্গে ইহা বলিয়া রাখা যায় যে, এই অর্থশাস্ত্রের দুইখানিমাত্র প্রাচীন সংস্কৃত টীকা (আংশিকভাবে) এ-যাবৎ পাওয়া গিয়াছে। প্রথম টীকার নাম 'প্রতিপদপঞ্জিকা'—ইহার প্রণেতার নাম ছিল ভট্টস্বামী। দ্বিতীয় টীকার নাম 'নয়চন্দ্রিকা'—ইহার রচয়িতার নাম ছিল শ্রীমাধবযজ্ব-মিশ্র।

গ্রন্থসঙ্কলয়িতা কৌটিল্য কে ?

প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি-বিষয়ক এই অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা বা সঙ্কলয়িতার নাম কৌটিল্য। তাঁহার অপর দুই নাম ছিল—বিষ্ণুগুপ্ত ও চাণক্য। ঐতিহাসিকমাত্রেই অবগত আছেন যে, ব্রাহ্মণজাতীয় কুশাগ্রীয়মতি রাজনীতিবিশারদ এই কৌটিল্য ভারতবর্ষের প্রথম চাতুরন্ত (সার্ব্বভৌম) মৌর্য্য-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের (আনুমানিক ৩২৩-২৯৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ) প্রধান

মন্ত্রী ছিলেন। মহাকবি বিশাখদত্ত তদীয় 'মুদ্রারাক্ষস'-নামক রাজনীতিবিষয়ক নাটকে কৌটিল্যের নাম করিয়া তাঁহার কৃতিত্বের কথা একটি শ্লোকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"কৌটিল্যঃ কুটিলমতিঃ স এব যেন ক্রোধাগ্নৌ প্রসভমদাহি নন্দবংশঃ।
চন্দ্রস্য গ্রহণমিতি শ্রুতেঃ সনাম্নো মৌর্য্যেন্দোর্দ্বিষদভিযোগ ইত্যবৈতি ॥" ১।৭ ॥

"উনিই সেই কুটিলমতি কৌটিল্য, যিনি নিজ ক্রোধাগ্নিতে নন্দবংশ বলপূর্ব্বক দগ্ধ করিয়াছেন। তিনি, 'চন্দ্রের গ্রহণ'—এই কথা শুনিয়া (চন্দ্রের) সমাননামাবশিষ্ট মৌর্য্যচন্দ্র চন্দ্রগুপ্তের শত্রু-কর্তৃক অভিযোগ বা আক্রমণ হইতেছে, এইরূপ বুঝিয়াছেন"।

কৌটিল্য যে নিজের ক্রোধানলে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তকে শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে ভারতের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এই শ্লোক সেই ঐতিহাসিক তথ্যই সূচিত করিতেছে। বিষ্ণুপুরাণেও ইহা উল্লিখিত পাওয়া যায় যে, কৌটিল্যই চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। রাজনীতিশাস্ত্রজ্ঞ কামন্দক তদীয় 'নীতিসারে' বিষ্ণুগুপ্ত ও তৎপ্রণীত নীতিশাস্ত্র (অর্থাৎ রাজনীতিশাস্ত্র)—সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, বজ্রাগ্নিতেজঃসমন্বিত যাঁহার অভিচাররূপ বজ্রপাতদ্বারা নন্দরূপ পর্ব্বত আমূল নষ্ট হইয়াছিল, এবং শক্তিসম্বন্ধে শক্তিধর কার্ত্তিকেয়ের তুল্য যিনি একাকী নিজের মন্ত্রণাশক্তিদ্বারা পুরুষশ্রেষ্ঠ চন্দ্রগুপ্তকে ভারতভূমির অধীশ্বর

করিয়াছিলেন ("আজহার নৃচন্দ্রায় চন্দ্রগুপ্তায় মেদিনীম্"), এবং অমাত্যগুণসম্পদ্‌যুক্ত যিনি অর্থশাস্ত্ররূপ মহাসাগর হইতে রাজনীতিশাস্ত্র উদ্ধার করিয়াছিলেন, ব্রহ্মার মত শাস্ত্রপ্রণয়নকুশল সেই বিষ্ণুগুপ্তকে তিনি (কামন্দক স্বয়ং) নমস্কার বিজ্ঞাপিত করিতেছেন ("নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুপ্তায় বেধসে" ১।৬)। তারপর কামন্দক একটি অতীব মূল্যবান্ বাক্য বলিয়া জানাইয়াছেন যে, তিনি যে 'নীতিসার' রচনা করিয়া তদ্দ্বারা ভূমির উপার্জ্জন ও পালন-সম্বন্ধে ভূমীশ্বরের করণীয় বিষয়ে রাজবিদ্যাবিৎ (অর্থাৎ রাজনীতিশাস্ত্রজ্ঞ) পণ্ডিতগণের মতামত উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার মূল হইল শাস্ত্রচক্ষুঃ বিদ্যাপারদর্শী বিষ্ণুগুপ্তের প্রণীত (অর্থশাস্ত্ররূপ) দর্শন, এবং তিনি সেই বিষ্ণুগুপ্তদর্শন হইতে লব্ধ বিষয়গুলির প্রকৃষ্টার্থযুক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

"দর্শনাৎ তস্য সুদৃশো বিদ্যানাং পারদৃশ্বনঃ।
রাজবিদ্যাপ্রিয়তয়া সংক্ষিপ্তগ্রন্থমর্থবৎ ॥
উপার্জ্জনে পালনে চ ভূমের্ভূমীশ্বরং প্রতি।
যৎ কিঞ্চিদুপদেক্ষ্যামো রাজবিদ্যাবিদাং মতম্" ॥

কামন্দক-নীতিসারে ১।৭-৮। 'দশকুমারচরিত'-কার মহাকবি দণ্ডী আচার্য্য বিষ্ণুগুপ্তরচিত দণ্ডনীতিশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়া বিশদভাবে বলিয়াছেন যে, তিনি (বিষ্ণুগুপ্ত) মৌর্য্যার্থে (অর্থাৎ মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে) সেই দণ্ডনীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আবার মহারাজা-

ধিরাজ ভারতসম্রাট্ শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের সভাকবি বাণভট্ট স্বরচিত 'কাদম্বরী'-নামক কথাকাব্যে কৌটিল্যশাস্ত্রকে, ইহা অতিনিষ্ঠুরপ্রায় উপদেশসমন্বিত হওয়ায়, নির্দ্দয় শাস্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ("অতিনৃশংসপ্রায়োপদেশনির্ঘৃণং কৌটিল্যশাস্ত্রম্")। পরে আমরা দেখাইব যে, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে শত্রুর পরাজয় ও বধ-সাধনের জন্য নানাবিধ অত্যন্ত ক্রূর ও নিষ্ঠুর উপায় ও যোগাদির উপদেশ আছে। বাণভট্ট উক্ত বর্ণনায় সে-গুলির নিন্দা সূচিত করিয়াছেন। 'পঞ্চতন্ত্রের' কথামুখে চাণক্যাদি-রচিত অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'নন্দিসূত্র' নামক জৈনগ্রন্থেও কৌটিলীয় শাস্ত্রের উপর রচয়িতার কটাক্ষপাত উপলব্ধ হয়। প্রখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ কালিদাসকৃত 'রঘুবংশের' সঞ্জীবনী-নামক টীকাতে স্থানে স্থানে 'ইতি কৌটিল্যঃ' এইরূপ নির্দ্দেশ-সহকারে এই অর্থশাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং ইহা নিশ্চিতরূপে বুঝা গেল যে, আলোচ্য অর্থশাস্ত্রের প্রণেতা বা সংগ্রহকারী ছিলেন চাণক্যাপরনামা (সম্ভবতঃ এই নামটি তাঁহার জন্মভূমিনিবন্ধন নাম) কৌটিল্য (ইহা তাঁহার গোত্রনিবন্ধন নাম) বা বিষ্ণুগুপ্ত (ইহা তাঁহার সাংস্কারিকা সংজ্ঞা হইতে পারে)।

গ্রন্থপ্রণেতৃসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক

এখন এইরূপ একটি প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে—মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী কৌটিল্য নিজেই কি এই অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, কিংবা এই শাস্ত্রের পরম্পরাপ্রাপ্ত তন্মতাবলম্বী

পরবর্ত্তী কালের তদীয় শিষ্যসংঘের কোন একজন সভ্য বা সভ্যবর্গ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন ? এই প্রশ্নের বিচারবিষয়ে অদ্যাপি মনীষিমণ্ডলে প্রচলিত বিপ্রতিপত্তি বা বিরোধের উপশম হয় নাই। আমরা অন্যত্র এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্যই স্বয়ং এই শাস্ত্র সঙ্কলন করিয়াছেন এবং যাঁহারা এই গ্রন্থখানি পরবর্ত্তী কোন যুগে অন্য কাহারও রচনাপ্রসূত বলিয়া মতবাদ পোষণ ও প্রচার করেন, তাহা আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। তাই এই প্রসঙ্গে আমরা এখানে এই অর্থশাস্ত্র হইতেই প্রমাণ-উত্থাপনার্থ চারিটি শ্লোকের কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এই শ্লোকচতুষ্টয়ের অস্তিত্ব ও তদ্ব্যাখ্যা লক্ষ্য করিয়াও কেন যে বাদিগণের মধ্যে এই গ্রন্থের প্রণেতৃ-সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের অবসান হয় নাই, ইহাই অত্যন্ত খেদের বিষয় বলিয়া মনে হয়। প্রথম শ্লোকটির অর্থ এইরূপ ঃ—"গ্রন্থবাহুল্য বর্জ্জন করিয়া কৌটিল্য এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ; ইহা সুকুমারবুদ্ধি লোকেরাও সহজে বুঝিতে পারে, এবং ইহাতে এমন ভাবে তত্ত্ব (অর্থশাস্ত্রের বিষয়), ইহার অর্থ ও অর্থোপযোগী পদ প্রযুক্ত হইয়াছে— যদ্দ্বারা নিশ্চয়-জ্ঞান-বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই।" ("সুখগ্রহণবিজ্ঞেয়ং তত্ত্বার্থপদনিশ্চিতম্। কৌটিল্যেন কৃতং শাস্ত্রং বিমুক্তগ্রন্থবিস্তরম্" ।।১।১) দ্বিতীয় শ্লোকটির অর্থ এইরূপ ঃ— "সর্ব্বশাস্ত্র (উত্তমরূপে) জানিয়া ও (শাস্ত্রের) প্রয়োগ উপলব্ধি

করিয়া, কৌটিল্য রাজার (অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তের) প্রয়োজনে শাসন (লেখ)-রচনার বিধি উপদেশ করিয়াছেন।" ("সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যনুক্রম্য প্রয়োগমুপলভ্য চ। কৌটিল্যেন নরেন্দ্রার্থে শাসনস্য বিধিঃ কৃতঃ" ।। ২।১০ ।) তৃতীয় শ্লোকটির অর্থ এইরূপ :—"যিনি ক্রোধবশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্র, শস্ত্র ও নন্দরাজগণের অধিকৃত ভূমি শীঘ্র শীঘ্র উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনিই (অর্থাৎ কৌটিল্যই) এই শাস্ত্র (অর্থশাস্ত্র) প্রণয়ন করিয়াছেন।" ("যেন শাস্ত্রং চ শস্ত্রং চ নন্দরাজগতা চ ভূঃ। অমর্ষেণোদ্ধৃতান্যাশু তেন শাস্ত্রমিদং কৃতম্" ।।১৫।১।) চতুর্থ শ্লোকটির অর্থ এইরূপ :—"শাস্ত্রসমূহের (অর্থবিষয়ে) ভাষ্যকারগণের মধ্যে বহু প্রকারের বিপ্রতিপত্তি (মতবিরোধ) দেখিয়া, বিষ্ণুগুপ্ত স্বয়ং সূত্রও করিয়াছেন এবং তাহার ভাষ্যও রচনা করিয়াছেন"। ("দৃষ্ট্বা বিপ্রতিপত্তিং বহুধা শাস্ত্রেষু ভাষ্যকারাণাম্। স্বয়মেব বিষ্ণুগুপ্তশ্চকার সূত্রং চ ভাষ্যং চ" ।। এইটি গ্রন্থবাসানবাচক শ্লোক।)

অর্থশাস্ত্রের অর্থ কি ?

কৌটিল্যের মতে 'অর্থশাস্ত্র' শব্দটির অর্থ কি হওয়া উচিত তাহা তিনি নিজেই গ্রন্থমধ্যে একস্থানে স্পষ্টতঃ ও অপরস্থানে একটু প্রচ্ছন্নভাবে লিখিয়া রাখিয়াছেন। 'তন্ত্রযুক্তি'-নামক পঞ্চদশ অধিকরণে 'অর্থশাস্ত্রের' এইরূপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়, যথা—"মনুষ্যের বৃত্তি বা জীবিকা বা স্থিতির নাম 'অর্থ'। অর্থাৎ মনুষ্যবতী ভূমির নাম 'অর্থ'। যে শাস্ত্র সেই ভূমি বা পৃথিবীর

লাভ ও পালনের উপায় নিরূপণ করে, তাহার নাম 'অর্থশাস্ত্র'।" ("মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ; মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ; তস্যাঃ পৃথিব্যা লাভপালনোপায়ঃ শাস্ত্রমর্থশাস্ত্রম্।") কৌটিল্য গ্রন্থারম্ভে ও সর্ব্বশেষের অধিকরণটিতে সেইরূপ কথাই স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন, যথা—"পৃথিবীর (মনুষ্যবতী ভূমির) লাভ ও ইহার (লব্ধ ভূমির) রক্ষণবিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণ যতগুলি অর্থশাস্ত্র রচনা করিয়া প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, প্রায়শঃ সে-গুলি সংগ্রহ করিয়া এই একখানি অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করা হইয়াছে।" ("পৃথিব্যা লাভে পালনে চ যাবন্ত্যর্থশাস্ত্রাণি পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ প্রস্থাপিতানি প্রায়শস্তানি সংহৃত্যৈকমিদমর্থশাস্ত্রং কৃতম্" । ১।১ ও ১৫।১ ।) এই অর্থশাস্ত্র-প্রণয়নের আরও একটি উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে কৌটিল্য বলিয়াছেন, যথা —"এই অর্থশাস্ত্র (লোকের মনে) (পারলৌকিক) ধর্ম্ম এবং (ঐহলৌকিক) অর্থ ও কামের প্রবৃত্তি ঘটায় ও ইহাদের রক্ষা বিধান করে; এবং ইহা অর্থের বিরোধী অধর্ম্ম-সমূহের নাশ করিয়া থাকে।"

("ধর্ম্মমর্থং চ কামং চ প্রবর্ত্তয়তি পাতি চ।
অধর্ম্মানর্থবিদ্বেষানিদং শাস্ত্রং নিহন্তি চ"॥ ১৫।১।)

প্রাক্‌কৌটিল্য আচার্য্যগণ

উপরি উদ্ধৃত বাক্যাবলীর একটিতে পূর্ব্বাচার্য্যগণের উল্লেখ থাকাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কৌটিল্য স্বয়ং অর্থশাস্ত্রের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক নহেন। গ্রন্থারম্ভে তিনি নীতিশাস্ত্র-প্রণেতা

শুক্র ও বৃহস্পতিকে নমস্কার বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। এই অর্থশাস্ত্রের উৎপত্তি-সম্বন্ধে একটা ঐতিহ্যও আছে। ইহা ক্রমবর্দ্ধমান রাজনীতি ও অর্থনীতিবিষয়ক বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কৌটিল্য নিজে যে-সব প্রাক্তন অর্থশাস্ত্র-প্রস্থানের প্রবর্ত্তকদিগের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমরা মনু, বৃহস্পতি, উশনাঃ (শুক্রাচার্য্য), পরাশর ও আম্ভির নাম প্রাপ্ত হই। যে-সব বাদীরা এই সকল আচার্য্যের মতবাদ স্বীকার ও অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে তিনি 'মানব', 'বার্হস্পত্য', 'ঔশনস', 'পারাশর' ও 'আম্ভীয়' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। মনু-প্রভৃতির নাম প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপরিচিত। কিন্তু, আম্ভির নাম সংস্কৃত-সাহিত্যে সম্ভবতঃ এই প্রথম সন্নিবিষ্ট পাওয়া গেল। আলেক্‌জ্যাণ্ডারের ভারতে অভিযানসময়ে তক্ষশিলার রাজার আম্ভি-নামক এক রাজকুমার ছিলেন। পিতাকে এই যবনরাজের সহায়ক হইবার জন্য উপদেশ করিয়া আম্ভি দেশদ্রোহিতার দোষে দুষ্ট ছিলেন বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাঁহার কোন বিশিষ্ট রাজনীতিবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল কি না—বলা কঠিন। তাহা থাকিয়া থাকিলে, তদনুসরণকারীকেই কৌটিল্য 'আম্ভীয়' বলিয়া উদ্দেশ করিয়া থাকিবেন। যে যাহা হউক, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে তাঁহার নিজ গুরুকে লক্ষ্য করিয়াই ৫৩ বার 'ইতি আচার্য্যাঃ' এইরূপ গৌরবসূচক বহুবচনান্ত সংস্কৃতপদ-ব্যবহারসহকারে তাঁহার মতবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং প্রয়োজনমতে ইহার খণ্ডনও করিয়াছেন। তিনি আরও প্রসিদ্ধ

প্রসিদ্ধ পূর্ব্বাচার্য্যদিগের নামের ও বিষয়বিশেষে এই গ্রন্থমধ্যে তাঁহাদের মতবাদ বা সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনি ৭ বার ভারদ্বাজের (=দ্রোণের), ৬ বার বিশালাক্ষের (=শিবের), ৬ বার পিশুনের (=নারদের), ৪ বার কৌণপদন্তের (=ভীষ্মের), ১ বার বাহুদন্তিপুত্রের (=ইন্দ্রের), ১ বার পারাশরের (=ব্যাসের ?) ও ৫ বার বাতব্যাধির (=উদ্ধবের) নামোল্লেখ করিয়াছেন। অমাত্য-নির্ব্বাচন, রাজপুত্রগণের উপর রাজার তীক্ষ্ণদৃষ্টিরক্ষণ, মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদান, রাজ্যপ্রতিসন্ধান, প্রকৃতিব্যসন, কূটযুদ্ধপ্রয়োগ প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি এই সব পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মতবাদ উত্থাপন করিয়া ইহার আলোচনাতে ও যুক্তিদ্বারা তৎখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্বমত-প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি 'অপদেশ'-শব্দবাচ্য তন্ত্রযুক্তিদ্বারা, বিধির জন্য কখনও 'ইতি কৌটিল্যঃ' ও নিষেধের জন্য 'নেতি কৌটিল্যঃ' এইরূপ নির্দ্দেশদ্বারা নিজের নামও নিজেই স্বকীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজ্যের সাতটি প্রকৃতি বা অঙ্গ

প্রাচীন ভারতে ঐতিহাসিক বিভিন্ন যুগে দেশের বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতি বা বর্গতন্ত্র ও কুলস্বামিক রাজ্যের শাসনপ্রণালীর প্রচলন থাকার কথা জানা যায়। কিন্তু, অধিকসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যেই রাজতন্ত্র-শাসনের ব্যবস্থা নিয়মিত ছিল। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র বৃহদাকার রাজতন্ত্র রাজ্যেরই শাসনবিষয়সমূহ অবলম্বন করিয়া লিখিত গ্রন্থ। কিন্তু, ইহাতে পর্য্যালোচিত রাজতন্ত্র অনিয়ন্ত্রিত রাজার আধিপত্যবিষয়ক নহে—বরং ইহা সচিবায়ত্ত রাজতন্ত্র বলিয়াই আখ্যাত হওয়ার যোগ্য। ভারতের প্রাচীন অর্থশাস্ত্র-প্রণেতারা ও পরবর্ত্তী নীতিশাস্ত্র-রচয়িতারা রাজ্যকে (**State** বা **Body-politic**-কে) সপ্তপ্রকৃতিক বা সপ্তাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৌটিল্য 'প্রকৃতি-সম্পদ্'-নামক প্রকরণে (৬।১) রাজ্যের এই সাতটি প্রকৃতি বা অঙ্গের নাম ও ক্রম এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা—(১) স্বামী (রাজা), (২) অমাত্য, (৩) জনপদ (রাষ্ট্র), (৪) দুর্গ, (৫) কোষ, (৬) দণ্ড (বল), ও (৭) মিত্র (সুহৃৎ)। **প্রভুশক্তি (কোষদণ্ডজ তেজঃ), মন্ত্রশক্তি (বুদ্ধিবল) ও উৎসাহশক্তিতে শক্তিমান্ স্বামী বা রাজাই হইলেন**

রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালীর কেন্দ্রীভূত সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম প্রকৃতি। সাধারণতঃ রাজার ধীসচিব বা মতিসচিব ও কর্ম্মসচিব-গণই অমাত্য-নামক দ্বিতীয় প্রকৃতি বলিয়া পরিজ্ঞাত; কিন্তু, শাসনপ্রণালীতে সর্ব্ববিধ শাসনাধিকরণ বা শাসনবিভাগের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যক্ষগণ ও তাঁহাদের অধস্তন অন্যান্য ছোট বড় 'যুক্ত' ও 'উপযুক্ত'-নামক রাজপাদোপজীবীরাই এই অমাত্যনামক দ্বিতীয় প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় প্রকৃতি জনপদ বা রাষ্ট্রশব্দদ্বারা রাজ্যের পুর ও নগর ব্যতিরিক্ত অবশিষ্ট দেশ ও দেশবাসীদিগকে বুঝায়। দুর্গ-নামক চতুর্থ প্রকৃতির অর্থ কেবল জলদুর্গ, স্থলদুর্গ, বনদুর্গ, পর্ব্বতদুর্গ, মরুদুর্গ ও প্রান্তদুর্গাদি নহে,—প্রাচীন কালে ভারতের প্রত্যেক বড় বড় নগর ও পুর প্রাচীর ও পরিখাদিদ্বারা পরিবেষ্টিত ও রক্ষিত হইত বলিয়া সে-গুলিও দুর্গশব্দবাচ্য ছিল। পঞ্চম প্রকৃতি কোষশব্দটি রাজভাণ্ডারের কেবল হিরণ্য (নগদ টাকা) বুঝাইত না; ইহা দ্বারা সেখানকার নিচিত রত্নাদি সারবস্তু ও বস্ত্রাদি ফল্গু বা অসারবস্তুকেও (অর্থাৎ যত প্রকার দ্রব্যাদি সেখানে থাকে সে-গুলিকেও) বুঝায়। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চতুরঙ্গ সেনাই রাজ্যের দণ্ড বা বল-নামক ষষ্ঠ প্রকৃতি। মনে রাখা উচিত যে, পদাতিক সেনার আবার অনেক প্রকার ভেদ আছে, যথা—মৌলবল, ভৃতকবল, শ্রেণীবল, মিত্রবল, অমিত্রবল ও অটবীবল। যে-সব বিদেশীয় রাজা, বিজিগীষু নরপতির সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার যুদ্ধাদি কার্য্যে সহায়ক হয়েন, তাঁহারাই মিত্র বা সুহৃদ্-নামে

পরিচিত সপ্তম প্রকৃতি। এই সাতটি প্রকৃতি বা অঙ্গ একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে রাজ্যের উপকার সাধন করিতে পারে। কিন্তু, ইহারা পরস্পরনিরপেক্ষ হইয়া চলিলে রাজ্যের ব্যাধি বা প্রকোপ উৎপাদন করে। এই সপ্তাঙ্গ বা সপ্তপ্রকৃতিক রাজ্যই হইল প্রাচীন হিন্দু রাজনীতিতন্ত্রের সারসংগ্রহ।

গ্রন্থের অধিকরণ-বিভাগ ও ইহাদের নাম

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র সাধারণতঃ সংস্কৃতভাষার গদ্যে রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ব্যবহৃত অনেক শব্দ কঠিন ও দুর্ব্বোধ এবং অনেক শব্দ আর্ষপ্রয়োগরূপে ধরিতে হইবে। এই বিপুলায়তন গ্রন্থটিতে সর্ব্বসমেত পঞ্চদশ অধিকরণ আছে। ইহাতে আলোচ্য বস্তুর প্রকরণসংখ্যা (প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংখ্যা) ১৮০টি এবং ইহা ১৫০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রকরণোক্ত বিষয়সমূহের সারসংগ্রহহিসাবে প্রত্যেক অধ্যায়ান্তে, এবং কখন কখন অধ্যায়মধ্যে, কয়েকটি শ্লোকও সন্নিবিষ্ট পাওয়া যায়। এই শ্লোকগুলি কৌটিল্যের নিজের রচিত পদ্য, কিংবা পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যবিশেষের উক্তি—ইহার সমাধান কঠিন।

রাজনীতিবিদ্‌গণের মতে প্রত্যেক রাজার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইল প্রজাবর্গের সুখ ও হিতসাধন করা, এবং তাহাদের জীবন ও সম্পত্তিরক্ষা করার জন্য সমাজে বিধিব্যবহার বা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এইভাবে নিজ রাজ্যে প্রজাদিগের যোগ ও ক্ষেমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রাজা যে শাসনব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন,

তাহার পারিভাষিক নাম 'তন্ত্র'। প্রত্যেক রাজার দ্বিতীয় প্রধান কর্ত্তব্য হইল আসন্নবর্ত্তী পররাষ্ট্রসমূহের রাজগণের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রক্ষা করা, এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ষাড়্গুণ্যের মধ্যে যে গুণটি অবলম্বন করা উচিত তাহা প্রয়োগ্য করা, এমন কি, দরকার হইলে, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া। এইভাবে বিদেশী শত্রু রাজার প্রতি বিগ্রহাদিতে অগ্রসর হইয়া কূট-নীতি প্রয়োগের অভিপ্রায়-পোষণরূপ ব্যাপারের পারিভাষিক নাম 'আবাপ'। মনে হয় যে, কৌটিল্য স্বকীয় অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন-কালে 'তন্ত্র' ও 'আবাপ'—এই উভয় নীতি স্মরণ রাখিয়া গ্রন্থের অধিকরণ ও প্রকরণগুলির ক্রমবিন্যাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই শাস্ত্রের তন্ত্রাংশে তিনি প্রথম পাঁচটি অধিকরণে ৯৫টি প্রক-রণের এবং আবাপাংশে পরবর্ত্তী নয়টি অধিকরণে ৮৪টি প্রকরণের আলোচনা করিয়াছেন। সর্ব্বশেষের পঞ্চদশ অধিকরণটিতে একটিমাত্র প্রকরণ ও অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং সেটিকে 'তন্ত্র' বা 'আবাপের' অন্তর্ভুক্ত গণ্য না করিলেও চলিতে পারে।

প্রথম পাঁচটি অধিকরণের নাম হইল যথাক্রমে এইরূপ—(১) বিনয়াধিকারিক (রাজার বিনয় বা বিদ্যাদিশিক্ষার প্রস্তাব-যুক্ত), (২) অধ্যক্ষপ্রচার (বিভিন্ন শাসনবিভাগের প্রধান পর্য্যবেক্ষক অধ্যক্ষগণের কর্ত্তব্যাদি-নির্ণয়যুক্ত), (৩) ধর্ম্মস্থীয় (ধর্ম্মস্থ বা বিচারকগণদ্বারা আদালত সম্পর্কীয় দেওয়ানী-ব্যবহার-স্থাপনাযুক্ত), (৪) কণ্টকশোধন (ফৌজদারী সম্পর্কীয় ব্যবহারে বা মামলায়, সমাজের কণ্টক বা উপদ্রবকারীদিগের শাস্তিবিধি-যুক্ত), ও

৫) যোগবৃত্ত (গূঢ়পুরুষাদি কর্তৃক উপাংশুদণ্ডাদির বা গোপন-বধাদির প্রয়োগযুক্ত) অধিকরণ। তৎপরবর্তী নয়টি অধিকরণের নাম যথাক্রমে এইরূপ—(৬) মণ্ডলযোনি (দ্বাদশরাজমণ্ডলের চিন্তাবিষয়ক), (৭) ষাড্‌গুণ্য (সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয় —এই ছয়টি গুণের সংক্ষিপ্ত প্রতিপাদন-বিষয়ক), (৮) ব্যসনাধিকারিক (রাজ্যের সাতটি প্রকৃতি বা অঙ্গের বিপদ্-বিষয়ক আলোচনা-সমন্বিত), (৯) অভিযাস্যৎকর্ম্ম (বিজিগীষু রাজার শত্রুর প্রতি অভিযানের বিধিযুক্ত), (১০) সাংগ্রামিক (সংগ্রাম বিষয়ক আলোচনাযুক্ত), (১১) সংঘবৃত্ত (সংঘ বা শ্রেণী প্রভৃতির প্রতি বিজিগীষুর আচরণবিষয়ক), (১২) আবলীয়স (অবলীয়ান্ বা দুর্ব্বলতর বিজিগীষুর করণীয়-সম্বন্ধী), (১৩) দুর্গলম্ভোপায় (শত্রুদুর্গের লাভোপায়-বিষয়ক), এবং (১৪) ঔপনিষদ (পরোক্ষভাবে শত্রুজয়ের উপায়-রহস্যের কথাসমন্বিত) অধিকরণ। সর্ব্বশেষের অধিকরণটির নাম (১৫) তন্ত্রযুক্তি (অর্থশাস্ত্রে প্রচলিত ও ব্যবহৃত ৩২ প্রকারের ব্যাখ্যান-ন্যায়-বিষয়ক) অধিকরণ।

অতঃপর উপরি উক্ত পঞ্চদশ অধিকরণে অন্তর্ভুক্ত প্রকরণ বা প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও আবশ্যকীয় বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিনয়-শিক্ষা ; দণ্ডপ্রণয়ন ও মাৎস্যন্যায়

অর্থশাস্ত্রের প্রথম অধিকরণে রাজার বিনয়, ইন্দ্রিয়জয় ও বিদ্যাশিক্ষার বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। রাজা আন্বীক্ষিকী (অধ্যাত্ম-বিদ্যা ; মতান্তরে, হেতুবিদ্যা), ত্রয়ী (ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের বিদ্যা), বার্ত্তা (কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যের বিদ্যা) ও দণ্ডনীতি (রাজনীতিবিদ্যা)—এই চারিপ্রকার বিদ্যাতেই পারদর্শী হইবেন। কৌটিল্য দণ্ডনীতিশাস্ত্রে মানুষের অভিজ্ঞতা ও পটুতার উপর বেশ জোর দিয়াছেন, কারণ, তাঁহার মতে অন্য তিনটি বিদ্যার যোগ ও ক্ষেম সাধন করিতে চতুর্থ বিদ্যা দণ্ডনীতিই সমর্থ হয়, এবং লোকযাত্রা (সমাজস্থিতি) দণ্ডনীতির উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। কৌটিলীয় নীতি ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমের স্ব-স্ব ধর্ম্মপালনরূপ মূলের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, কৌটিল্যের মতে, বর্ণাশ্রমবর্গের স্বধর্ম্ম পালিত হইলে, ইহা মানুষের স্বর্গ ও অনন্তফল মোক্ষেরও সাধন হইতে পারে। স্বধর্ম্মের উল্লঙ্ঘনে মানবসমাজে কর্ম্মসঙ্কর ও বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হইতে পারে এবং তজ্জন্য সমাজের উচ্ছেদও ঘটিতে পারে। অতএব, রাজার কর্ত্তব্য হইবে সমস্ত লোককে স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট না হইতে দেওয়া। যে-প্রজালোকের আর্য্যমর্য্যাদা (সদাচার-নিয়ম) ব্যবস্থিত আছে, যে-প্রজালোক বর্ণ ও আশ্রমের নিয়মাদি

মানিয়া চলে, এবং যে প্রজালোক ত্রয়ীর (বেদত্রয়ের) বিধানদ্বারা রক্ষিত হয়, সে-প্রজালোক সুখসমৃদ্ধ থাকিয়া কখনই নষ্ট হয় না। ("স্বধর্ম্মঃ স্বর্গায়ানন্ত্যায় চ। তস্যাতিক্রমে লোকঃ সঙ্করাদুচ্ছিদ্যেত। তস্মাৎ স্বধর্ম্মং ভূতানাং রাজা ন ব্যভিচারয়েৎ। ...ব্যবস্থিতার্য্যমর্য্যাদঃ কৃতবর্ণাশ্রমস্থিতিঃ। ত্রয্যা হি রক্ষিতো লোকঃ প্রসীদতি ন সীদতি" ॥১।৪)।

দণ্ডবিষয়ে কৌটিল্যের নিজ আচার্য্যের এইরূপ একটি মত ছিল যে, দণ্ড ব্যতীত অন্য কোন সাধনই তেমন কার্য্যকর হয় না, যদ্দ্বারা সকলকে বশে রাখা যাইতে পারে। কিন্তু, কৌটিল্য স্বয়ং দণ্ডমাত্রকেই তেমন সাধন বলিয়া মনে করেন না। নিজ আচার্য্যের মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, রাজা তীক্ষ্ণদণ্ড হইলে সকল প্রাণীরই উদ্বেগ উৎপাদন করেন এবং মৃদুদণ্ড হইলে স্বয়ং পরাভব প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু, তিনি যথার্হদণ্ড হইলে, অর্থাৎ অপরাধীর অপরাধানুসারে দণ্ড প্রণয়ন করিলে, সকলের পূজা লাভ করেন। সুতরাং রাজাকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দণ্ড প্রণয়ন করিতে হইবে এবং তাঁহার লক্ষ্য থাকিবে যেন দণ্ড দুষ্প্রণীত, অথবা, অপ্রণীত না থাকে। দণ্ডের প্রচলন না থাকিলে রাজ্যে মাৎস্য-ন্যায় বা অরাজকতা উপস্থিত হয়। দণ্ডধর রাজার অভাবে, সমাজে বলবান্ লোক বলহীন লোককে গ্রাস করিয়া ফেলে, যেমন বড় বড় মৎস্য ছোট ছোট মৎস্যকে গ্রাস করে। দণ্ডশক্তিদ্বারা রক্ষিত রাজাই প্রভাবশালী থাকেন

("অপ্রণীতো হি মাৎস্যন্যায়মুদ্ভাবয়তি। বলায়ানবলং হি গ্রসতে দণ্ডধরাভাবে। তেন গুপ্তঃ প্রভবতীতি"। ১।৪)। জ্ঞান-বৃদ্ধ ও বিদ্যাবৃদ্ধ আচার্য্যগণের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া যে রাজা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যাবিনীত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত দণ্ডধর হইয়া স্বরাজ্যে একাতপত্র প্রভুত্ব পরিচালন করিয়া চাতুরন্ত নরপতি হইতে সমর্থ হয়েন; এবং এইরূপ হইলেই কৌটিল্যের অনুমোদিত ঐকৈশ্বর্য্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়।

রাজর্ষির আদর্শবৃত্তি

রাজাকে বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মান, মদ ও হর্ষ—এই আভ্যন্তর রিপুষড়্‌বর্গ ত্যাগ করিতে শিখিতে হইবে। কৌটিল্য এই প্রসঙ্গে (১।৬) প্রাচানতর ইতিহাসে কোন্ কোন্ রাজা উক্ত ছয় রিপুর মধ্যে কোন্ কোন্‌টির বশে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার উদাহরণ সংগ্রহ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে, কামের বশে পতিত হইয়া দাণ্ডক্য ও করাল রাজা, ক্রোধের বশে পতিত হইয়া জনমেজয় ও তালজঙ্ঘ, লোভের বশে পতিত হইয়া ঐল (পুরূরবাঃ) ও অজবিন্দু, মানের বশে পতিত হইয়া রাবণ ও দুর্য্যোধন, মদের বা দর্পের বশে পতিত হইয়া ডম্ভোদ্ভব ও (কার্ত্তবীর্য্য) অর্জ্জুন, ও হর্ষের বশে পতিত হইয়া বাতাপি ও বৃষ্ণিসংঘ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রত্যুদাহরণ দেখাইয়া কৌটিল্য আরও বলিয়াছেন যে, এই শত্রুষড়্‌বর্গ জয় করিয়া জামদগ্ন্য (পরশুরাম), অম্বরীষ ও

নাভাগ রাজা বহুকালপর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। রাজর্ষির আদর্শ চিত্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কৌটিল্য বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে অরিষড়্‌বর্গ ত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়জয়, বিদ্যা-বৃদ্ধগণের সহিত সংযোগদ্বারা নিজের প্রজ্ঞাবিকাশ, চার বা গূঢ়পুরুষগণের নিয়োগদ্বারা দৃষ্টিকার্য্য, উত্থান বা কার্য্যোদ্যমদ্বারা প্রজাবর্গের যোগক্ষেমসাধন, কর্ত্তব্যের অনুশাসনদ্বারা প্রজাদিগকে স্বধর্ম্মে স্থাপন, বিদ্যার উপদেশদ্বারা তাহাদের বিনয়শিক্ষাদান, সমুচিত কার্য্যে অর্থনিয়োগদ্বারা লোকপ্রিয়ত্বলাভ ও হিতসাধনদ্বারা নিজ বৃত্তি (রাজবৃত্তি) অবলম্বন করিতে হইবে। ("তস্মাদরিষড়্‌-বর্গত্যাগেনেন্দ্রিয়জয়ং কুর্ব্বীত—বৃদ্ধসংযোগেন প্রজ্ঞাং, চারেণ চক্ষুঃ, উত্থানেন যোগক্ষেমসাধনং, কার্য্যানুশাসনেন স্বধর্ম্মস্থাপনং, বিনয়ং বিদ্যোপদেশেন, লোকপ্রিয়ত্বমর্থসংযোগেন, হিতেন বৃত্তম্" । ১।৭)।

অমাত্যনিয়োগ

কৌটিল্যের মতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের মধ্যে অর্থই প্রধান, যে-হেতু ধর্ম্ম ও কাম এই দুইটি, অর্থ দ্বারাই সাধ্য হয়। এই অধিকরণেরই কয়েকটি অধ্যায় (৭-১০) পর্য্যন্ত শাস্ত্রপ্রণেতা কৌটিল্য অমাত্যপদ সৃষ্টি-সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয়-সমূহের অবতারণা করিয়া বিচার করিয়াছেন এবং কিভাবে গুণ-সম্পদের অধিকারী হইলে কেহ অমাত্যপদের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারেন এবং সেই পদে নিযুক্ত হইতে পারেন, এবং কিভাবে ধর্ম্মোপধা, অর্থোপধা, কামোপধা ও ভয়োপধা—এই

চারিপ্রকার উপধা বা ছলমূলক পরীক্ষাদ্বারা রাজা তাঁহাদিগের শৌচ ও অশৌচ জানিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে বিভিন্ন শাসন-বিভাগের অধ্যক্ষতা-প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, সে-সব বিষয়ও তিনি বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কৌটিল্যের মতে রাজ্য সহায়-সাধ্য—সুতরাং রাজার পক্ষে গুণসম্পদ্ পরীক্ষা করিয়া অমাত্য, মন্ত্রী ও পুরোহিতের নির্ব্বাচন ও নিয়োগ অবশ্য-করণীয়। ভারদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পরাশর, পিশুন, কৌণপদন্ত, বাতব্যাধি ও বাহুদন্তিপুত্র-নামক প্রাক্‌কৌটিল্যযুগের রাজনীতিজ্ঞ আচার্য্যগণের মত খণ্ডন করিয়া, কৌটিল্য অমাত্যনিয়োগ-সম্বন্ধে স্বমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নবম অধ্যায়ে আভিজাত্যাদি যে পঁচিশটি গুণবৈভবের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, সে-সবগুলি যাঁহাদের বিদ্যমান আছে তাঁহারাই উত্তম শ্রেণীর অমাত্য, এবং সেই গুণসমূহের চতুর্থাংশ যাঁহাদের নাই তাঁহারা মধ্যম শ্রেণীর এবং ইহার অর্দ্ধাংশ যাঁহাদের নাই তাঁহারা অধম শ্রেণীর অমাত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অমাত্য-নিরূপণ-সম্বন্ধেই এই গুণসমূহের বিচার-বিবেচনা করা হইবে, মন্ত্রীর নিয়োগ সম্বন্ধে নহে। আরও কয়েকটি অতিরিক্ত গুণের অধিকারী না হইলে কেহ মন্ত্রিপদ প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেন না) "অমাত্যাঃ সর্ব্ব এবৈতে কার্য্যাঃ স্যুর্ন তু মন্ত্রিণঃ"। ১৮; "মতিস্তৎপরতার্থেষু বিতর্কো জ্ঞাননিশ্চয়ঃ। দৃঢ়তা মন্ত্রগুপ্তিশ্চ মন্ত্রিসম্পৎ প্রকীর্ত্তিতা"॥ কামন্দকনীতিসারে ৪।৩০)।

অষ্টাদশ তীর্থ বা মহামাত্র

রাজাকে রাজকার্য্যের মন্ত্রণা দেওয়ার অধিকারী মন্ত্রিগণের নাম 'ধীসচিব' ('মতিসচিব' বা 'বুদ্ধিসচিব') বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হয়; এবং অন্য যাঁহারা বিভিন্ন অধিকরণ বা শাসন-বিভাগের অধ্যক্ষ হইয়া মন্ত্রণাধার্য্য কার্য্যসমূহ সম্পাদন করেন, তাঁহাদিগের নাম 'কর্ম্মসচিব'ও হইতে পারে। 'তীর্থ' বা 'মহামাত্র'-নামধারী যে অষ্টাদশ অমাত্য রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া প্রাচীন রাজনীতিশাস্ত্রে অভিহিত আছেন, কৌটিল্য প্রসঙ্গ পাইয়া (১২শ অধ্যায়ে) তাঁহাদের নামগুলি এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—(১) মন্ত্রী (প্রধান মন্ত্রণাদায়ী অমাত্য), (২) পুরোহিত (রাজার ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ব্যবহারাদি বিষয়ের উপদেশক), (৩) সেনাপতি (যুদ্ধসচিব; মতান্তরে, প্রধান সেনানায়ক), (৪) যুবরাজ (রাজকার্য্যের সহায়ক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রও মহামাত্রগণমধ্যে গণনীয়), (৫) দৌবারিক (রাজকুলের প্রধান রক্ষী), (৬) অন্তর্বংশিক (অন্তঃপুরাধিকৃত প্রধান অমাত্য), (৭) প্রশাস্তা—অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে শাসনকারী (কারাগারসম্বন্ধীয় প্রধান কর্ম্মচারী; মহাভারতে ইহাকেই 'কারাগারাধিকারী' ও রামায়ণে 'বন্ধনাগারাধিকৃত' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট পাওয়া যায়), (৮) সমাহর্ত্তা (রাজপ্রাপ্য রাজস্বের বা ধনাদির সমাহরণকারী শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ), (৯) সন্নিধাতা (রাজার সর্ব্বপ্রকার সার ও অসার দ্রব্যসমূহের নিচয় ও নিধানকার্য্যে ব্যাপৃত অধ্যক্ষ), (১০) প্রদেষ্টা (কণ্টকশোধন বা ফৌজদারী

দণ্ডবিধানে অধিকৃত প্রধান বিচারক), (১১) নায়ক (কেহ কেহ শব্দটিকে পদাতিকপ্রভৃতি সেনার নায়ক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ; কিন্তু, রামায়ণ ও মহাভারতের 'তীর্থ'-তালিকায় এই শব্দটির স্থানে 'নগরাধ্যক্ষ' শব্দের ব্যবহার লক্ষিত হয়। তবে কি অর্থশাস্ত্রের ২য় অধিকরণে ৩৬শ অধ্যায়ে আলোচ্য 'নাগরিক'-শব্দস্থলে এই প্রসঙ্গে অশুদ্ধ 'নায়ক'-শব্দ অর্থশাস্ত্রের পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে ?), (১২) পৌরব্যাবহারিক (পুরবাসীদিগের ব্যবহার-বিধানে নিযুক্ত প্রধান বিচারপতি), (১৩) কার্ম্মান্তিক (আকরাদির কর্ম্মান্তপরিচালনে অধিকারী প্রধান অধ্যক্ষ), (১৪) মন্ত্রিপরিষদধ্যক্ষ (মন্ত্রিপরিষৎ বা অমাত্যপরিষদের সভানায়ক), (১৫) দণ্ডপাল (সৈন্যবিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ ; মতান্তরে, দণ্ড বা শাস্তিবিধানকারী প্রধান রাজকর্ম্মচারী), (১৬) দুর্গপাল (প্রাকার ও পরিখাদিবেষ্টিত পুরসমূহ ও সেনাদুর্গের প্রধান অধ্যক্ষ), (১৭) অন্তপাল (রাজ্যের সীমান্তরক্ষণকার্য্যে ব্যাপৃত প্রধান কর্ম্মচারী) ও (১৮) আটবিক (অটবীপাল অর্থাৎ অটবী-রাজ্যের অধিপতিরূপে রাজার অমাত্যশ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত প্রধান অধিকারী)। দেখা যায় যে, রাজ্যের যতপ্রকার শাসনবিভাগ কল্পনীয় হইতে পারে, এই অষ্টাদশ 'তীর্থ', মহামাত্র বা মহামাত্য-দ্বারা সে-গুলির কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষিত হইতে পারে। শাসন-বিভাগের কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করার জন্য কিরূপ গুণবিশিষ্ট অমাত্যের বা অধ্যক্ষের হস্তে কর্ত্তৃত্বভার অর্পিত হওয়া উচিত, তৎপ্রসঙ্গে কৌটিল্য এইরূপ একটি মতবাদ প্রচার করিয়াছেন

যে, যে-ব্যক্তি ধর্ম্মোপধা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাকে ধর্ম্মস্থীয় ও কণ্টকশোধন-কার্য্যে (অর্থাৎ দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগের বিচারকপদে নিযুক্ত করা উচিত। অর্থোপধায় শুদ্ধ ব্যক্তিকে সমাহর্ত্তা ও সন্নিধাতার ধনসংগ্রহ ও ধন-নিচয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত। যাঁহারা কামোপধাশুদ্ধ তাঁহাদিগকে রাজার বাহ্য ও আভ্যন্তর বিহাররক্ষার কার্য্যে অর্থাৎ রাজান্তঃপুরের রক্ষণাদি-কার্য্যে ব্যাপৃত করা যাইতে পারে। যাঁহারা ভয়োপধা-শুদ্ধ সেই নির্ভীক ব্যক্তিদিগকে রাজার শরীররক্ষাদি আসন্নকার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। চারিপ্রকার উপধাপরীক্ষায় যাঁহারা শুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন, তাঁহাদিগকে মন্ত্রিত্ব দেওয়া যাইতে পারে। উপধাপরীক্ষায় যাঁহারা অনুত্তীর্ণ, তাঁহাদিগকে খনি, দ্রব্যবন, হস্তিবন ও কর্ম্মান্তসমূহে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। ("তত্র ধর্ম্মোপধাশুদ্ধান ধর্ম্মস্থীয়-কণ্টকশোধনেষু স্থাপয়েৎ, অর্থোপধা-শুদ্ধান্ সমাহর্ত্তৃ-সন্নিধাতৃ-নিচয়কর্ম্মসু, কামোপধাশুদ্ধান্ বাহ্যাভ্যন্তর-বিহাররক্ষাসু, ভয়োপধাশুদ্ধানাসন্নকার্য্যেষু রাজ্ঞঃ। সর্ব্বোপধাশুদ্ধান মন্ত্রিণঃ কুর্য্যাৎ। সর্ব্বত্রাশুচীন খনি-দ্রব্য-হস্তি বনকর্ম্মান্তেষূপযোজয়েৎ"। ১।১০)

মন্ত্রিপরিষদে মন্ত্রিসংখ্যা

করণীয় রাজকর্ম্মবিষয়ে মন্ত্রিগণের সহিত পূর্ব্বে মন্ত্রণা করিয়া, পরে রাজা সে-সব কর্ম্ম আরম্ভ করাইয়া থাকেন। একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে (১৫শ অধ্যায়ে) কৌটিল্য মন্ত্রাধিকার'— প্রকরণের

আলোচনায়, আভ্যন্তর মন্ত্রিসভার সভ্যসংখ্যাসম্বন্ধে বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। এই প্রশ্নের সমাধানে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের মত উদ্ধার করিয়া তৎখণ্ডনার্থ বলিয়াছেন যে, যে মতবাদদ্বারা তাঁহারা এক হইতে আরম্ভ করিয়া বহুসংখ্যক মন্ত্রী লইয়া রাজা গুহ্যবিষয়ের মন্ত্রণা করিতে পারেন, এরূপ বলিয়াছেন, তাহা তিনি নিজে সমর্থন করিতে পারেন না। তিনি মনে করেন যে, রাজা তিনটি বা চারিটি ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের সহিত মন্ত্রণা করিবেন, কারণ, মন্ত্রীর সংখ্যা একটি মাত্র হইলে, তাঁহার সহিত মন্ত্রণা-সময়ে কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত হইলে রাজার পক্ষে অর্থনিশ্চয় বা কর্ম্মের অবধারণ করা কঠিন হইতে পারে। মন্ত্রী একজনমাত্র থাকিলে, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বি-বিহীন হওয়ায় অনবগ্রহ অর্থাৎ স্বেচ্ছায় কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া উঠিতে পারেন। মন্ত্রী দুইজন থাকিলে, তাঁহারা উভয়ে একমত হইয়া রাজাকে স্ববশে আনিতে পারেন, অথবা, উভয়ে বিপরীত-মতাবলম্বী হইয়া রাজকার্য্যের নাশ ঘটাইতে পারেন। তিনজন বা চারিজন মন্ত্রী থাকিলে, তেমন কোন বৃহৎ দোষ উৎপন্ন না-ও হইতে পারে, এবং হইলেও, তাহা অনেক কষ্টে ঘটিতে পারে। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রণার বিষয়ীভূত কর্ম্ম অবাধে সম্পন্ন হইবার পথে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত না-ও হইতে পারে। আবার চারিজনের অধিক মন্ত্রী থাকিলে, অর্থনিশ্চয় বা বিষয়নির্ণয় অতিকষ্টে সিদ্ধ হইতে পারে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে মন্ত্রও সুরক্ষিত করা কঠিন হইতে পারে। মন্ত্রিপরিষদের সভ্যসংখ্যা কত থাকা

উচিত কৌটিল্য তাহা ঠিকভাবে নির্দ্দেশ না করিয়া বলিয়াছেন যে, কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজনানুসারে সেই সংখ্যা কম-বেশী হইতে পারে, এবং সেই জন্যই তিনি মনুর মতাবলম্বীদিগের মতে ১২জন অমাত্য, বৃহস্পতির মতাবলম্বীদিগের মতে ১৬ জন ও উশনাঃ বা শুক্রাচার্য্যের মতাবলম্বীদিগের মতে ২০ জন অমাত্য থাকার কথা স্বীকার না করিয়া, সেই মতগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ("মন্ত্রিপরিষদং দ্বাদশামাত্যান কুর্ব্বীতেতি মানবাঃ। ষোড়শেতি বার্হস্পত্যাঃ। বিংশতিমিতৌশনসাঃ। যথাসামর্থ্যমিতি কৌটিল্যঃ" ।১।১৫।) তৎপর কৌটিল্য বলিয়াছেন যে, আত্যয়িক বা শীঘ্রকরণীয় সমস্যাবহুল কার্য্য উপস্থিত হইলে, রাজা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রিগণকে (অর্থাৎ ৩-৪ জন মতিসচিবদিগকে) ও মন্ত্রিপরিষদের কর্ম্মসচিবদিগকে একসঙ্গে ডাকাইয়া যুক্ত সভাতে সব বিষয় আলোচনার্থ উপস্থাপিত করিবেন। সেই সভায় অধিকসংখ্যক সচিবেরা যাহা করিতে মত দিবেন, রাজা তাহা গ্রহণ করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। অথবা, সেখানে অল্পসংখ্যক সচিবেরাও যাহা কার্য্যসিদ্ধিকর উপায় বলিয়া দৃঢ়তার সহিত নির্দ্ধারিত করিবেন, রাজা তাহা অবলম্বন করিয়াও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন ("আত্যয়িকে কার্য্যে মন্ত্রিণো মন্ত্রিপরিষদং চাহূয় ব্রূয়াৎ। তত্র যদ্ ভূয়িষ্ঠাঃ কার্য্যসিদ্ধিকরং বা ব্রূয়ুস্তৎ কুর্য্যাৎ" ।১।১৫)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গূঢ়পুরুষ বা গুপ্তচর ও দূত

কৌটিলীয় রাজনীতি এক অদ্ভুত ও কর্ম্মপটু গূঢ়পুরুষ বা গুপ্তচর-নিয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাকা পাকা গুপ্তচর রাজ্যে কার্য্যতৎপর হইয়া সর্ব্বপ্রকার সংবাদ সংগ্রহ না করিয়া দিলে, প্রাচীন ভারতের শাসনপ্রণালী চালাইবার জন্য নিযুক্ত অধ্যক্ষাদির কর্ত্তব্যকার্য্যের সুসমাধান হইতে পারিত না। তাই অর্থশাস্ত্রে গূঢ়পুরুষপ্রণিধি নামক প্রকরণের এতটা মূল্যবত্তা লক্ষিত হয়। গূঢ়পুরুষ বা গুপ্তচরদিগের নানাপ্রকার শ্রেণীভেদ দেখা যায়। প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করিয়া, রাজার প্রতি প্রজাবর্গের কিরূপ মনোভাব দৃষ্ট হয়, অমাত্যাদি রাজপাদোপজীবিগণের রাজার প্রতি কতখানি অনুরাগ বা বিরাগ বর্ত্তমান আছে, কিভাবে প্রজাজনদ্বারা কৃত অপরাধ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, এবং পররাজ্যের কোষবল ও সেনাবল কিরূপে অবগত হওয়া যায় ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ বহন করিয়া আনিয়া এই চরেরা নিজের রাজার নিকট নিবেদন করিবে। এক শ্রেণীর গূঢ়পুরুষদিগকে 'সংস্থ' নাম দেওয়া হইত। তাহারা একস্থানে অবস্থান করিয়াই শিষ্য-প্রশিষ্যের সাহায্যে সংবাদ সংগ্রহ করিত। দ্বিতীয় আর এক শ্রেণীর গূঢ়পুরুষদিগকে 'সঞ্চারী' নাম দেওয়া হইত। তাহারা স্বদেশে ও বিদেশে সঞ্চরণ করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত। প্রথম শ্রেণীতে প্রধানতঃ

পাঁচ-প্রকার চরের নাম পাওয়া যায়, যথা—(১) 'কাপটিক' (পর-মর্ম্মজ্ঞ প্রগল্ভ বা প্রৌঢ় ছাত্র), (২) 'উদাস্থিত' (সন্ন্যাসচ্যুত পরিব্রাজক), (৩) 'গৃহপতিব্যঞ্জন' (কর্ষকশ্রেণীর গৃহস্থের বেশধারী), (৪) 'বৈদেহকব্যঞ্জক' (বণিকের বেশধারী) ও (৫) 'তাপসব্যঞ্জন' (মুণ্ডিতমস্তক বা জটাধারী তাপসের বেশগ্রাহী)। উক্ত পঞ্চম-প্রকারের গুপ্তচরেরা অর্থাৎ তাপসব্যঞ্জন গূঢ়পুরুষেরা মানুষের ভবিষ্যৎ বলিয়া দিবার বিদ্যা জানে—এইপ্রকার স্পর্দ্ধা করিত এবং তাহাদের নিজ শিষ্যাদির গুপ্ত সাহায্যে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ঘটনা ঘটাইয়া দিয়া লোকের সম্মান ও পূজা লাভ করিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর গুপ্তচরেরা অর্থাৎ সঞ্চারী গূঢ়পুরুষেরা সাধারণতঃ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইত, যথা—(১) 'সত্রী' (রাজার নিজের কোন আত্মীয়জন; যাহার লক্ষণবিদ্যা, অঙ্গবিদ্যা, জম্ভকবিদ্যা অর্থাৎ বশীকরণ ও অন্তর্দ্ধানাদি-বিদ্যা, মায়া বা ইন্দ্রজাল, আশ্রমধর্ম্ম, নিমিত্তবিদ্যা বা শকুনশাস্ত্র ও অন্তরচক্র বা পক্ষিশাস্ত্রে পারদর্শিতা আছে); (২) 'তীক্ষ্ণ' (ত্যক্তাত্মা বা নিজশরীর-নিরপেক্ষ হইয়া সাহসকার্য্যকারী), (৩) 'রসদ' (রস বা বিষপ্রদানকারী) ও (৪) পরিব্রাজিকা, মুণ্ডা, অথবা, বৃষলী (ইহারা স্ত্রীলোক চর)। চরেরা সংজ্ঞালিপিদ্বারাও সংবাদ সূচনা করিয়া তাহা রাজদ্বারে পাঠাইয়া দিত। তাহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিত না; এমন ভাবেই আত্মগোপন করিয়া তাহারা প্রতিবেদকের কার্য্য সম্পাদন করিত। মন্ত্রীরাও তাহাদের দৃষ্টির বহির্ভূত থাকিতে পারিতেন না। কণ্টকশোধনকার্য্যে ব্যাপৃত প্রদেষ্টা নামে পরিচিত

বিচারকেরা গুপ্তচরের সাহায্য লইয়া বিচার করিতেন। অনেক সময়ে তাহারা রাজদ্বেষ্য লোকদিগের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপনপূর্ব্বক রাজার প্রতি দ্রোহাচরণের অসৎকার্য্য তাহাদিগদ্বারা করাইয়া, পরে তাহাদিগকে রাজপুরুষের হাতে ধরাইয়া দিয়া তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করিত। এক-শ্রেণীর গুপ্তচরের নাম ছিল 'উভয়বেতন'। তাহারা স্বপ্রভুর বেতনভোগী হইয়া পররাজ্যে অপসর্প বা চরের কার্য্য করিত; কিন্তু, স্বপ্রভুর অনুমোদন লইয়া তাঁহার স্বার্থেই তাহারা শত্রু-রাজার নিকট হইতেও বেতন-গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহারও (শত্রু-রাজারও) কাজ করিত। পাছে বা তাহারা বিশ্বাসঘাতক হইয়া পড়িয়া শত্রুরাজার কার্য্যেই চিরকাল ব্যাপৃত হয় এইজন্য, তাহাদের স্বরাজ্যে অনুপস্থিতিকালে তাহাদের স্ত্রীপুত্রেরা নিজ প্রভুর বশে রক্ষিত থাকিত। রাজার নিজের রাজ্যে যে-যে শ্রেণীর চরেরা স্ব-স্ব চারকার্য্য সম্পাদন করিত, তাহাদের সাহায্যেই সমশ্রেণীভুক্ত শত্রুরাজ্য হইতে শত্রুরাজার প্রেরিত চরদিগকেও রাজা চিনিয়া লইতে পারিতেন।

দূতপ্রণিধিকেও আমরা গূঢ়পুরুষপ্রণিধির অঙ্গবিশেষ বলিয়া মনে করিতে পারি। এই দূতনিয়োগবিষয়ে লক্ষ্য করা যায় যে, ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে তিন শ্রেণীর দূত কল্পিত হইত, যথা—(১) যে দূতেরা সর্ব্বপ্রকার অমাত্যগুণোপেত হইতেন তাঁহাদিগকে 'নিসৃষ্টার্থ' দূত বলা হইত, অর্থাৎ তাঁহারা পরদেশে স্বরাজার প্রতিনিধিরূপে পূর্ণ ক্ষমতা লইয়া কার্য্য করিতে পারিতেন;

(২) যাঁহারা সেই সব গুণের একচতুর্থাংশে হীন হইতেন, তাঁহাদিগকে 'পরিমিতার্থ' দূত বলা হইত, অর্থাৎ তাঁহাদের কার্য্য-ক্ষমতা পরিচালনের বিষয়গুলি পরিমিতভাবে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইত; এবং (৩) যাঁহারা সেই গুণসমূহের অর্দ্ধাংশে হীন থাকিতেন, তাঁহাদিগকে কেবল 'শাসনহর' দূত বলা হইত, অর্থাৎ তাঁহারা লিখিত পত্র পররাজ্যের রাজার নিকট সমর্পণ করিতে পারিতেন। প্রাচীন গ্রন্থে গূঢ়পুরুষদিগকে অপ্রকাশ চর এবং দূতদিগকে প্রকাশ চর বলিয়াও আখ্যাত পাওয়া যায়। দূতের কার্য্য যে অত্যন্ত কষ্টকর তাহা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের একটি নিবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপিত করা যাইতে পারে। পররাজ্যের রাজা তুষ্ট বা অতুষ্ট অবস্থায় আছেন, সে সম্বন্ধে লক্ষণ বর্ণনা করিয়া কৌটিল্য লিখিয়াছেন যে, অতুষ্ট রাজার নিকট দূত নম্রভাবে নিজ কর্ত্তব্যের স্বরূপ এইভাবে নির্দ্দেশ করিবেন—"আপনি ও অন্যান্য সব রাজারাই 'দূতমুখ' অর্থাৎ দূতের মুখ দিয়াই নিজ বক্তব্য অপর রাজাকে শুনাইয়া থাকেন। এই-হেতু দূতগণের উপর শস্ত্র উত্তোলিত হইলেও, তাঁহারা নিজ প্রভুর দ্বারা যাহা উক্ত হইয়াছেন, তাহাই বিদেশীয় রাজার সমীপে ব্যক্ত করিয়া বলিবেন। দূতগণের মধ্যে যদি কেহ চণ্ডালজাতীয়ও হয়েন, তথাপি তিনি বধ্য নহেন, ব্রাহ্মণ-জাতীয় দূতের ত কথাই নাই। 'আমার প্রযুক্ত বাক্য (আমার নিজের) নহে, ইহা অপরের (অর্থাৎ আমার রাজার) বাক্য'—ইহাই দূতের ধর্ম্ম" ("দূতমুখা বৈ রাজান

স্বং চান্যে চ। তস্মাদুস্ততেম্বপি শস্ত্রেষু যথোক্তং বক্তারঃ। তেষামন্তাবসায়িনোঽপ্যবধ্যাঃ, কিমঙ্গ পুনর্ব্রাহ্মণাঃ। পরস্যৈতদ্ বাক্যমেষ দূতধর্ম্ম ইতি।” ১।১৬)।

বৈবস্বত মনু প্রথম রাজা

রাজার নিজরাজ্যে ও তাঁহার শত্রুর রাজ্যে কোন্ কোন্ পৌর ও জানপদ লোকেরা কারণবিশেষে রাজাদের প্রতি তুষ্ট বা অতুষ্ট আছে, তাহাদের মধ্যে কে কি জন্য ক্রুদ্ধ, লুব্ধ, ভীত ও অবমানিত আছে, এবং তাহাদিগকে কিপ্রকারে রাজারা স্ববশে আনিতে চেষ্টা করিবেন ইত্যাদি বিষয়ে এই শাস্ত্রের আলোচ্য অধিকরণের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে কৌটিল্য বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কৌটিল্য একটি কৌতুকপূর্ণ চারকার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সত্রি-নামক গূঢ়পুরুষেরা পরস্পারের মধ্যে একটি কূট কলহ উত্থাপন করিয়া নদীপ্রভৃতির কোন ঘাটে, অথবা, সভা ও দোকান-গৃহে কিংবা পূগনামক কর্ম্মকরগণের দলে ও জনতার মধ্যে এইরূপ একটি তর্কবিতর্কের অবতারণা করিবে, যথা—“কেবল শুনাই গিয়াছে যে, এই রাজা সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু, তাঁহার কোন গুণই লক্ষিত হয় না। বরং তিনি কেবল পৌর ও জানপদদিগকে দণ্ড ও করবিধানপূর্ব্বক সংপীড়িত করেন”। এইরূপ প্রস্তাব যাহারা সমর্থন করিবে তাহাদিগকে ও রাজনিন্দক প্রস্তাবকারীকে অন্য একজন গুপ্তচর এইরূপ বাক্যপ্রয়োগদ্বারা

বারণ করিবেন, যথা—"মাৎস্যন্যায়ে বা অরাজকতায় অভিভূত হইয়া প্রজারা বৈবস্বত মনুকে সর্ব্বপ্রথম রাজরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছিল, এবং তাহারা এই নিয়মে পরস্পর আবদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা নিজের ধান্যসম্পত্তির ষড্‌ভাগ, পণ্যসম্পত্তির দশভাগ ও তদভাবে হিরণ্য (নগদ টাকা) ভাগধেয় বা কররূপে সেই রাজাকে প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিল এবং রাজাও ভৃতি বা বেতনরূপে এই ভাগধেয় বা কর প্রাপ্ত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রজাজনের যোগ ও ক্ষেম-সাধনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি, আরণ্যক ঋষিরাও রাজকর্ত্তৃক পালনভার গ্রহণের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ ধান্যাদিরও ষষ্ঠ ভাগ রাজাকে প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজারা যে দণ্ড ও কর বিধান করেন তদ্দ্বারা প্রজাদিগের পাপ দূরীভূত হয়। রাজা ইন্দ্রস্থানীয় হইয়া প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং যমস্থানীয় হইয়া তাহাদের প্রতি নিগ্রহ-বিধান করেন। রাজার অবমানকারীর উপর দৈব দণ্ডও পতিত হয়। অতএব, রাজাকে অবমানিত করা উচিত নহে" ("মাৎস্যন্যায়াভিভূতাঃ প্রজা মনুং বৈবস্বতং রাজানং চক্রিরে। ধান্যষড্‌ভাগং পণ্যদশভাগং হিরণ্যং চাস্য ভাগধেয়ং প্রকল্পয়ামাসুঃ। তেন ভৃতা রাজানঃ প্রজানাং যোগক্ষেমবহাঃ। তেষাং কিল্বিষং দণ্ডকরা হরন্তি যোগক্ষেমবহাশ্চ প্রজানাম্। তস্মাদুঞ্ছষড্‌ভাগমারণ্যকা অপি নিবপন্তি—তস্যৈতদ্ ভাগধেয়ং যোঽস্মান্ গোপায়তীতি। ইন্দ্র-যম-স্থানমেতদ্ রাজানঃ প্রত্যক্ষহেডপ্রসাদাঃ। তানবমন্যমা

দৈবোঽপি দণ্ডঃ স্পৃশতি। তস্মাদ্ রাজানো নাবমন্তব্যাঃ"। ১।১৩)। এইরূপ কৌটিলীয় বচন হইতে রাজা ও প্রজার মধ্যে অবস্থিত একটি সামাজিক সংবিৎ বা চুক্তির ব্যবস্থা অনুমিত হইতে পারে। অর্থশাস্ত্রের তন্ত্র ও আবাপাংশে গূঢ়পুরুষদিগের বহুবিধ গুপ্ত কার্য্যকলাপের বিষয় জানিতে পারা যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অন্তঃপুরে ও অন্যত্র রাজার আত্মরক্ষা

অন্তঃপুরস্থ দেবীগণ ও রাজপুত্রগণের হস্ত হইতে রাজা সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করিয়া চলিবেন—কৌটিল্যের এই নীতিবাক্য রাজা যেন কখনও ভুলিয়া না যান। জন্মাবধি রাজপুত্রগণের উপর রাজাকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ, কৌটিল্য বলেন যে, রাজপুত্রেরা কর্কটকের সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া নিজ জনককেও ভক্ষণ করিতে পারে ("কর্কটকসধার্ম্মাণো হি জনকভক্ষা রাজপুত্রাঃ"। ১।১৭)। রাজপুত্রগণকে রাজা কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া নিজের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির গোচরে রাখিয়া সুবিনীত করিবেন, এই সম্বন্ধে প্রচলিত পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতবাদ

খণ্ডিত করিয়া, কৌটিল্য এইরূপ একটি স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন যে, প্রত্যেক রাজা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন যে, যে-রাজকুলে রাজপুত্রেরা অবিনীত ও অশিক্ষিত থাকিয়া যায় সেই রাজকুল শত্রুদ্বারা আক্রান্তমাত্র হইলেই, ঘুণচর্ব্বিত কাষ্ঠের ন্যায় স্পর্শমাত্রেই ভাঙ্গিয়া পড়ে ("কাষ্ঠমিব হি ঘুণজগ্ধং রাজকুলম-বিনীতপুত্রমভিযুক্তমাত্রং ভজ্যেত" ১৷১৭)। অতএব, রাজপুত্রের নিকট তাহাই উপদেশ করিতে হইবে, যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম ও অর্থ, এবং যাহা অধর্ম্ম ও অনর্থ তাহা কখনই তাহার নিকট উপদেশ করিতে হইবে না। রাজকুমারদিগের জন্য বিনয় ও শিক্ষাবিধানের সুবন্দোবস্ত করিয়া রাজা তন্মধ্য হইতে দুর্বুদ্ধি কুমারদিগকে ত্যাগ করিয়া উপযুক্ত আত্মসম্পন্ন পুত্রকে (সে জ্যেষ্ঠ পুত্র হউক বা না হউক) সেনাপতি বা যুবরাজের পদে স্থাপিত করিবেন ("আত্মসম্পন্নং সৈনাপত্যে যৌবরাজ্যে বা স্থাপয়েৎ" ৷১৷১৭)। কিন্তু, তাঁহার একমাত্র পুত্রও যদি অবিনীত বা অশিক্ষিত হয়, তাহা হইলে তিনি সেই পুত্রকে কখনই রাজ্যে স্থাপিত করিবেন না ("ন চৈকপুত্রমবিনীতং রাজ্যে স্থাপয়েৎ" ৷১৷১৭)। এমন কি, কৌটিল্য এরূপ চিন্তাও করিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে রাজকুলের বহুপুত্রসংঘের হস্তে, অথবা কুলের বহুবৃদ্ধসংঘের হস্তেও রাজ্যভার সমর্পিত হইতে পারে। কারণ, এই প্রকার কুলসংঘ শত্রু দ্বারা দুর্জ্জেয় হইয়া অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে। অবরুদ্ধ রাজপুত্রদিগকে রাজা অবস্থাবিশেষে নিজরাজ্যমধ্যে স্বসন্নিধানে, অথবা, দূরবর্ত্তী

প্রান্তদুর্গে, কিংবা পরদেশে বন্ধন-স্থানে আবদ্ধ রাখিতে পারেন ; অথবা, তাহাদিগকে নির্জ্জন স্থানেও আটকাইয়া রাখিতে পারেন।

রাজান্তঃপুরে রাজার আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বিত হইত বলিয়া জানা যায়। অন্তঃপুরে যাতায়াত জন্য গোপনীয় অনেক সুরঙ্গাপথ, ছিদ্রযুক্ত স্তম্ভরাজি ও লুক্কায়িত সোপানাবলী প্রভৃতি থাকিত। রাজার নিজ বাসগৃহে অগ্নিদাহ ও বিষের প্রতীকার-ব্যবস্থা থাকিত। অন্তঃপুরে রাজমহিষী ও অন্যান্য স্ত্রীপরিজনের জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান, উদ্যানাদির বৃক্ষস্থান, তড়াগাদির উদকস্থান, কুমারগণের বাসযোগ্য কুমারপুর ও রাজপুত্রীগণের জন্য কন্যাপুর, মন্ত্রণার জন্য সভাগৃহ, উপস্থান বা রাজদরবারের স্থান ও সশস্ত্র রক্ষিপুরুষগণের অবস্থান ও থাকার ব্যবস্থা করা হইত। রাণীরা ও তাঁহাদের সহায়ক পরিজনবর্গের লোকেরা রাজাকে হত্যা করিতে পারে—এইরূপ ভয়ের নিবারণার্থ কৌটিল্য এই প্রসঙ্গে ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস হইতে কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া রাজগণকে সাবধান থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন।

অর্থশাস্ত্রে ইহাও উপদিষ্ট হইয়াছে যে, মাহানসিক (রাজ-রন্ধনশালার অধিকৃত পুরুষ) রন্ধনশালাতে পক্ব দ্রব্যাদি আগে স্বয়ং আস্বাদন করিয়া, এবং তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ও কাকাদি পক্ষীর নিকট বলিরূপে প্রদান করিয়া, পরে সেই সেই দ্রব্য শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলে, রাজাকে তাহা আহারার্থ প্রদান

করিতেন, যেন কোন প্রকারে বিষ বা বিষময় ফল রাজাকে ভোগ করিতে না হয়। ব্যবস্থা ছিল যে, ঔষধ-পাচক ও ঔষধপেষকাদি-পরিচারকবর্গ দ্বারা পূর্ব্বে আস্বাদিত করাইয়া রাজবৈদ্য রাজাকে ঔষধ, মদ্য ও অন্যান্য পানীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে দিতেন। বেশকল্পক ও অন্যান্য প্রসাধনদ্রব্যকারীরা অন্তর্বংশিকের (রাজান্তঃপুরস্থ প্রধান অমাত্যের) হস্ত হইতে শিলমোহরযুক্ত বস্ত্র ও অপর সব উপকরণাদি বুঝিয়া লইয়া, তদ্দারা রাজাকে ভূষিত করিত। রাজার সহচর ভৃত্যেরা ও দাসীরা নিজ নিজ চক্ষু, বক্ষঃস্থল ও বাহুতে স্পর্শ করাইয়া বস্ত্রমাল্যাদি রাজাকে পরিতে দিত। পরদেশ হইতে উপঢৌকনরূপে প্রাপ্ত ভোগ্যবস্তু সম্বন্ধেও এইরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিত। রাজসমীপে অন্যস্থান হইতে আগত কুশীলব প্রভৃতির নর্ম্মকর্ম্মেও (হাসিতামাসাতেও) এইরূপ সাবধানতা অবলম্বিত হইত। আপ্তজনদ্বারা অধিষ্ঠিত যানবাহন ও আপ্ত নাবিকদ্বারা অধিষ্ঠিত জলপোতাদি রাজাকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত। এমন কি, সিদ্ধ ও তাপসজনকে দেখা দিতে হইলেও রাজা বিশ্বস্ত শস্ত্রগ্রাহী রক্ষিপুরুষদ্বারা অধিষ্ঠিত না হইয়া তাহা করিতেন না। সামন্ত দূতগণের সহিত সাক্ষাৎকারপ্রদান-সময়েও তিনি মন্ত্রিপরিষদ্ দ্বারা অধিষ্ঠিত থাকিতেন ("আপ্তশস্ত্রগ্রহাধিষ্ঠিতঃ সিদ্ধতাপসং পশ্যেৎ, মন্ত্রি-পরিষদা সামন্তদূতম্"। ১।২১)। স্বয়ং যুদ্ধবেশী হইয়া তিনি হস্তী, অশ্ব বা রথে চড়িয়া, সন্নদ্ধ বা অস্ত্রশস্ত্রধারী সেনাপুরুষগণের নিকট দর্শনার্থ উপস্থিত হইতেন। সর্ব্বশেষে, কৌটিল্য এমন

কথাও বলিয়াছেন যে, রাজার প্রাসাদ হইতে বাহিরে যাওয়ার সময়ে ও বাহির হইতে প্রাসাদে প্রবেশ করার সময়ে, তাঁহার আত্মরক্ষার জন্য রাজমার্গের উভয় পার্শ্বে দণ্ডধারী রক্ষিগণ দণ্ডায়মান থাকিবে এবং তাহারা রাজার দর্শনপথ হইতে শস্ত্রধারী লোক, প্রব্রজিত বা সন্ন্যাসী ও অঙ্গহীন জনসমূহকে অপসারিত করিবে। জনসঙ্কুল প্রদেশে রাজার প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিবে। কোন শোভাযাত্রা, সমাজ বা গোষ্ঠীভোজনাদিরূপ আনন্দোপভোগ, উৎসব ও প্রবহণ বা উদ্যানভোজনাদিতে রাজাকে যোগদান করিতে হইলে, তিনি রক্ষিপুরুষগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া তাহা করিবেন।

উত্থান ও অনুত্থান

অর্থশাস্ত্রে প্রত্যেক রাজার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উত্থান-নামক গুণটির পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। এই উত্থান শব্দটির অর্থ হইল কার্য্যাকার্য্যনিরীক্ষণে সর্ব্বদা তৎপর থাকা। কৌটিল্য মনে করেন যে, রাজভৃত্যগণ (রাজকর্ম্মচারিগণ) রাজাকে উত্থানগুণবিশিষ্ট লক্ষ্য করিলেই নিজেরাও তদ্‌গুণবিশিষ্ট হইতে পারে ; এবং তাঁহাকে প্রমাদযুক্ত (অর্থাৎ কর্ত্তব্যকার্য্যে অনবধান-যুক্ত) দেখিলে তাহারা নিজেরাও প্রমাদী হইয়া পড়ে। প্রমাদী হইলে তাহারা রাজকার্য্য নষ্ট করিয়া ফেলে ("রাজনমুত্তিষ্ঠমানং অনূত্তিষ্ঠন্তে ভৃত্যাঃ, প্রমাদ্যন্তং অনুপ্রমাদ্যন্তি কর্ম্মাণি চাস্য ভক্ষয়ন্তি"। ১।১৯)। অর্থশাস্ত্রে এইরূপ বিধিও সন্নিবিষ্ট

হইয়াছে যে, রাজাকে সব আত্যয়িক (সদ্যঃ-করণীয়) কার্য্যসম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ সব বিষয় শুনিতে হইবে এবং উপস্থিত কার্য্য তিনি কখনই অতিক্রান্ত হইতে দিবেন না, কারণ, কার্য্যসম্পাদন স্থগিত রাখা হইলে, সেই অতিক্রান্ত বা অতিপাতিত কার্য্য পরে কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়াইতে পারে, অথবা, ইহা একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিতে পারে ("সর্ব্বমাত্যয়িকং কার্য্যং শৃণুয়ান্নাতিপাতয়েৎ। কৃচ্ছ্রসাধ্যমতিক্রান্তমসাধ্যং বা বিজায়তে" । ১।১৯) । এই শাস্ত্রে ইহাও নীতিরূপে প্রচারিত হইয়াছে যে, রাজার পক্ষে এই উত্থান-গুণটি (অর্থাৎ সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে কার্য্যদর্শনে প্রস্তুত থাকাটা) ব্রত বলিয়া গণ্য হওয়ার যোগ্য ("রাজ্ঞো হি ব্রতমুত্থানম্"। ১।১৯) এবং অর্থের (রাজকার্য্যের) মূলই হইল উত্থান এবং ইহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ অনুত্থান সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল ("অর্থস্য মূলমুত্থানমনর্থস্য বিপর্য্যয়ঃ" ।১।১৯) । এই শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, প্রজার সুখ উপস্থিত হইলেই রাজার সুখ হয়, এবং প্রজার হিত হইলেই তাহা রাজার হিত বলিয়া বিবেচ্য । যে-টা রাজার নিজের প্রিয়, সে-টা তাঁহার হিত নহে ; কিন্তু, প্রজাবর্গের যে-টা প্রিয় সে-টাই রাজার হিত বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত । ("প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং চ হিতে হিতম্। নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্" । ১।১৯) ।

কৌটিল্যের কিছু পরবর্ত্তী সময়ে ভারতসম্রাট্ মৌর্য্যরাজ অশোকও এই উত্থান-বিষয়ক কৌটিলীয় নীতিবাদের সমর্থন

করিয়া তদীয় অনুশাসনাবলীর একটিতে রাজকার্য্যের অনতিবিলম্বে সম্পাদনের গুণ-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া পাষাণলিপিতে লিখাইয়াছেন যে, তিনি নিজে কর্ম্মসম্পাদনের প্রযত্ন ও শীঘ্রকারিতায় সম্পূর্ণ-ভাবে তৃপ্ত হইতে পারিতেন না, অর্থাৎ তিনি যেন অধিকতরভাবে উত্থানগুণপর হইয়া অর্থদর্শন চাহিতেন; এবং তিনি মনে করিতেন যে, উত্থান প্রজাহিতসাধনের মূল ধর্ম্ম এবং শীঘ্রকার্য্য-সম্পাদনের জন্য ইহাই অত্যাবশ্যকীয় গুণ।

রাজার প্রাত্যহিক কার্য্যাবলী

রাজার প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য কার্য্যাবলীর নিরূপণ-বিষয়ে কৌটিল্য এই বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, রাজাকে একটি-একটি ভাগে দেড় ঘণ্টা কালের হিসাবে সারা দিনমান ও রাত্রিমানকে আট-আট ভাগে বিভক্ত করিয়া, সেই সেই সময়ভাগে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি করিতে হইবে। দিনের আটটি ভাগে ক্রমান্বয়ে তিনি রক্ষাবিধানকার্য্য ও আয়-ব্যয়ের বিষয়-শ্রবণ, পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের আনীত কার্য্যের নিরীক্ষণ, স্নান-ভোজন ও স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন), হিরণ্য বা নগদ টাকার প্রতিগ্রহ ও অধ্যক্ষগণকে কার্য্যবিশেষে নিয়োগ, মন্ত্রিপরিষদের সহিত পত্রব্যবহারদ্বারা মন্ত্রণাপরিচালন ও গুপ্তচরগণের প্রতি করণীয়োপদেশ, স্বচ্ছন্দ-বিহার অথবা মন্ত্রণাকার্য্য, হস্তী, অশ্ব, রথ ও আয়ুধসমূহের পর্য্যবেক্ষণ, এবং সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধাদি বিক্রমবিষয়ে আলোচনা করিবেন। রাত্রির আটটি ভাগে

ক্রমান্বয়ে তিনি গূঢ়পুরুষদিগের সংগৃহীত বার্ত্তা-শ্রবণ, স্নান-ভোজন ও স্বাধ্যায়-সমাপন, শয়ন ও নিদ্রার উপভোগ, তূর্য্যঘোষদ্বারা জাগরণান্তে অর্থশাস্ত্রাদির ও পরদিবসে করণীয় কার্য্যাবলীর চিন্তন, মন্ত্রবিচার ও গূঢ়পুরুষদিগকে যথাবিষয়ে প্রেরণ, এবং ঋত্বিক্, আচার্য্য ও পুরোহিতকে সঙ্গে করিয়া স্বস্তিবাচনগ্রহণপূর্ব্বক চিকিৎসক ও মাহানসিক (রন্ধনশালার অধ্যক্ষ) ও দৈবজ্ঞের সহিত সাক্ষাৎকার করিবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শাসনবিভাগের জন্য অধ্যক্ষনিয়োগ

অর্থশাস্ত্রের অধ্যক্ষপ্রচার-নামক দ্বিতীয় অধিকরণে পর্য্যালোচিত বিষয়সমূহ হইতে প্রাচীন ভারতের রাজতন্ত্র রাজ্যের তথ্যবহুল শাসনবিভাগগুলির একটি মূল্যবান্ পরিচয় পাওয়া যায়। রাজ্যশাসন ও রাজ্যসংরক্ষণের বহুবিধ উপায় ও নিয়ম ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। কিন্তু, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে-সব বিষয় সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, এই অধিকরণের ছয়ত্রিশটি অধ্যায়ে শাসনপদ্ধতির প্রয়োজনীয় সব বিভাগের 'উপযুক্ত' (উচ্চ

কর্ম্মাধ্যক্ষ), 'যুক্ত' (নিম্ন কর্ম্মচারী) ও অন্যান্য বিভিন্ন-নামধেয় কর্ম্মকর্ত্তাদের প্রচার বা কর্ত্তব্যনিচয়ের নির্দ্ধারণ ও নির্ণয় লিপিবদ্ধ আছে। অত্যাবশ্যক যে-সব বিষয় এই অধ্যায়গুলিতে বিবেচিত ও পর্য্যালোচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধানভাবে জ্ঞাতব্য হইল নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ, যথা—জনপদে গ্রাম ও ক্ষুদ্র নগরাদির নিবেশ, কৃষি ও বাস্তব্যের অনুপযোগী ভূমির বিধান, দুর্গ ও দুর্গাকার বড় বড় পুরের বিধান ও নিবেশ, সন্নিধাতৃ-নামক মহামাত্রের ধনাদির নিচয় ও রক্ষণকর্ম্ম, সমাহর্ত্তৃ-নামক মহামাত্রের সমুদয় বা ধনোৎপত্তি ও তৎ-সংগ্রহকর্ম্ম, অক্ষপটলে (পুস্তপাল-বিভাগে) গাণনিক বা হিসাবরক্ষকগণের গণনাকর্ম্মরূপ অধিকারের নির্দ্দেশ, যুক্তগণ বা রাজকর্ম্মচারিগণ-কর্ত্তৃক অপহৃত অর্থের প্রত্যানয়ন বা রাজকোশে পুনঃপ্রাপণ, উপযুক্তগণ বা উর্দ্ধতন রাজ-পাদোপজীবিগণের কর্ম্মদোষের বিচার, রাজশাসন বা রাজলেখের প্রণয়নপদ্ধতি ও ইহার প্রকারভেদ, কোশাধ্যক্ষের অধিষ্ঠিত রাজকোশে প্রবেশযোগ্য রত্নাদি মূল্যবান্ বস্তুসমূহের পরীক্ষা, আকরাধ্যক্ষের অধীন আকর ও কর্ম্মান্ত বা কারখানা-সমূহের প্রবর্ত্তন, অক্ষশালায় নিযুক্ত সুবর্ণাধ্যক্ষ ও বিশিখা বা রথ্যায় অবস্থিত বস্তুশালার রাজকর্ম্মচারী সৌবর্ণিকের কর্ত্তব্যনিরূপণ, কোষ্ঠাগারে নিযুক্ত কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষের কর্ম্মকলাপ, রাজপণ্যাগারে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের নিরীক্ষণের জন্য নিযুক্ত পণ্যাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য-সমূহ, সারদারু ও বেণুবল্কলাদি বনজাত দ্রব্যসমূহের পরিদর্শক কুপ্যাধ্যক্ষের ব্যাপার, তুলা ও মানাদির সংশোধনকার্য্যে ব্যাপৃত

অধ্যক্ষের কার্য্যাবলী, শুল্কাধ্যক্ষের সংগ্রহীতব্য নানাপ্রকার শুল্কের নির্ণয়, সূত্রাধ্যক্ষের সূত্রবয়নাদি ক্রিয়ার পর্য্যবেক্ষণ, সীতাধ্যক্ষের কৃষিতন্ত্রপ্রবর্ত্তন, সুরাধ্যক্ষের সুরাদিবিক্রয়কর্ম্মের পরিদর্শন, সূনাধ্যক্ষের ভক্ষ্যপ্রাণিবর্গের বধাদিক্রিয়ায় অধিকার-বর্ণন, গণিকাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক বেশ্যাগণের জীবিকানিয়মন, নাবধ্যক্ষের তরদেয় প্রভৃতি করের সংগ্রহ ও যানপাত্রাদির পর্য্যবেক্ষণ, গোধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, হস্ত্যধ্যক্ষ, রথাধ্যক্ষ ও পত্ত্যধ্যক্ষের কর্ত্তব্য ব্যবস্থা, চতুরঙ্গসেনানায়ক সেনাপতির প্রচার বা কর্ত্তব্য-নিরূপণ, প্রবেশ ও নিষ্ক্রামণসম্বন্ধীয় মুদ্রার দর্শক মুদ্রাধ্যক্ষের করণীয়-নির্দ্ধারণ, গোপ্রচরণযোগ্য তৃণাদিময় প্রদেশে বিবীতাধ্যক্ষের কার্য্যব্যবস্থা, গৃহপতিব্যঞ্জনাদি গূঢ়পুরুষদিগের সহায়তায় সমাহর্ত্তার রাজার্থ-সমাহরণ-কর্ম্ম ও নগররক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত নাগরিকের কর্ত্তব্যচিন্তন।

শাসনপ্রণালী-পরিচালনের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন ভারতের রাজ্যশাসনতন্ত্র কি-ভাবে পরিচালিত হইত বলিয়া কৌটিল্য এই অধিকরণে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহার বৈচিত্র্যের ও বৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। অর্থশাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, প্রাচীন কালেও অর্থনীতি-হিসাবে গ্রামই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র কেন্দ্র এবং রাজনীতি-হিসাবেও গ্রামই ছিল স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে একরূপ স্বাধীন

প্রতিষ্ঠান। কৌটিল্যের মতে নূতন গ্রামনিবেশ করিতে হইলে, ইহাতে স্বদেশের জন-বহুল অন্যান্য স্থান হইতে লোকজন সরাইয়া আনিতে হইবে এবং পরদেশ হইতেও লোকজন সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ইহাতে নিবেশিত ক'রতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন গ্রামনিবেশে শূদ্রজাতীয় ও কর্ষকশ্রেণীভূত জনেরই সংখ্যাধিক্য থাকে। নূতন নিবেশিত গ্রামে একশত হইতে পাঁচশত কুল বা পরিবার বাস করিতে পারিবে। এইরূপ দশটি গ্রাম লইয়া যে বৃহত্তর গ্রামসংহতি স্থাপিত হইত, তাহার পারিভাষিক নাম ছিল 'সংগ্রহণ'। তদপেক্ষায় বৃহত্তর যে দেশভাগে দুইশত গ্রাম লইয়া এক গ্রামসংহতি রচিত হইত, তাহার নাম ছিল 'কার্ব্বটিক' (বা মতান্তরে, 'খার্ব্বটিক')। তদপেক্ষায় বৃহত্তর চতুঃশতগ্রামাত্মক দেশভাগের নাম ছিল 'দ্রোণমুখ'। এইরূপ অষ্টশতগ্রামাত্মক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রামসংহতির নাম ছিল 'স্থানীয়'-নামক শাসন-কেন্দ্র। শাসনক্ষমতাধারী গ্রামিকই ছিল এই গ্রামের শাসক। স্থানীয়ের (small towns) শাসকের নাম ছিল 'স্থানিক' ও গোপ'।

কৌটিল্যের উদ্ভাবিত শাসনপদ্ধতিতে একমাত্র রাজাই কি ছিলেন রাজ্যের সমস্ত ভূমির অধিপতি বা মালিক? এই প্রশ্নের সমাধান অর্থশাস্ত্রপাঠদ্বারা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু, দেখা যায় যে, নূতন গ্রামনিবেশের সময়ে রাজা ঋত্বিক, আচার্য্য, পুরোহিত ও শ্রোত্রিয়দিগকে সর্ব্বপ্রকার দণ্ড ও কর হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে 'ব্রহ্মদেয়'-নামক ভূমিদান

করিতেন। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা যাইতে পারে যে, প্রাচীন কালের যে সমস্ত ভূমিবিক্রয়-সম্পর্কীয় ও ভূমিদানবিষয়ক তাম্রশাসনাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম নিপুণভাবে গ্রহণ করিলে এই উপলব্ধি হয় যে, অতি প্রাচীন কালে সম্ভবতঃ প্রজারাই ভূমির সর্ব্বপ্রথম স্বত্বাধিকারী বলিয়া গণ্য হইত এবং পরে ক্রমশঃ রাজাকে ভূমিপতি বলা হইতে থাকিত। ফসলোৎ-পাদনের উপযোগী কৃতক্ষেত্রনামক ক্ষেত্র এক-পুরুষমাত্রের ভোগ্য করিয়া রাজা তাহা রাজকরদায়ী কৃষকদিগকে দিতে পারিতেন; এবং যাহারা 'অকৃত-ক্ষেত্রনামক' ক্ষেত্র (অর্থাৎ যাহা অপ্রহত বা খিল ক্ষেত্র, সেগুলিকে) কর্ষণদ্বারা ফসলোৎপাদনের যোগ্য করিতে পারিত, তাহা সে-সব কৃষকদিগের হস্ত হইতে রাজা আর ফিরাইয়া লইতেন না, বরং সেই সব ক্ষেত্রের স্বামিত্ব তাহাদিগের উপর পর্য্যবসিত হইত ("করদেভ্যঃ কৃতক্ষেত্রাণি এক পুরুষিকাণি প্রযচ্ছেৎ। অকৃতানি কর্ত্তৃভ্যো নাদেয়াৎ"। ২।১)। রাজকোশ-বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, রাজা কৃষকদিগকে স্বল্পকালস্থায়ী করমুক্তি ও শস্যবীজাদির দানরূপ 'অনুগ্রহ' এবং সম্পূর্ণ করমুক্তিরূপ 'পরিহার'-বিতরণেরও ব্যবস্থা করিতে পারেন। কারণ, অল্পকোশযুক্ত হইলে রাজা পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগকে করভারপীড়িত করিয়া গ্রাস করিতে পারেন ("অল্পকোশো হি রাজা পৌরজানপদান্ গ্রসতে"। ২।১)। গ্রামের পিতৃবিহীন না-বালক পুত্রদিগের (ব্যবহারপ্রাপ্তির বয়স না আসা পর্য্যন্ত) সম্পত্তি-রক্ষার ভার ও ইহার উন্নতিসাধন, প্রধান কর্ত্তব্যরূপে

গ্রামবৃদ্ধগণের উপর ন্যস্ত থাকিত; এবং গ্রামের দেবমন্দিরাদির দেবোত্তর সম্পত্তির বৃদ্ধিসাধনের কার্য্যও তাঁহাদের উপরই ন্যস্ত থাকিত ("বালদ্রব্যং গ্রামবৃদ্ধা বর্দ্ধয়েয়ুরাব্যবহারপ্রাপণাদ্ দেবদ্রব্যঞ্চ"। ২।১)। সম্ভবতঃ জাতিশক্তির বৃদ্ধি ও তাৎকালিক বৌদ্ধধর্ম্মের উপদিষ্ট সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা-রীতির বিরুদ্ধে অভিযান উদ্দেশ্য করিয়াই কৌটিল্য এইরূপ একটি নিয়মের প্রবর্ত্তন করিতে রাজাকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে, যে-ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারভরণের ব্যবস্থা না করিয়া সংসারত্যাগী হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, কিংবা নিজের স্ত্রীকেও প্রব্রজিতা করাইবে, সে-ব্যক্তি রাজদ্বারে দণ্ডার্হ হইবে। তাঁহার মতে কেবল সেই পুরুষই রাজদ্বারের ধর্ম্মস্থ বা বিচারকগণের অনুমতি লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারিবে, যাহার মৈথুনশক্তি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়াছে, অন্যথা তাহাকে কারারুদ্ধ হইতে হইবে ("পুত্রদারমপ্রতিবিধায় প্রব্রজতঃ পূর্ব্বঃ সাহসদণ্ডঃ স্ত্রিয়ং চ প্রব্রাজয়তঃ। লুপ্তব্যবায়ঃ প্রব্রজেদাপৃচ্ছ্য ধর্ম্মস্থান্, অন্যথা নিয়ম্যেত" ।২।১)। কৌটিল্য একটি বিস্ময়কর সামাজিক রীতির প্রবর্ত্তন করিবার উপদেশ দিয়া সদ্বিবেচকের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি নিয়ম চাহিলেন যে, রাজার নূতন জনপদনিবেশে বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কোন-প্রকার সন্ন্যাসী বা প্রব্রজিত থাকিতে পারিবে না; রাজ্যের কল্যাণার্থ রচিত কোন সংঘ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার দুর্জ্জাত সংঘ সেখানে স্থান পাইবে না; এবং সেখানে প্রজার হিতার্থে অনুকূলকার্য্যকারী (কারবারী) দল ব্যতীত অন্যপ্রকার

অনিষ্টকারক সংবিৎ বা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ সংহত দলের উপস্থিতি শাসনকারীরা সহ্য করিতে পারিবেন না ("বানপ্রস্থাদন্যঃ প্রব্রজিতভাবঃ, সুজাতাদন্যঃ সংঘঃ, সমুত্থায়কাদন্যঃ সময়ানুবন্ধো বা নাস্য জনপদমুপনিবিশেত" ।২।১)।

দুর্গনিবেশকালেও রাজাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন তাহাতে নিম্নবর্ণিত দ্রব্যসমূহ নিচিত বা সংগৃহীত রাখা হয়। এই দ্রব্য-গুলি দুর্গস্থ লোকের নিত্যপ্রয়োজনীয়। সে-গুলি হইল—(তৈলাদি) স্নেহ, ধান্য, (গুড়াদি) ক্ষার, লবণ, ভৈষজ্য, শুষ্ক-শাক, যবস (ঘাসাদি), বল্লূর (শুষ্কমাংস), তৃণ, কাষ্ঠ (ইন্ধন), লোহ, চর্ম্ম, অঙ্গার (কয়লা), স্নায়ু, বিষাণ (শৃঙ্গ), বেণু, বল্কল, সারদারু, প্রহরণ (অস্ত্রাদি), আবরণ (কবচাদি) ও প্রস্তর-সমূহ। এই সব দ্রব্য এমন পরিমাণে দুর্গ ও পুরমধ্যে জমা রাখিতে হইবে, যেন অনেক বর্ষ পর্য্যন্ত লোকেরা তাহা বিনা অভাবে উপভোগ করিতে পারে। সেখানে এইরূপ একটি নিয়মও থাকিবে যে, এই সব দ্রব্য নূতন পাইলে পুরাণগুলিকে তদ্দারা শোধিত করিতে হইবে, অর্থাৎ পুরাণ দ্রব্যগুলি খরচ করিয়া ফেলিয়া নূতনগুলির সঞ্চয় অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে ("সর্ব্বস্নেহ-ধান্যক্ষারলবণভৈষজ্যশুষ্কশাকযবসবল্লূরতৃণকাষ্ঠলোহ-চর্ম্মাঙ্গারস্নায়ু-বিষাণবেণুবল্কলসারদারুপ্রহরণাবরণাশ্মনিচয়ান্ অনেকবর্ষোপভোগ-সহান্ কারয়েৎ, নবেনানবং শোধয়েৎ"। ২।৪)।

যে উচ্চপদবিক রাজপুরুষ রাজকোশাদির সম্যগ্‌ভাবে নিধানকারী তাঁহার নাম ছিল 'সন্নিধাতা'। এই প্রধান রাজ-

কর্ম্মচারীর উপর রাজার কোশগৃহ, পণ্যগৃহ, কোষ্ঠাগার, কুপ্যগৃহ, আয়ুধাগার ও রন্ধনাগারের পর্য্যবেক্ষণ ভার সমর্পিত থাকিত। সন্নিধাতার একটি চমৎকার কর্ত্তব্যের কথা অর্থশাস্ত্রপাঠে জানা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী একশত বৎসরের জনপদোত্থিত ও পুরোত্থিত আয়ের হিসাব এই মহামাত্রকে জানিয়া রাখিতে হইত। জিজ্ঞাসামাত্রে তিনি তাহা বলিয়া দিতে পারিতেন। কোশের ব্যয়িতাবশিষ্ট নীবীর পরিমাণও সর্ব্বদা তাঁহার জানা থাকিত। আবার যে অপর প্রধান রাজপুরুষের উপর উৎপন্ন আয়ের সমাহরণের কার্য্যভার অর্পিত থাকিত, তাঁহার নাম ছিল 'সমাহর্ত্তা'। দুর্গ (সেনানিবেশস্থান ও পরিখাদিবেষ্টিত পুরসমূহ), রাষ্ট্র (বা জনপদ), খনি, সেতু (বা পুষ্প-ফল-ষণ্ডাদির ক্ষেত্রবাট), বন, (গোমহিষাদি পশুসমূহের) ব্রজ ও বণিক্পথ (স্থলপথ ও জলপথ)—এই সাতটি স্থান হইতে রাজকোশে ধনাগম-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার বিবেচনা ও কার্য্যসম্পাদনের ভার এই মহামাত্র সমাহর্ত্তার উপর ন্যস্ত থাকিত। সর্ব্ববিধ আয়মুখ ও ব্যয়শরীরের কার্য্যব্যবস্থা সমাহর্ত্তাই করিতেন। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য থাকিত কেমন করিয়া রাজ্যের আয়বৃদ্ধি ও ব্যয়সংক্ষেপ হয়। তদ্বিপরীত কিছু ঘটিলে ইহার প্রতীকার-চেষ্টাও তাঁহারই কর্ত্তব্য ছিল। 'স্থানিক' ও 'গোপ' নামক রাজকর্ম্মচারিদ্বারা সমাহর্ত্তা রাজাদের করশুল্কাদি সংগ্রহ করিতেন। সমাহর্ত্তার নিম্নস্থ এই কর্ম্মচারি-দিগের কর্ত্তব্য এইরূপ ছিল:—কোন্ গ্রাম বা কুল হইতে রাজার কি পরিমাণ ধান্য, পশু, হিরণ্য (নগদ টাকা), কুপ্য ও বিষ্টি (কর্ম্মকর)

উত্থিত হয়, কোন্ গ্রাম বা কুল পরিহার (করমুক্তি) ভোগ করে, কোন্ গ্রাম বা কুল সৈন্য-বিভাগের জন্য কত লোক যোগাইয়া দেয়, কোন্ গ্রাম বা কুলের সীমা কতদূর পর্যান্ত বিস্তৃত, নানাবিধ শস্যের উৎপত্তি জন্য কোন্ গ্রামে কতপ্রকার ক্ষেত্র আছে, কোথায় কতটি কৃষক, গোরক্ষক, বণিক্, কারুকর, কর্ম্মকর ও দাস আছে, এবং কত দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তু আছে, প্রত্যেক বাড়ীতে কত সংখ্যায় স্ত্রী-পুরুষ আছে ও তাহাদের বয়স, ব্যবসায় ও চরিত্র কেমন, কাহার কিরূপ জীবিকাদ্বারা কত আয় আছে এবং কুটুম্ব-ভরণের জন্য কাহার কত ব্যয় হয়—ইত্যাদি বিষয়গুলি তাঁহারা নিবন্ধপুস্তকে লিখাইয়া রাখিতেন। রাজার সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, সব কাজই কোশের উপর নির্ভর করে ("কোশপূর্ব্বাঃ সর্ব্বারম্ভাঃ"। ২।৮)। যাহাতে বেশী কোশ-বৃদ্ধি ঘটে ও অল্প কোশক্ষয়ও না ঘটে—সে-দিকে রাজাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যতপ্রকার উপায় অবলম্বন করিলে কোশবৃদ্ধি সম্ভবপর হয় এবং যে-গুলি কোশক্ষয়ের হেতু হইতে পারে—তাহা সবই এই অধিকরণের অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে নিরূপিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কৌটিল্য এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, 'যুক্ত' ও 'উপযুক্ত'-নামক যে-সব অমাত্যসম্পদ্‌যুক্ত উর্দ্ধতন অধিকারী রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে, রাজা যেন তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি পরীক্ষা করিয়া সব কাজে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন; কারণ, কার্য্যে নিযুক্ত হইলে অধ্যক্ষগণও নিজ নিজ স্বভাব দোষগ্রস্ত করিয়া ফেলিতে পারেন, যথা রথবাহনাদি কার্য্যে

নিযুক্ত হইয়া শান্ত অশ্বগুলিও কখন কখন বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং অধ্যক্ষগণের নিয়োগের পূর্ব্বে ও পরে রাজা অবশ্যই তাঁহাদের চরিত্রের পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন ("অমাত্য-সম্পদোপেতাঃ সর্ব্বাধ্যক্ষাঃ শক্তিতঃ কর্ম্মসু নিযোজ্যাঃ। কর্ম্মসু চৈষাং নিত্যং পরীক্ষাং কারয়েৎ চিত্তানিত্যত্বান্মনুষ্যাণাম্। অশ্ব-সধর্ম্মাণো হি মনুষ্যা নিযুক্তাঃ কর্ম্মসু বিকুর্ব্বতে"। ২।৯)।

রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক রাজার্থের আস্বাদন

সব শাসনবিভাগের অধ্যক্ষেরা সংখ্যায়ক (গাণনিক বা আয়-ব্যয়ের হিসাবরক্ষক), লেখক, রূপদর্শক (ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার পরীক্ষক), নীবীগ্রাহক (আয়ব্যয়ের অবশিষ্ট নীবী-নামক অর্থের গ্রহণে অধিকৃত কর্ম্মচারী), ও উত্তরাধ্যক্ষ-নামক একপ্রকার তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন রাজপুরুষগণের সাহায্যে বিভাগীয় কার্য্যসমূহ সম্পাদন করাইবেন। রাজাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন এই রাজকর্ম্মচারীরা রাজার্থ অপহরণ ও আত্মসাৎ করিতে সমর্থ না হয়। কৌটিল্য এইরূপ নিয়ম সমর্থন করিয়াছেন যে, প্রত্যেক কর্ম্মাধিকরণ ('যুক্ত' ও 'উপযুক্ত'গণের কার্য্যদপ্তর) এমন ভাবে স্থাপিত হওয়া চাই, যেন তাহাতে সংখ্যায় অনেক মুখ্য বা প্রধান কার্য্যপরিদর্শক নিযুক্ত থাকিতে পারে ; এবং কোন কর্ম্মচারীই এককার্য্যে বহুকাল ব্যাপিয়া নিযুক্ত থাকিতে পারিবে না ("বহুমুখ্যমনিত্যং চাধিকরণং স্থাপয়েৎ" ।২।৯)। কৌটিল্যের মত

সুচতুর রাজনীতিবিৎ ও কূটনীতিজ্ঞের পক্ষে এই তথ্য জানা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, যে-সব রাজকর্ম্মচারী রাজকীয় অর্থবিষয়ে ব্যাপৃত থাকে, তাহারা গোপনে স্বল্পপরিমাণেও রাজার্থ আস্বাদন না করিয়া থাকিতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন যে, যেমন কোন ব্যক্তির জিহ্বাতলে মধু বা বিষ দত্ত থাকিলে, সে অনিচ্ছায়ও তাহা আস্বাদন না করিয়া থাকিতে পারে না, তেমন রাজার্থবিষয়ে নিযুক্ত কর্ম্মচারী, স্বল্প হইলেও রাজার্থ আস্বাদন বা ভোগ না করিয়া থাকিতে পারে না ("যথা হ্যনাস্বাদয়িতুং ন শক্যং জিহ্বাতলস্থং মধু বা বিষং বা। অর্থস্তথা হ্যর্থচরেণ রাজ্ঞঃ স্বল্পোঽপ্যনাস্বাদয়িতুং ন শক্যঃ" ।।২।৯)। এ-সম্বন্ধে কৌটিল্য আরও একটি রসাল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, মৎস্য জলমধ্যে চলাচল করিবার সময়ে জলপান করিলেও, তাহা যেমন অন্যের জানা সম্ভবপর নহে, তেমন রাজার অর্থকার্য্যব্যাপারে নিযুক্ত যুক্তগণও কার্য্যকালে ধন অপহরণ করিলে তাহা জানাও সম্ভবপর নহে। গুপ্তভাবে কার্য্যকারী যুক্তগণের গতি দুর্ব্বোধ বটে। যাঁহারা রাজার্থ ভক্ষণ করেন না, বরং ন্যায়তঃ ইহার বৃদ্ধিবিষয়ে যত্ন নেন, রাজা তাঁহাদিগকে নিত্যাধিকারে নিযুক্ত রাখিবেন।

নাগরিকের পৌরশাসনবিধি

কৌটিল্যের সমসাময়িক ভারতে নাগরিক-নামক মহামাত্রের পর্য্যবেক্ষণে পৌরশাসনবিধি কি-ভাবে প্রচলিত ছিল সেই বিষয়ে

কয়েকটি কথার অবতারণা এ-স্থলে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না। সমাহর্ত্তা যেমন জনপদের শাসনসম্বন্ধে 'স্থানিক' ও 'গোপ'-নামক নিজের অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সহায়তা লইতেন, নাগরিকও তেমন নগরের শাসন-সম্বন্ধে সেই দুই নাম-বিশিষ্ট অধিকারীর সহায়তা লইয়া নগররক্ষার ভার গ্রহণ করিতেন। নগরকার্য্যে ব্যাপৃত এই স্থানিক ও গোপ নগরে বাসকারী স্ত্রীলোক ও পুরুষগণের জাতি, গোত্র, নাম ও ব্যবসায়-সহ তাহাদিগের সংখ্যা, আয় ও ব্যয় হিসাবপুস্তকে নিবদ্ধ রাখিতেন। যাহারা নগরে অবস্থিত ধর্ম্মশালাসমূহের তত্ত্বাবধায়ক ছিল, তাহারা পাষণ্ডী (বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়বিশেষে ভুক্ত) পথিকগণকে নাগরিকের অনুমতি লইয়া ধর্ম্মশালায় বাস করিতে দিতে পারিত। শৌণ্ডিক (মদ্যবিক্রয়ী), পাক্বমাংসিক (পক্বমাংসবিক্রেতা), ঔদনিক (অন্নবিক্রেতা) ও রূপাজীবা (বেশ্যা)—ইহারা বিশেষ পরিচিত লোকদিগকে নিজ নিজ দোকানে বা বাসস্থানে বাস করিতে দিতে পারিবে। যাহারা গোপনে কোন অস্ত্রঘাতাদিজনিত বা অন্য কারণে জাত ব্রণাদির, কিংবা অপথ্যদ্রব্য ভোজনের ফলে জাত কোন পীড়ার চিকিৎসার্থ চিকিৎসকসমীপে উপস্থিত হয়, চিকিৎসককে তাহাদিগের নাম স্থানিক ও গোপের নিকট নিবেদন করিতে হইবে। কাহারও গৃহ হইতে প্রস্থানকারী ও গৃহে আগমনকারী লোকের নাম গৃহস্বামীকে নাগরিকের কার্য্যালয়ে জানাইতে হইবে। নগরে অগ্নিদাহের প্রতীকারের জন্য প্রত্যেক গৃহস্থ যদি নিজ বাড়ীতে

পাঁচটি জলপূর্ণ কুম্ভ সর্ব্বদা না রাখে, তাহা হইলে সে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবে। প্রত্যেকের বাড়ীতে জলকুম্ভ, দ্রোণী (দারুময় জলাধার), নিঃশ্রেণী (অধিরোহণী, বা দারু বা বংশনির্ম্মিত সিঁড়ি), অঙ্কুশ ও কচগ্রহণী প্রভৃতি অগ্নিনির্ব্বাপণের উপযোগী দ্রব্য রাখিতে হইবে। অগ্নিদাহ উপস্থিত হইলে ইহার নির্ব্বাপণের জন্য গৃহ হইতে সাহায্যার্থ ধাবিত না হইলে, গৃহস্বামী ও তাহার ভাড়াটিয়া ব্যক্তিরা দণ্ডনীয় হইবে। অন্যের গৃহে অগ্নিসন্দীপনকারীকে অপরাধের জন্য সেই অগ্নিতেই বধ করা যাইতে পারিত ("প্রাদীপকোঽগ্নিনা বধ্যঃ" ।২।৩৬)। রথ্যা বা বড় রাস্তার উপর ধূলি ও পঙ্কমিশ্রিত জলধারাদিরূপ আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিলে ও মলমূত্রাদি ত্যাগ করিলে, কিংবা সেখানে ছোট-বড় কোন পশুর ও মানুষের মৃতদেহ ফেলিয়া রাখিলে অপরাধীর উপর বিশেষ বিশেষ দণ্ড বিহিত হইত। নগরমধ্যে নির্দ্দিষ্ট দ্বার ব্যতীত অন্য নগরদ্বার দিয়া মৃতদেহ নিস্ক্রামণ করিলে ও নির্দ্দিষ্ট শ্মশান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে মৃতদেহ প্রোথিত বা দাহিত করিলে, অপরাধীর উপর দণ্ড বিহিত হইত। রাত্রিকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে পথে জন-সঞ্চার নিষিদ্ধ ছিল। তবে বিশেষ প্রয়োজনে লোকেরা মুদ্রা বা ছাড়পত্র লইয়া গৃহের বাহিরে যাইতে পারিত। নাগরিককে রাজার নিকট রাত্রিদোষের অর্থাৎ রাত্রিকালে আচরিত চৌরাদি-দোষের সংবাদ নিবেদন করিতে হইত। এই বিষয়ে উপেক্ষা করিলে নাগরিককেও দণ্ডভোগ করিতে হইত। রাজকর্ত্তৃক নূতন

দেশ বিজিত হইলে, যুবরাজের অভিষেক হইলে, কিংবা রাজপুত্রের জন্ম হইলে, নগরকারাগারে আবদ্ধ অপরাধীদিগের কারামুক্তি আদিষ্ট হইত। রাজার নিজের জন্মনক্ষত্রদিবসে ও পৌর্ণমাসীতিথিতেও কারাবদ্ধ বালক, বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত ও অনাথ-জনদিগকে কারামুক্ত করা হইত ("অপূর্ব্বদেশাধিগমে যুবরাজাভি-ষেচনে। পুত্রজন্মনি বা মোক্ষো বন্ধনস্থ বিধীয়তে" ॥ ২।৩৬ ; "বন্ধনাগারে চ বালবৃদ্ধব্যাধিতানা...নাং জাতনক্ষত্রপৌর্ণমাসীষু বিসর্গঃ"। ২।৩৬)। নাগরিক সর্ব্বদাই নগরের উদকস্থান, পথঘাট, ভূমি, (সুরঙ্গাদি) প্রচ্ছন্নমার্গ, বপ্র ও প্রাকারাদির রক্ষাকার্য্যে দৃষ্টি রাখিবেন এবং কাহারও নষ্ট, প্রস্মৃত ও অপসৃত দ্রব্যাদি পুনরায় দ্রব্যস্বামীর হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত, তিনিই সেগুলি রক্ষা করিবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভূমি হইতে উৎপাদ্যের ভাগ

প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র-রাজ্যে কিরূপভাবে রাজস্ব-বিভাগ পরিচালিত হইত তৎসম্বন্ধে কিছু তথ্য এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। নানাবিধ রাজস্ব-ভাগধেয়, কর, বলি ও শুল্কবিষয়ক

সংগ্রহের হার এবং রাজ্যের আয়-ব্যয়ের তালিকা ও ইহার হিসাব-রক্ষকগণের করণীয়-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা একটু বিস্তৃত ভাবে বলা আবশ্যক মনে করি। পূর্ব্বে একটু বলা হইয়াছে যে, প্রজার রক্ষাবিধানের মূল্যরূপে রাজা রাজস্ব বা কর পাইয়া থাকেন। ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ, তাই কৃষ্ট ভূমির প্রধান উৎপাদ্য যে ধান্যাদি শস্য, তাহার ভাগ রাজাকে দেওয়াই সর্ব্বপ্রথম প্রধান কর বা বলি ছিল। এই ভাগধেয়ের হার দশমভাগ, অষ্টমভাগ বা ষষ্ঠভাগরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহা অতি প্রাচীন সময়ের কথা মনে হয়, কিন্তু, পরে (কৌটিল্যাদির সময়ে) সাধারণতঃ ধান্যাদির ষড্‌ভাগই বলিরূপে ধার্য্য হইয়া গৃহীত হইত।

শুল্কবিধি ও শুল্কের হার

বর্ত্তমান কালের প্রচলিত প্রথাতে প্রজার স্বোপার্জ্জিত আয়ের উপর যেভাবে যত হারে কর নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, কৌটিল্যের সময়ে তদ্রূপ কোন আয়কর বিহিত না থাকিলেও প্রায় প্রত্যেক প্রজাকেই কোন-না-কোন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কর দিতে হইত। কি পশুপালক, কি হিরণ্যের (নগদ টাকার) বৃদ্ধি-প্রযোক্তা (কুসীদ বা সুদখোর), কি পণ্যব্যবহারী বণিক্, কি ফলমূলাদি-বিক্রেতা—সকলকেই নিয়মিত হারে নানাপ্রকার শুল্কাদি দিতে হইত। নিষ্ক্রাম্য (দেশ হইতে রপ্তানী-করা) ও প্রবেশ্য (অন্য দেশ হইতে আমদানী-করা) পণ্যজাতের

উপরই শুল্কের ব্যবস্থা ছিল। নিজরাজ্যের প্রজাদিগের রক্ষণ-হেতু রাজা কখনই পরদেশ হইতে স্বরাষ্ট্র-পীড়াকর ও অল্পফল-বিশিষ্ট ভাণ্ডাদি (বিক্রেয় দ্রব্যাদি) আনাইতে দিবেন না; কিন্তু, প্রয়োজন দাঁড়াইলে তিনি যে-সব ধান্যবীজাদি দ্রব্য রাজ্যের মহোপকারসাধক এবং যাহা স্বরাষ্ট্রে দুর্লভ, তাহা বিনা শুল্কগ্রহণে স্বরাজ্যে প্রবেশ করাইতে অনুমতি দিতে পারেন ("রাষ্ট্রপীড়াকরং ভাণ্ডমুচ্ছিন্দ্যাদফলং চ যৎ। মহোপকার-মুচ্ছুল্কং কুর্য্যাদ্ বীজং চ দুর্লভম্"॥ ২।২১)—কৌটিল্য এইরূপ মতই পোষণ করিতেন। কৌটিল্যের অন্য একটি মতবাদও অর্থনীতির দিক হইতে অত্যন্ত মূল্যবান্ বলিয়া প্রতিভাত হয়—তাঁহার মতে, কোন পণ্যই ইহার জাতিভূমিতে অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থানে বিক্রীত হইতে পারিত না ("জাতিভূমিষু চ পণ্যানাম-বিক্রয়ঃ"। ২।২২)। এই বিধি একটু কঠিন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, তাহা মধ্যবর্ত্তী ক্রেতৃগণের হস্ত-পরিবর্ত্তন হইতে পণ্য-সমূহের রক্ষা সাধন করিয়া ইহার মূল্য জনসাধারণের পক্ষে সহনোপযোগী করিয়া রাখিতে সমর্থ হইত। পরদেশজাত পণ্য রাজার নিজ জনপদে, বা নিজের জনপদজাত পণ্য স্বরাজ্যস্থিত দুর্গে, নগরে ও নিগমে প্রবেশ্য হইলে, তৎ-তৎ-পণ্যের যাহা মূল্য তাহার পঞ্চভাগ রাজাদেয় শুল্ক হইবে—ইহাই সামান্যবিধি। কিন্তু, পুষ্প, ফল, শাক, শুষ্কমৎস্য ও মাংসাদির শুল্ক ষষ্ঠভাগ; ক্ষৌম, দুকূলাদি বস্ত্র, লৌহময় ও অন্যধাতুজ দ্রব্যাদি, চন্দনাদি, সুরা, গজদন্তনির্ম্মিত ও চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদির শুল্ক দশভাগ বা পঞ্চভাগ;

এবং অন্যান্য বস্ত্র, চতুষ্পদ ও দ্বিপদাদি পশুপক্ষী, সূত্র, কার্পাস, গন্ধদ্রব্য, ভৈষজ্য, কাষ্ঠ, মৃদ্‌ভাণ্ডাদি, তৈলাদি স্নেহময় দ্রব্য, ক্ষার, লবণ ও পক্কান্নাদির শুল্ক বিংশতি ভাগ, অথবা পঞ্চবিংশতি ভাগ বিহিত ছিল। শঙ্খ, হীরক, মণিমুক্তা-প্রবালাদির উপর কোন শুল্কের ভাগ রাজবিধি-নির্দ্দিষ্ট থাকিত না,—জহুরী বা তল্লক্ষণ-বিদেরা এই প্রকার পণ্যের উপর যে শুল্ক ধার্য্য হওয়ার যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিত তাহাই রাজার প্রাপ্য হইত। নানারূপ অপরাধ প্রমাণিত হইলে রাজবিহিত যে অর্থদণ্ড অপরাধীকে দিতে হইত তদ্দারাও রাজকোশের বেশ আয় হইত। শুল্ক-সম্বন্ধে এইরূপ আয়ের একটু পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। লৌহ-লবণাদি খনিজ বস্তু তৎ-তৎ-খনিতে ক্রীত হইলে, ক্রেতাকে ৬০০ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত; পুষ্পবাট ও ফলবাট হইতে পুষ্প বা ফল গৃহীত হইলে ৫৪ পণ, শাকাদির ক্ষেত্র হইতে শাকাদি লইলে ৫২ পণ এবং অন্যান্য শস্যও তৎ-তৎ-ক্ষেত্রে বিক্রীত হইলে গ্রহীতাকে ৫৩ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। এই শুল্কসম্বন্ধে কাহাকেও কোন অনুগ্রহ করিতে হইলে রাজাই তাহা করিতে পারিতেন।

রাজসরকারের একচেটিয়া কারবার কোন্ কোন্‌টা?

সে-কালে অনেকগুলি শিল্পবাণিজ্য রাজসরকারের আয়ত্ত ছিল। নৌনির্ম্মাণ, খনি, সারদারু প্রভৃতির বন, হস্তিবন (খেদার

কার্য্য), লবণের কারবার, ও অন্যান্য আরও কতকগুলি বিভাগের কেবল যে রক্ষণাবেক্ষণের ভারই রাজসরকারের আয়ত্ত ছিল তাহা নহে, সেই সমস্ত বিভাগে উৎপন্ন দ্রব্যাদির দ্বারা প্রস্তুত পণ্যভাণ্ডাদির কারবারও রাজকীয় ছিল, এমন কি ইহার মধ্যে কতকগুলি কারবার রাজার একমুখ অর্থাৎ একচেটিয়া ছিল। রাজার হস্তে ন্যস্ত এইসকল একমুখ কারবারদ্বারা প্রজাবর্গের বহুমুখ উপকার সাধিত হইত। রাজকীয় কারখানায় বা কর্ম্মান্তে অনেক লোক কর্ম্মকরভাবে নিযুক্ত হইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইত। খনিজ দ্রব্যসমূহের মধ্যে লবণ একটি প্রধান দ্রব্য ও ইহা মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুজাতের মধ্যে অন্যতম। প্রাচীনকালেও প্রত্যেক প্রজাকে রাজপ্রণীত লবণশুল্কের কিছু পরিমাণে ভাগ অপ্রত্যক্ষভাবে বহন করিতে হইত। লবণ রাজপণ্য-পর্য্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল। লবণ ও অন্যান্য কোন কোন ধাতুজ দ্রব্যের আকরকর্ম্মান্তের কার্য্য বহুব্যয়সাধ্য ও বহুলোকের প্রযত্নসাধ্য বিবেচিত হইলে, রাজা তাহা ভাগে বা প্রক্রয়প্রথায় পত্তন দিতেন এবং লঘুব্যয় ও লঘুপ্রযত্নসাধ্য আকরগুলি নিজ অধ্যক্ষগণের পর্য্যবেক্ষণেই রাখিয়া দিতেন। আকরজাত লবণ অপরের কর্ম্মান্ত হইতে ব্যবহারোপযোগী হইয়া নিষ্পন্ন হইলে লবণাধ্যক্ষকে নিয়মিত ভাগ সংগ্রহ করিতে হইত এবং নিজ তত্ত্বাবধানে রাজকীয় বিভাগে প্রস্তুত লবণের বিক্রয়ের বন্দোবস্তও করিতে হইত। পূর্ব্ববর্ণিত নির্দ্দিষ্ট ভাগ ও প্রক্রয়লব্ধ লবণসম্বন্ধে ব্যাজী-নামক শুল্ক তাঁহাকেই সংগ্রহ করিতে হইত। ইহাই হইল

রাজার স্বরাজ্যে উৎপন্ন লবণসম্বন্ধে বিধি। আগন্তু বা পরদেশজাত-লবণের কারবার যাহারা করিত, তাহারা প্রথম ক্রয়সময়ে ব্যাজী ও রূপিক-নামক শুল্ক দিয়াই তাহা খরিদ করিত, এবং প্রজাদের মধ্যে যাহারা পরদেশজাত লবণ ব্যবহার জন্য খরিদ করিত, তাহারা রাজপণ্যের ছেদজনিত ক্ষতির পূরণার্থ বৈধরণ নামক একপ্রকার শুল্ক দিতে বাধ্য হইত। বিদেশের লবণ-বিক্রয়ীকে মূল্যের ষষ্ঠভাগ পরিমাণ রাজকোশে শুল্করূপে দিতে হইত ("আগন্তুলবণং ষড্‌ভাগং দদ্যাৎ"। ২।১২)। লবণের সহিত অশুদ্ধ মৃত্তিকাদি দ্রব্যের সংমিশ্রণ দণ্ডনীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল। বাণপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কেহ রাজার অনুমতি ব্যতিরেকে লবণের কারবার করিলে তাহাকে উত্তমসাহসদণ্ড অর্থাৎ ১০০০ পণ পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড দিতে হইত।

রূপবিভাগ ও লক্ষণাধ্যক্ষ

পণ্যাদির ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবহারে ও রাজপ্রাপ্য করদণ্ডাদির পরিশোধে ধাতুনির্ম্মিত 'রূপ' বা মুদ্রার ব্যবহার ভারতে চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র হইতেও জানা যায় যে, সুবর্ণ, রজত ও তাম্রময় মুদ্রার ব্যবহারই প্রাচীন কালে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। সুবর্ণ বা দীনার, পণ, অর্দ্ধপণ, পাদপণ, অষ্টভাগ-পণ, মাষ, অর্দ্ধমাষ, কাকণী ও অর্দ্ধকাকণী—মুদ্রার এই বহুবিধ নাম ছিল। সুবর্ণ বা দীনার-নামক মুদ্রা সোণার তৈয়ারী, পণাদি মুদ্রা চতুষ্টয় 'রূপ্যরূপ' অর্থাৎ রূপার

তৈয়ারী ও মাষাদি মুদ্রা-চতুষ্টয় তাম্র-নির্ম্মিত ছিল। বিচারকের দ্বারা বিহিত রাজদণ্ড পণ-নামক মুদ্রা দ্বারাই অধিকতর ভাগে সংখ্যাত হইত। বিশুদ্ধ ধাতুদ্বারা মুদ্রাসকল নির্ম্মিত হইত না বলিয়া লক্ষণাধ্যক্ষ বা টঙ্কশালাধ্যক্ষের বিভাগ হইতেও মুদ্রা-নির্মাণ জন্য রাজকোশের বেশ আয় হইত। ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার পরীক্ষা জন্য একজন রাজকর্ম্মচারী থাকিত; তাহার নাম ছিল 'রূপদর্শক' এবং একশত পণে আটপণ রূপিকসংজ্ঞক, পাঁচ পণ ব্যাজীসংজ্ঞক ও সাড়ে বার পণ পারীক্ষিকসংজ্ঞক বাটার স্থাপনা করা এই রূপদর্শকের উপর ন্যস্ত ছিল।

শাসন-সংরক্ষণের ব্যয় ও প্রধান রাজ-কর্ম্মচারীদিগের বেতন

শাসনবিভাগ চালাইবার জন্য অবশ্যম্ভাবী অর্থব্যয় অক্ষুণ্ণ-ভাবে চালাইতেই হয়। কিন্তু, এই ব্যয়গুলি বহন করিতে রাজসরকার কি পরিমাণ অর্থ রাজকোশ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিতেন তাহার প্রমাণ অর্থশাস্ত্রে বেশ পাওয়া যায়। রাজভৃত্যগণের বেতন-নির্দ্দেশসম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া কৌটিল্য একস্থানে (৫।৩) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ধর্ম্ম (দানাদিক্রিয়া) ও অর্থের (লোকহিতকর ব্যয়বহুল কার্য্যের) প্রতিবন্ধ উৎপাদন না করিয়া, সর্ব্বপ্রকার আয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, এবং পুর, দুর্গ ও জনপদের শক্তি-সামর্থ্য পর্য্যালোচনা করিয়া, রাজাকে রাজ্যের সমগ্র আয়ের একপাদ অর্থাৎ চতুর্থাংশদ্বারা ("সমুদয়পাদেন")

যাবতীয় বিভাগের রাজপাদোপজীবিগণের বেতনাদির খরচ নিষ্পন্ন করিতে প্রয়াসবান্ হইতে হইবে।

প্রাচীনকালে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা কত হারে বাৎসরিক বেতন উপভোগ করিতেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় অর্থশাস্ত্র হইতে প্রদত্ত হইতেছে। ঋত্বিক্, আচার্য্য ও প্রধান মন্ত্রী, রাজপুরোহিত, সেনাপতি, যুবরাজ, রাজমাতা ও পট্টমহিষী —এই আট জনের প্রত্যেকের বাৎসরিক বেতন ৪৮০০০ পণ (এক পণের মূল্য আনুমানিক ॥৵০ দশ আনা হিসাবে ধরিলে বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ৩০০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকা), অর্থাৎ মাসিক প্রায় ২৫০০৲ টাকা করিয়া ধার্য্য ছিল। দৌবারিক, অন্তর্বংশিক (অন্তঃপুরের শ্রেষ্ঠ রাজভৃত্য), প্রশাস্তা (বন্ধনাগারাধিকৃত), রাজস্ব-বিভাগের সমাহর্ত্তা ও সন্নিধাতা—এই পাঁচ জনের প্রত্যেকের বেতন ছিল ২৪০০০ পণ। অন্যান্য রাজকুমার ও তাঁহাদের মাতারা (অর্থাৎ যাঁহারা পট্টমহিষী নহেন), নাগরিক, পৌরব্যবহারিক, কার্ম্মান্তিক (খনি প্রভৃতি রাজকীয় শিল্প-বাণিজ্যাদির প্রধান অধ্যক্ষ), মন্ত্রিপরিষদের অধ্যক্ষ, রাষ্ট্রপাল ও অন্তপাল—ইঁহারা প্রত্যেকে ১২০০০ পণ বেতন পাইতেন। শ্রেণীমুখ্য, হস্তিমুখ্য, রথমুখ্য ও প্রদেষ্টা (কণ্টকশোধনাধিকৃত) —প্রত্যেকে ৮০০০ পণ হিসাবে এবং সেনাবিভাগের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির অধ্যক্ষগণ—প্রত্যেকে, এবং দ্রব্যবনপাল, হস্তি-বনপাল—ইঁহারা ৪০০০ পণ বেতন পাইতেন। রথচর্য্যা-শিক্ষক, রাজভিষক্, অশ্বদমক, মহাতক্ষা, যোনিপোষক—ইঁহাদের বেতন

ছিল ২০০০ পণ হিসাবে। সুরাধ্যক্ষ, সূনাধ্যক্ষ-প্রভৃতি নিম্নস্থ অধ্যক্ষগণের প্রত্যেকের বেতন ১০০০ পণ ছিল। সংখ্যায়ক, লেখক প্রভৃতি ছোট ছোট রাজভৃত্যেরা বৎসরে ৫০০ পণ করিয়া বেতন পাইতেন। এইভাবে নিয়োগের তারতম্যানুসারে অন্যান্য কর্ম্মচারীরা ৫০০, ২৫০, ১২০, ও এমন-কি ৬০ পণ পর্য্যন্ত বেতন পাইতেন। কিন্তু, কাপটিক প্রভৃতি গূঢ়পুরুষগণের প্রত্যেকের বার্ষিক বেতন ছিল ১০০০ পণ করিয়া।

কেবল যে আজকালই উপযুক্ত রাজকর্ম্মচারীদিগের কর্ম্ম-করণাবস্থায় হঠাৎ মৃত্যু ঘটিলে—রাজা মৃত ব্যক্তির পোষ্য পুত্র-দারাদির ভরণপোষণের জন্য রাজকোশ হইতে অর্থাদিদানের ব্যবস্থা করেন তাহা নহে, প্রাচীন কালেও এইরূপ মৃত কর্ম্মচারীর পুত্রদারগণ ও তাহার পোষ্যবর্গের মধ্যে যাহারা বাল, বৃদ্ধ বা ব্যাধিত তাহারাও রাজার অর্থানুগ্রহ লাভ করিত ("কর্ম্মসু মৃতানাং পুত্রদারা ভক্তবেতনং লভেরন্। বালবৃদ্ধব্যাধিতাশ্চৈষামনু-গ্রাহ্যাঃ"। ৫।৩)। রাজভৃত্যগণের কার্য্যপটুতা ও পারদর্শিতা লক্ষিত হইলে—তাঁহাদের বেতনের হার বাড়াইয়া দিতে পারা যাইত।

আয়-ব্যয়-সম্বন্ধে মূল ক্ষমতা কাহার?

কোষসম্বন্ধীয় আয়-ব্যয় ব্যাপারের মূল ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হস্তেই পর্য্যবসিত ছিল। কারণ, রাজা মন্ত্রিপরিষদের সহিত পরামর্শ না করিয়া রাজকোষ-সম্বন্ধে কোন নীতিই অবলম্বন

করিতে পারিতেন না। কৌটিল্য তদীয় অর্থশাস্ত্রে পূর্ব্বাচার্য্য-দিগের মত উত্থাপন করিয়া ইহাও প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে-সমস্ত গুরুতর বিষয়সমূহের জন্য রাজাকে অমাত্যবর্গের পরামর্শের উপর নির্ভর করিতে হইত, তন্মধ্যে রাজ্যের আয়-ব্যয়-কর্ম্ম একতম। সুতরাং প্রাচীনকালে করাদি-দ্বারা রাজকোষে হিরণ্যাদির উৎপাদন ও প্রয়োজনীয় প্রজা-হিতকর কার্য্যে উৎপাদিত হিরণ্যাদির বিনিয়োগ—এই উভয়বিধ কার্য্যই মন্ত্রিপরিষদের উপর মূলতঃ অর্পিত ও পর্য্যবসিত ছিল।

পরিচ্ছেদান্তে আরও একটি বিষয়ের দিকে পাঠকবর্গের মনঃ-সংযোগ চাহিতে পারা যায়। পূর্ব্বকালের ভারতীয় রাজারা, রাজকোষ কি-প্রকারে রাজপুরুষদিগের লোলুপ দৃষ্টি হইতে রক্ষিত হইতে পারে, কি-উপায়ে রাজপ্রাপ্য শস্য ও পণ্যসম্পৎ বৃদ্ধি পায়, কিসে দৈবজনিত উপসর্গাদি প্রতিকৃত ও নিবারিত হইতে পারে, কি-প্রকারে পরিহার-ভূমির হ্রাস হয়, কি-রকমে বা নগদ মুদ্রার সঞ্চয় ঘটে ইত্যাদি বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত থাকিতেন; এবং কোন বিভাগে নিযুক্ত রাজভৃত্য রাজকোষস্থিত ধনসম্পত্তি গোপনে নিজলাভের লোভে বৃদ্ধিতে বা সুদে প্রয়োগ না করেন, রাজপণ্যদ্বারা নিজে বাণিজ্য-ব্যবসায় না করেন, উৎকোচাদির লোভে আদায়ের নিয়মিত সময়ে রাজস্ব আদায় না করেন, নির্দ্দিষ্ট আয়ের পরিহানি না ঘটান ও ব্যয়বৃদ্ধি না করেন, অথবা রাজদ্রব্যের স্বয়ং ভোগ না করেন, রাজার প্রাপ্য উত্তম দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তে রাজকোষের জন্য অসার দ্রব্য গ্রহণ না করেন, কিংবা

উৎপন্ন সম্পূর্ণ আয় নিবন্ধপুস্তকে আরোপিত না করেন, বা পুস্তকারোপিত ব্যয় জন্য চিহ্নিত অর্থ খরচ করিতে না দেন এবং আয়-ব্যয়ের পর অবশিষ্ট নাবী-নামক আয় রাজকোষে প্রবেশ না করেন—এইসব দিকেও তাঁহারা সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মস্থীয় বা দেওয়ানী ব্যবহার-বিধি

ধর্ম্মস্থীয়-নামক তৃতীয় অধিকরণে কৌটিল্য তাৎকালিক দেওয়ানী ব্যবহারবিধির নিরূপণ করিয়াছেন। তৎপাঠে এইরূপ উপলব্ধি ঘটে যে, ব্যবহারনির্ণয়ে রাজাই হইলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরম অধিকারী। অবশ্য বিচার-বিষয়ে তিনি অর্থনির্ণয় জন্য তিন তিন জন ধর্ম্মস্থ বা প্রাড্‌বিবাকের সহায়তা গ্রহণ করেন। তাঁহারাও আবার ব্যবহারশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতজনের উপদেশ লইয়া বিচারকার্য্য সম্পাদন করেন।

অভিযোক্তা বা বাদী বা অর্থীর আবেদন এবং অভিযুক্ত বা বিবাদী বা প্রত্যর্থীর প্রত্যুত্তর ব্যবহারাধিকরণে বিচারকেরা লিপিবদ্ধ করিবেন, সাক্ষিগণের সাক্ষ্যবচন শ্রবণ করিবেন এবং

প্রয়োজনানুরোধে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধি, অর্থশাস্ত্রোক্ত ব্যবহার-বিধি, চরিত্র বা দেশাচার ও লোকাচার প্রভৃতি এবং নজিররূপে রাজশাসন বা রাজাজ্ঞারও পর্য্যালোচনা করিয়া দণ্ডপ্রণয়ন ও অর্থনির্ণয় করিবেন। উশনাঃ (শুক্রাচার্য্য), মনু ও বৃহস্পতির মতাবলম্বীরা কূট সাক্ষীর বিষয়ে যে মতবাদ পোষণ করিতেন কৌটিল্য স্বয়ং তাহা সমর্থন না করিয়া লিখিয়াছেন যে, যাহারা ধ্রুব সাক্ষী অর্থাৎ যাহারা নিশ্চিত বিষয়ের বক্তা, তাহারাই বিচারালয়ে ধর্ম্মস্থগণসমক্ষে শ্রুত হওয়ার যোগ্য। ঘটনাস্থলের সত্যবিষয় শুনিয়াও যে-সব সাক্ষী আদালতে আহূত হইয়া অনুপস্থিত হয়, তাহারা ২৪ পণ দণ্ড দিতে বাধ্য থাকিবে; এবং যাহারা কূট বা কপট সাক্ষী তাহাদিগের উপর ১২ পণ দণ্ড বিহিত হইতে পারে ("ধ্রুবা হি সাক্ষিণঃ শ্রোতব্যাঃ। অশৃণ্বতাং চতুর্বিংশতিপণো দণ্ডঃ ততোঽর্দ্ধমধ্রুবাণাম্" ।৩।১১)।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ ব্যবহারনির্ণয়ে স্বীকৃত হইত, যথা—(১) বিবাহসংযুক্ত বিধি এবং তদন্তর্গত আট প্রকার বিবাহ, স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধনির্ণয়, বিধবাবিবাহ, নিবেশন (স্ত্রীর ভর্ত্রন্তরগ্রহণ), স্বামীর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ, স্ত্রীধন ও স্ত্রীশুল্কের ভোগ, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরকে ত্যাগ প্রভৃতির পর্য্যালোচনা (বিবাহভঙ্গ বা মোক্ষ); (২) বাস্তুসম্বন্ধীয় বিবাদ; (৩) সময় বা চুক্তির অপরিত্যাগ; (৪) উপনিধি বা নিক্ষেপসম্বন্ধীয় বিধি; (৫) ঋণদান ও তদ্‌গ্রহণ; (৬) দাসগণের আধান ও বিক্রয়াদির বিধান ও কর্ম্মকরগণের কার্য্য ও বেতন-

বিষয়ক বিধি ; (৭) সম্ভূয়সমুত্থান অর্থাৎ সমবায়রীতিতে একত্র মিলিয়া কর্ম্ম করার বিধি ; (৮) ক্রীত ও বিক্রীত দ্রব্যসম্বন্ধীয় বিসংবাদ ; (৯) দত্তদ্রব্যের অপ্রদান ; (১০) অস্বামিবিক্রয় অর্থাৎ স্বামিত্ববিহীন দ্রব্যের বিক্রয় ; ও (১১) স্ব-স্বামিসম্বন্ধ অর্থাৎ বস্তুর স্বামিত্বনিরূপণ। বর্ত্তমানকালে প্রচলিত ব্যবহারানুসারে কতকগুলি ফৌজদারী বিষয়ও কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের দেওয়ানী বিধিব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, যথা—(১২) সাহস ; (১৩) বাক্‌-পারুষ্য ; (১৪) দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ হস্তাদিদ্বারা প্রহারাদি ; (১৫) দ্যূত (জুয়াখেলা) ; ও (১৬) সমাহ্বয় অর্থাৎ মল্লমেষাদি-দ্বারা ক্রীড়াসম্পাদন। এই অধিকরণে আরও বিবিধ প্রকারের কয়েকটি অপরাধসম্বন্ধে দণ্ডবিধির কথা পরিশিষ্টরূপে বলা হইয়াছে, যথা—অন্যের মুদ্রা-বদ্ধ গৃহে অতর্কিত প্রবেশ, নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও কালে প্রতিজ্ঞাত বস্তুর অনর্পণ, দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে শাক্যভিক্ষু, আজীবিক সম্প্রদায়ের লোক, শূদ্র ও প্রব্রজ্যাগ্রহণ-কারীকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ, ঔষধপ্রয়োগদ্বারা দাসীর গর্ভপাতন, আত্মীয়মধ্যে কাহাকেও কান্তারে বা গহনকাননে পরিত্যাগ, অকারণে অবৈধভাবে অপরকে বন্ধন ইত্যাদি।

কৌটিল্যের মতে ধর্ম্মস্থ বা বিচারকগণ ছলপ্রয়োগ অবলম্বন না করিয়া অর্থনির্ণয় (বা মামলার বিচার) করিবেন এবং বিচারকালে সর্ব্বদাই সমদর্শী হইয়া লোকের বিশ্বাসভাজন ও প্রিয় হইতে চেষ্টা করিবেন ("এবং কার্য্যাণি ধর্ম্মস্থাঃ কুর্য্যুরচ্ছল-দর্শিনঃ। সমাঃ সর্ব্বেষু ভাবেষু বিশ্বাস্যা লোকসংপ্রিয়াঃ"॥৩।২০)।

পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যে, এই অধিকরণে পর্য্যালোচিত কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যবহারপদ ও ব্যবহারনীতির বিষয় সংক্ষেপে এ-স্থলে উল্লেখ করা হইতেছে। পতির মরণান্তে বিধবা স্ত্রী যদি ভর্ত্রন্তর গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে পতির দায়ভাগ-সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইতে পারিবে না; কিন্তু, সে সংযত জীবন যাপন করিতে পারিলে (অর্থাৎ পুনর্ব্বার পত্যন্তর গ্রহণ না করিলে) তাহা ভোগ করিতে পারিবে ("পতিদায়ং বিন্দমানা জীয়েত। ধর্ম্মকামা ভুঞ্জীত" ।৩।২)। তাহার পুত্র থাকিলেও যদি কোন বিধবা স্ত্রী পুনর্ব্বার পতিগ্রহণ করে, তাহা হইলে সে তাহার স্ত্রীধন হইতে বঞ্চিত হইবে ("পুত্রবতী বিন্দমানা স্ত্রীধনং জীয়েত" ।৩।২)। পুত্রহীনা বিধবা স্ত্রী যদি পাতিব্রত্য রক্ষা করিয়া মৃত পতির শয্যা পালন করে (অর্থাৎ দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণ না করে), তাহা হইলে সে যাবজ্জীবন গুরুসমীপে অবস্থান করিয়া স্ত্রীধন স্বয়ং ভোগ করিতে পারিবে; কারণ, স্ত্রীধন আপদের পরিহারার্থই প্রযোজ্য হইয়া থাকে "(অপুত্রা পতিশয়নং পালয়ন্তী গুরুসমীপে স্ত্রীধনং আ আয়ুঃক্ষয়াদ্ ভুঞ্জীত, আপদর্থং হি স্ত্রীধনম্ "।৩।২)।

কৌটিল্যের অনুশাসিত ব্যবহারবিধিতে দ্বাদশবর্ষীয়া স্ত্রী ও ষোড়শবর্ষীয় পুরুষ প্রাপ্তব্যবহার (অর্থাৎ আইন-কানুনের বশবর্ত্তিতা প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য) বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাহযোগের ভঙ্গসম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে এরূপ বিধান লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় যে, পতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে,

দ্বেষপরায়ণা হইলেও স্ত্রী মোক্ষ বা বিবাহবন্ধনত্যাগ লাভ করিতে পারিবে না। সেইরূপ আবার স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, দ্বেষপরায়ণ হইলেও স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। যখন স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি দ্বেষ বা অরাগ সত্য বলিয়া ধার্য্য হইবে, কেবল তখনই "মোক্ষ বা ছাড়াছাড়ি বিহিত হইতে পারে ("অমোক্ষ্যা ভর্ত্তুরকামস্য দ্বিষতী ভার্য্যা, ভার্য্যায়াশ্চ ভর্ত্তা। পরস্পরং দ্বেষান্ মোক্ষঃ" ।৩।৩)। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ ও দৈব এই চারি প্রকার বিবাহ-প্রথায় স্বামী ও স্ত্রী-সম্বন্ধে মোক্ষ বা পরস্পরের ত্যাগ বিহিত হইতে পারে না ("অমোক্ষো ধর্ম্মবিবাহানাম্" ।৩।৩)।

অর্থশাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, সে-কালে দাস-প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু, এই প্রথাও অনেকটা সামাজিক নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ম্লেচ্ছ বা অনার্য্য জাতির কোন লোক নিজের সন্তান বিক্রয় করিলে বা বন্ধক রাখিলে তাহার দোষ হইত না, কিন্তু, আর্য্যজনের দাসভাব সমাজে অচল ছিল ("ম্লেচ্ছানামদোষঃ প্রজাং বিক্রেতুমাধাতুং বা। ন ত্বেবার্য্যস্য দাসভাবঃ।" ৩।১৩)।

যাহারা সংঘভৃত (অর্থাৎ যাহারা সংঘবদ্ধ ভৃতকজন, বা সংঘদ্বারা ভৃত কর্ম্মকর) ও যাহারা সম্ভূয়সমুত্থাতা (অর্থাৎ যাহারা দল বা কোম্পানী করিয়া বাণিজ্যাদি পরিচালনা করে), তাহারা পূর্ব্বকৃত চুক্তিসর্ত্তদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন বা আয় বিভাগ করিয়া নিবে, কিংবা সমান অংশে তাহা ভাগ করিয়া লইবে

("সংঘভৃতাঃ সম্ভূয়সমুত্থাতারো বা যথাসংভাষিতং বেতনং, সমং বা বিভজেরন্" ।৩।১৪)॥ যজ্ঞকর্ম্ম-সম্পাদনে মিলিত হইয়া যাঁহারা যাজকের কার্য্য করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে ও যাজ্যজনের মধ্যেও নিম্নবর্ণিত পুরুষদিগকে স্ব-স্বকার্য্য হইতে বিতাড়িত করা দণ্ডনীয় কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে না। যে ব্রাহ্মণ শত গাভীর মালিক হইয়াও অগ্ন্যাধান করেন না, যে ব্যক্তি সহস্র গাভীর অধিকারী হইয়াও যজ্ঞসম্পাদন করেন না, যে ব্যক্তি মদ্যপায়ী, যে ব্যক্তি শূদ্রাকে ভার্য্যারূপে ঘরে ভরণ করেন, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি গুরুপত্নীতে ব্যভিচার করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অসৎজনের নিকট হইতে (বা প্রতিষিদ্ধ দ্রব্যের) প্রতিগ্রহ লইতে আসক্ত, যে ব্যক্তি নিজে চোর এবং যে ব্যক্তি নিন্দিত যাজ্যের যাজক—তাঁহারা যজ্ঞাদি কার্য্য করিলে সমাজে কর্ম্মসঙ্কর উৎপাদিত হইতে পারে এই ভয়ে পরস্পরের ত্যাজ্য হইতে পারেন ("অনাহিতাগ্নিঃ শতগুরযজ্বা চ সহস্রগুঃ। সুরাপো বৃষলীভর্ত্তা ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ॥ অসৎপরিগ্রহে যুক্তঃ স্তেনঃ কুৎসিতযাজকঃ। অদোষস্ত্যক্তু-মন্যোন্যং কর্ম্মসঙ্করনিশ্চয়াৎ" ॥ ৩।১৬)।

এস্থলে ইহাও উল্লিখিত হওয়ার যোগ্য যে, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, স্তেয় বা চৌর্য্য, সাহস ও সংগ্রহণ বা ব্যাভিচারের দোষে দোষী সাব্যস্ত হইলে, বানপ্রস্থ, যতিপ্রভৃতিরাও দণ্ডনীয় হইবেন। কৌটিল্য মনে করেন যে, মিথ্যাচারীরা প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাসের অবস্থাতেও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, কারণ, ধর্ম্ম যদি

অধর্ম্মদ্বারা উপহত হয় এবং রাজদ্বারা উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে ইহা শাসনকারী রাজাকে নষ্ট করিতে পারে ("প্রব্রজ্যাসু বৃথাচারান্ রাজা দণ্ডেন বারয়েৎ। ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মোপহতঃ শাস্তারং হন্ত্যপেক্ষিতঃ" ॥৩।১৬)।

কণ্টকশোধন বা ফৌজদারী অপরাধের বিচার

কণ্টকশোধন-নামক চতুর্থ অধিকরণে কৌটিল্য সমাজের অশান্তি ও পীড়াবিধায়ক কণ্টকতুল্য চোরাদি অপকৃষ্ট প্রজাবর্গের শাসনার্থ ফৌজদারী দণ্ডবিধির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের বিচারবিধি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, যথা—(১) কারুকগণের প্রবঞ্চনা হইতে প্রজাদিগের রক্ষণ; (২) প্রবঞ্চক বৈদেহক বা বণিক্‌দিগের হস্ত হইতে তাহাদের রক্ষণ, এবং তৎসঙ্গে কূটরূপ বা কূটমুদ্রা-নির্ম্মাণের নিবারণ ও পণযাত্রা বা পণাদি মুদ্রার পরিচালনের সম্যক্ ব্যবস্থা এবং ক্রয়-বিক্রয়ে তুলামানের অপব্যবহার-নিবারণ; (৩) অগ্নি, জলপ্লাবন, মরক, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মূষিক-শলভাদির অত্যাচার, ব্যাল বা হিংস্রজন্তুর অত্যাচার, সর্পভয় ও রক্ষোভয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপনিপাত বা উপদ্রবের প্রতীকারচিন্তন; (৪) গূঢ়াজীবীদিগের হস্ত হইতে প্রজারক্ষণ (অর্থাৎ গোপন ভাবে অনিষ্ট ও প্রবঞ্চনাকারীদিগের অত্যাচার হইতে গুপ্তচর-গণের প্রণিধিদ্বারা প্রজারক্ষণ); (৫) সিদ্ধব্যঞ্জন গূঢ়পুরুষগণের

সহায়তায় দুষ্ট মাণবক বা কুপুরুষগণের প্রকাশন ও গ্রহণ বা গ্রেপ্তার; (৬) শঙ্কা, রূপ বা চোরাইমাল, ও সন্ধিচ্ছেদাদি-চুরিকর্ম্মদ্বারা চোরধরা; (৭) আশুমৃতক বা হঠাৎ মৃতলোকের শরীর-পরীক্ষা; (৮) শঙ্কায় অভিগৃহীত লোকগণ হইতে কঠিন বাক্য প্রয়োগ ও কশাঘাতাদি শারীর ক্রূরকর্ম্মদ্বারা দোষস্বীকার-বচন বাহির করা; (৯) অধিকরণ বা শাসনবিভাগের উচ্চ ও নীচ কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে প্রজার স্বার্থরক্ষণ; (১০) একাঙ্গ বধাদিরূপ দণ্ড হইতে নিষ্ক্রয়মূল্যদ্বারা রক্ষা; (১১) শুদ্ধ ও চিত্রদণ্ডের অর্থাৎ অক্লেশমারণ ও সক্লেশমারণের বিধান; (১২) কন্যাপ্রকর্ম্ম বা অরজস্কা স্ত্রীলোকের দূষণ; ও (১৩) অন্যান্য সামাজিক গুণের বিরোধী ধর্ম্মব্যতিক্রমকারীদিগের অতিচারবিষয়ক দণ্ডপ্রণয়ন।

কণ্টকশোধনকার্য্যে অর্থাৎ ফৌজদারী দণ্ডবিধিদ্বারা বিচারের কার্য্যে যাঁহারা অধিকৃত মহামাত্র, তাঁহাদের নাম প্রদেষ্টা এবং তাঁহারা তিন তিন জন একত্রিত হইয়া বিচারমণ্ডলী-গঠনপূর্ব্বক বিচারকার্য্য সম্পাদন করিবেন। এই অধিকরণে কৌটিল্য একটি মতবাদ প্রচার করিয়াছেন যে, রাজা ও প্রজার মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা পিতা ও সন্ততির মধ্যে বিদ্যমান সম্বন্ধের ন্যায় হইবে। দৈবী আপদের প্রতীকার-চিন্তন-নামক প্রকরণে তিনি লিখিয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রকার ভয় উপস্থিত হইলে রাজা উপহত বা ভয়পীড়িত প্রজাবর্গকে পিতার ন্যায় রক্ষানুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন ("সর্ব্বত্র চোপহতান্ পিতেবানুগৃহ্লীয়াৎ" ৪।৩)। এই অর্থশাস্ত্র জন-

সাধারণের মনে একটি বিশিষ্ট বিষয়ের কথা প্রবিষ্ট করাইতে চাহে যে, অপরাধী জনেরা রাজার নিজ প্রভাবেই ধরা পড়ে, যদিও বাস্তবিক পক্ষে আসামীদের গ্রেপ্তার ঘটে গুপ্তচর ও অপরাধে প্রযোজক লোকের কপটক্রিয়ার কৌশলে। অর্থশাস্ত্রে এক স্থলে বলা হইয়াছে যে, চোরাদি সমাজকণ্টকেরা ধরা পড়িলে, সমাহর্ত্তা সাধারণের সমক্ষে রাজার সর্ব্বজ্ঞতা-খ্যাপনের একটি ঘোষণা প্রচার করিয়া ধৃত লোকদিগকে প্রদর্শন করাইবেন। তিনি তখন এইরূপ ঘোষণা করাইবেন—"আমাদের রাজা চোরধরা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং তাঁহারই উপদেশক্রমে এই চোরগুলি ধরা পড়িয়াছে। আমি পুনরায়ও (এইরূপ চোর) ধরিব। পাপকর্ম্মাচরণকারী স্বজনদিগকে (চুরিপ্রভৃতি পাপকর্ম্ম হইতে) তোমাদের বারণ করিয়া দেওয়া উচিত" ("গৃহীতান্ সমাহর্ত্তা পৌরজানপদানাং দর্শয়েৎ—চোরগ্রহণীং বিদ্যামধীতে রাজা, তস্যোপদেশাদিমে চোরা গৃহীতাঃ, ভূয়শ্চ গ্রহীষ্যামি, বারয়িতব্যো বঃ স্বজনঃ পাপচারঃ ইতি"। ৪।৫; "পূর্ব্ববচ্চ গৃহীত্বৈতান্ সমাহর্ত্তা প্ররূপয়েৎ। সর্ব্বজ্ঞখ্যাপনং রাজ্ঞঃ কারয়ন্ রাষ্ট্রবাসিষু"। ৪।৫)।

ফৌজদারী অপরাধে ব্রাহ্মণ

ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কৌটিলীয় দণ্ডবিধি আইনে ব্রাহ্মণকে কোন ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোনও প্রকার উৎপীড়ন করা বিধেয় নহে এবং তাঁহাকে অপরাধ জন্য বধদণ্ডে

দণ্ডিত করা যাইবে না। সর্ব্বপ্রকার অপরাধেই ব্রাহ্মণ অপীড়নীয় থাকিবেন। অপরাধ প্রমাণিত হইলে, ইহার সূচনা জন্য তাঁহার ললাটপ্রদেশে অপরাধচিহ্ন অঙ্কিত করা যাইতে পারে, যেন তাঁহার যে-জাতীয় ব্যবহার হইতে প্রচ্যুতি ঘটিয়াছে তাহা সকলেই জানিতে পারে। অপরাধানুসারে তাঁহার অভিশপ্ত চিহ্ন হইবে, যথা—চুরি করিলে চিহ্নটি হইবে কুক্কুরের, মানুষ বধ করিলে কবন্ধের, গুরুভার্য্যার উপর ব্যভিচারদোষে ভগ বা স্ত্রীযোনির ও সুরাপান-দোষে মদ্যধ্বজ বা মদ্যপতাকার আকৃতি। পাপকর্ম্মকারী ব্রাহ্মণকে উক্তরূপ ললাটচিহ্নদ্বারা ব্রণিত করিয়া এবং তাঁহার অপরাধের কথা সর্ব্বসমক্ষে উদ্‌ঘোষিত করিয়া, রাজা তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন, অথবা, তাঁহাকে আকর বা খনিময় প্রদেশে বাস করাইবেন ("সর্ব্বাপরাধেষ্বপীড়নীয়ো ব্রাহ্মণঃ। তস্যাভিশস্তাঙ্কো ললাটে স্যাদ্ ব্যবহারপতনায়। স্তেয়ে শ্বা, মনুষ্যবধে কবন্ধঃ, গুরুতল্পে ভগং, সুরাপানে মদ্যধ্বজঃ। ব্রাহ্মণং পাপকর্ম্মাণমুদ্‌ঘুষ্যাঙ্ককৃতব্রণম্। কুর্য্যান্নির্বিষয়ং রাজা বাসয়েদাকরেষু বা" ॥৪।৮)।

অপরাধী রাজাও দণ্ডনীয়

দণ্ডবিধানকার্য্যে রাজার ত্রুটি লক্ষিত হইলে, কৌটিল্যের মতে, তিনিও দণ্ডাতীত থাকিতে পারিবেন না, অর্থাৎ তিনিও দণ্ডার্হ হইবেন। এই সম্বন্ধে তিনি এইরূপ একটি বিধির বিধান করিয়াছেন যে, রাজা যদি দণ্ডের অযোগ্য ব্যক্তির উপর দণ্ড

বিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহার উপর ত্রিশগুণ দণ্ড ধার্য্য হইবে এবং সেই দণ্ডের ধন জলমধ্যে বরুণদেবের উদ্দেশ্যে প্রদান করিতে হইবে, এবং তৎপর ব্রাহ্মণদিগকে তাহা দেওয়া হইবে। এই প্রকার দানদ্বারা রাজার দণ্ডবিধানের ব্যতিক্রমজনিত পাপ শোধিত হয়; কারণ, বরুণদেবই মানুষের উপর অনুচিত ব্যবহারকারী রাজগণের শাসক হয়েন ("অদণ্ড্যদণ্ডনে রাজ্ঞো দণ্ডস্ত্রিংশদ্‌গুণোঽম্ভসি। বরুণায় প্রদাতব্যো ব্রাহ্মণেভ্যস্ততঃ পরম্‌॥ তেন তৎ পূয়তে পাপং রাজ্ঞো দণ্ডাপচারজম্‌। শাস্তা হি বরুণো রাজ্ঞাং মিথ্যা ব্যাচরতাং নৃষু" ॥ ৪।১৩)।

নবম পরিচ্ছেদ

যোগবৃত্ত-নামক পঞ্চম অধিকরণ পাঠ করিয়া আমরা কৌটিল্যের নীতিজ্ঞতা, ভবিষ্যৎদৃষ্টি ও তীক্ষ্মমতিত্বের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। এই অধিকরণের বিবেচ্যবিষয়গুলি এইরূপ, যথা—(১) তীক্ষ্ণনামক গুপ্তচরদিগের সহায়তায় দূষ্য মহামাত্রদিগের উপর উপাংশুদণ্ডাদির বিধান ; (২) রাজকোষে অর্থকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইলে অত্যধিক কোষাভিসংগ্রহের উপায়-চিন্তন ; (৩) রাজকুলের রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের, ও শাসন বিভাগের রাজভৃত্যগণের (অর্থাৎ সচিবাদি অধিকারী ব্যক্তিদিগের) বেতন-নিরূপণ ; (৪) রাজোপজীবীদিগের রাজার

প্রতি ব্যবহার; (৫) রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সময়ে রাজার তুষ্টি বা অতুষ্টির অবস্থায় অমাত্যাদির প্রতি রাজার আচরণ-বিধি; (৬) রাজব্যসন ও অন্যপ্রকার বিপদের সময়ে রাজ্যের প্রতিসন্ধান-কার্য্য অর্থাৎ ব্যসনসময়ে মন্ত্রিগণের উপযুক্ত করণীয়-চিন্তন; ও (৭) রাজার মৃত্যুর পরে ঐকৈশ্বর্য্যবিধান অর্থাৎ একই রাজবংশের ঐশ্বর্য্য বা স্বামিত্বের স্থাপন।

মহামাত্র ও রাষ্ট্রমুখ্যদিগের উপাংশুদণ্ড

কৌটিল্যের একটি মত এইরূপ প্রচলিত ছিল যে, রাজধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনবোধে রাজা নিজের প্রিয় মহামাত্র-দিগেরও উপর উপাংশু দণ্ডের অর্থাৎ গোপনে বধদণ্ডের প্রয়োগ অনুমোদন করিতে পারেন এবং যে-সব দূষ্য রাষ্ট্রমুখ্য একত্র মিলিত হইয়া রাজ্যের উপঘাত বা বিনাশ ঘটাইতে পারেন রাজা তাঁহাদিগকেও গোপনে হত্যা করাইতে পারেন, কারণ, প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদিগকে দুষ্কার্য্য হইতে নিবারণ করা সম্ভবপর না-ও হইতে পারে ("রাজ্যোপঘাতিনস্তু বল্লভাঃ সংহতা বা যে রাষ্ট্রমুখ্যাঃ প্রকাশমশক্যাঃ প্রতিষেদ্ধুং দূষ্যাঃ, তেষু ধর্ম্মরুচিরু-পাংশুদণ্ডং প্রযুঞ্জীত" ।৫।১)।

রাজকোষের অর্থকৃচ্ছ্রতায় অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহ

রাজকোষের যতটা আয় হইবে তদপেক্ষায় অল্পতর ব্যয়ে শাসনকার্য্য সমাধা করিয়া রাজা অবশিষ্ট নীবী-নামক ধন কোষে

প্রবেশ করাইয়া রাখিবেন, যেন বিপদে তদ্দারা উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে। সাধারণতঃ শাস্ত্রানুমোদিত কর ব্যতীত অন্য কোন প্রজাপীড়াকর করাদি নিরুপদ্রব সময়ে সংগ্রহ করা রাজার পক্ষে বিধেয় নহে। কিন্তু, কোনও কারণ-বিশেষে (যথা যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্যপ্রকার উপপ্লবাদির সময়ে) রাজকোষে অর্থকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইলে রাজা অসদুপায়ে অন্যায্যভাবে প্রজাবর্গ হইতে অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহ করিতে পারেন ("কোশ-মকোশঃ প্রত্যুৎপন্নার্থকৃচ্ছ্রঃ সংগৃহ্ণীয়াৎ" ।৫।২)। অর্থব্যসন আপতিত হইলে রাজা কিরূপ উপায়াদি অবলম্বন করিয়া রাজকোষে অর্থবৃদ্ধি করতে পারেন, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে তাহার বেশ বর্ণনা পাওয়া যায়। অর্থকৃচ্ছ্রের সময়ে একপ্রকার অতিরিক্ত কর সংগৃহীত হইত—যাহার নাম ছিল 'প্রণয়'-কর। ইহা রাজা কোন কোন প্রজার নিকট হইতে যাচনা করিয়া বা মাগিয়া লইতেন। যাহারা কর্ষক, বণিক্ ও এমন কি যোনি-পোষক (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশুপক্ষিপালক), তাহাদিগের উপর যে-হারে ভাগ ও করাদি-প্রদানের নিয়ম ছিল, কৃচ্ছ্রসময়ে তাহাদের নিকট হইতে তদপেক্ষায় বর্দ্ধিত হারে তাহা যাচ্ঞা দ্বারা রাজা বাড়াইয়া লইতে পারিতেন। কর্ষকগণের নিকট ষড্ভাগের পরিবর্ত্তে তৃতীয় বা চতুর্থ ভাগও যাচিত হইত। বিপদের সময়ে রাজস্ববিভাগের রাজকর্ম্মচারিগণ কৃষকগণদ্বারা গ্রীষ্মে ক্ষেত্রের অতিরিক্ত আবাদ করাইয়াও অর্থলাভের উপায় করিয়া লইতেন। এমন কি, কুশীলব (নাট্যব্যবসায়ী) ও

রূপাজীবারা (বেশ্যেরা) স্বোপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত রাজাকে বিপদের সময়ে দিতে বাধ্য হইত। মনে রাখিতে হইবে যে, কৌটিল্যের মতে, এইরূপ বর্দ্ধিত হারে অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহ সংবৎসরে একবার মাত্রই করা যাইতে পারিত— দুইবারও নহে ("সকৃদেব ন দ্বিঃ প্রযোজ্যঃ" ।৫।২)। উক্তরূপ উপায়ে বিশেষ অর্থলাভ না হইলে, সাধনীয় কোন প্রয়োজনের ভাণ করিয়া রাজা সমাহর্ত্তার সহায়তা লইয়া পৌরজানপদগণের নিকট হইতে অর্থ ভিক্ষা করিতে পারিতেন এবং নিজ কর্ম্মচারিগণকে সর্ব্বাগ্রে সেই কার্য্যের নিষ্পাদন জন্য চাঁদারূপে অতিমাত্রায় অর্থ দেওয়াইতেন। তৎপর ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের নিকট নগদ টাকা চাঁদারূপে চাহিয়া লইতেন। রাজকোষের অর্থকৃচ্ছ্রতায় যাঁহারা অর্থসাহায্য করিতেন রাজা তাঁহাদিগকে পদ-পদক-ভূষণাদিরূপ বহুমান-চিহ্ন উপহার দিতেন। অর্থব্যসনে পাষণ্ড-দ্রব্য, সংঘদ্রব্য ও দেবদ্রব্যও ছলে গৃহীত হইত। দেবতাধ্যক্ষের সহায়তা লইয়া রাজা নগরে ও জনপদে প্রতিষ্ঠিত দেবকুলের সম্পত্তি ও অর্থও একত্র সংগ্রহ করাইয়া লইতেন। অনেক সময়ে এক রাত্রির মধ্যেই দেবতার চৈত্য ও সিদ্ধপুরুষের পীঠস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া তৎসমীপে যাত্রা-তামাসা ব্যবস্থা করাইয়াও সেখানে অর্থ সংগ্রহের উপায় করিয়া লইতেন। দেবতা ও দানবের নানারূপ দৃষ্টি-ভয় দেখাইয়া তৎপ্রতীকারার্থ নগদ টাকা উঠাইয়া লইয়া তদ্দ্বারাও রাজকোষে অর্থাগমের চেষ্টা করিতে ত্রুটি করা হইত না। অন্তশ্ছিদ্র-যুক্ত প্রতিমাতে

একাধিক-মস্তক-সমন্বিত নাগ দেখাইয়া শ্রদ্ধালু পৌরজানপদদিগের নিকট হইতে নগদটাকার উপহারসংগ্রহও করান হইত। প্রাচীন ভারতের চারপ্রথা যে কিরূপ পাকাভাবে গঠিত ছিল রাজকোষের অর্থ-কৃচ্ছ্রে অর্থলাভ জন্য উদ্ভাবিত উপায়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গূঢ়পুরুষ বা গুপ্তচর-দিগের সাহায্যদ্বারাও রাজা ও রাজামাত্যগণ অনেক অসাধু উপায়ে প্রজাদিগের নিকট হইতে টাকা উঠাইয়া লইতেন। তবে কৌটিল্যের মতে যাহারা দূষ্যজন ও অত্যন্ত অধার্ম্মিক তাহাদিগেরই উপর রাজা যেন রাজকোষবর্দ্ধনের জন্য অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহের উপায় প্রয়োগ করেন—নিরপরাধ ও ধার্ম্মিক লোকদের উপর নহে। কারণ, যেমন কোন ফলের বাগান হইতে পাকা ফলের সংগ্রহ করাই বিধেয়, কাঁচা ফলের নহে, সেইরূপ দোষপরিপাকযুক্ত ধনী দুষ্টব্যক্তি হইতেই এইপ্রকার অতিরিক্ত ধনসংগ্রহ করা উচিত, অদোষ ব্যক্তি হইতে নহে; তাহা করিলে প্রজামধ্যে কোপ উৎপাদিত হইতে পারে এবং তজ্জন্য রাজার নিজের নাশও আশঙ্কিত হইতে পারে ("পক্বং পক্ব-মিবারামাৎ ফলং রাজ্যাদবাপ্নুয়াৎ। আত্মচ্ছেদভয়াদামং বর্জ্জয়েৎ কোপকারকম্" ॥৫।২)। কখনও সিদ্ধপুরুষের বেশধারী চর জম্ভক-বিদ্যা বা মায়াবিদ্যার বলে লোককে ধনাঢ্য করিয়া দিবার ক্ষমতা রাখে বলিয়া প্রকাশ করিয়া রাজদ্বেষী লোককে কৌশলে সর্ব্বস্বহরণের পথে আনয়ন করিত। কখনও বণিকের বেশধারী চর বৃহদাকার কোন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার ছলে অন্যের মনে অর্থ-

লাভের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া নগদ টাকা ঋণস্বরূপ তাহার নিকট হইতে লইয়া পরে সেই উত্তমর্ণের অর্থ-শোষণের উপায় করিয়া লইত। কখনও চরেরা সাধ্বী রমণীর বেশধারিণী দুশ্চরিত্রা স্ত্রীদ্বারা দূষ্যজনকে উন্মাদিত করিয়া সেই স্ত্রীলোকের বাড়ীতেই সেই ব্যক্তিকে ধরাইয়া রাজদ্বারে তাহার সর্ব্বস্বহরণের ব্যবস্থা করাইতে পারিত। এইরূপ মাতৃব্যঞ্জনা স্ত্রীলোকদ্বারা ও ভৃত্য-ব্যঞ্জন, কর্ম্মকরব্যঞ্জন, চিকিৎসকব্যঞ্জন প্রভৃতি গূঢ়পুরুষদ্বারা পুত্রমারণ, বেতনদানে কূটমুদ্রাদান, কূটমুদ্রা-নির্ম্মাণার্থ যন্ত্রাদি উপকরণ-প্রাপ্তি, ঔষধচ্ছলে বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি নানাপ্রকার ছলপ্রযুক্ত দোষের উদ্ভাবন করিয়া দুষ্ট লোকদের সর্ব্বস্বহরণ করাইয়া রাজা অর্থকৃচ্ছ্রসময়ে কোষ-সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। রাজনীতিক্ষেত্রের কার্য্যবশতঃ এইরূপ অন্যায্য রীতিদ্বারা অর্থসংগ্রহ কৌটিল্যের অনভিমত ছিল না।

রাজপাদোপজীবিগণের রাজার সহিত ব্যবহার

অমাত্যাদি রাজোপজীবিগণ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা রাজার সমক্ষে কিরূপ ভব্যতা অবলম্বন করিয়া চলিবেন, তদ্বিষয়ে কৌটিল্য একটি মূল্যবান আভাণক প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, রাজার আশ্রয়লাভকারা উপজীবীদিগের বৃত্তি বা ব্যবহার, যেন অগ্নি লইয়া খেলার মত বিবেচিত হওয়া উচিত। কিন্তু, ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, রাজরূপ অগ্নি একদেশদাহী

নহে। অনুজীবী যদি রাজার প্রতি প্রতিকূল হয়েন, তাহা হইলে রাজা তাঁহার সপুত্রকলত্র সমগ্র পরিবার নষ্ট করিতে পারেন; এবং তিনি যদি রাজার প্রতি অনুকূল হয়েন, তাহা হইলে রাজা তাঁহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতি বিধান করিতে পারেন ("আত্মরক্ষাং চ সততং পূর্ব্বং কার্য্যা বিজানতা। অগ্নাবিব হি সম্প্রোক্তা বৃত্তী রাজোপজীবিনাম্॥ একদেশং দহেদগ্নিঃ শরীরং বা পরং গতঃ। সপুত্রদারং রাজা তু ঘাতয়েদ্ বর্দ্ধয়েত বা"॥ ৫।৪)।

রাজব্যসনে রাজ্যের প্রতিসন্ধান বা রক্ষা ও ঐকৈশ্বর্য্য-স্থাপন

রাজার মৃত্যুর পরে রাজ্যের প্রতিসন্ধান বা রাজ্যরক্ষা-বিষয়ে মন্ত্রিগণের কিরূপ কর্ত্তব্য হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে পূর্ব্বাচার্য্য ভারদ্বাজের মতের সহিত কৌটিল্যের স্বমতের যে অনৈক্য পরিদৃষ্ট হয়—এস্থলে তাহার উল্লেখ অসমীচীন হইবে না। ভারদ্বাজ মনে করিতেন যে, রাজার মৃত্যুর পরে প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করা ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া সমর্থিত হইতে পারে। তাঁহার এমন মতও ছিল যে, নিজের দুষ্ট অভিপ্রায়ের জন্য প্রধান মন্ত্রী রাজব্যসনের পরে রাজকুলীন, রাজকুমার ও রাজ্যমুখ্যগণের পরস্পর-মধ্যে যুদ্ধ বাঁধাইয়া দিতে পারেন এবং এমন কি, তিনি গোপনে তাঁহাদের হত্যা সংঘটন করাইয়া স্বয়ং রাজসিংহাসন দখল করিয়া বসিতে পারেন।

কারণ, তাঁহার মতে, রাজ্যলাভের কারণে, পিতাকে পুত্রদিগের প্রতি এবং পুত্রদিগকে পিতার প্রতি অভিদ্রোহের আচরণ করিতে দেখা যায়, অমাত্যের কথা ত বলাই বাহুল্য। অমাত্য রাজ্যের একমাত্র নিয়ামক এবং তাঁহার পক্ষে সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত রাজ্য তিনি উপেক্ষা করিবেন কেন? ("রাজ্যকারণাদ্ধি পিতা পুত্রান্ পুত্রাশ্চ পিতরমভিদ্রুহ্যন্তি; কিমঙ্গ পুনরমাত্যপ্রকৃতির্হ্যেকপ্রগ্রহো রাজ্যস্য। তৎ স্বয়মুপস্থিতং নাবমন্যেত। ৫।৬)। তন্মতে অমাত্যের পক্ষে রাজসিংহাসন-প্রাপ্তির এইরূপ সুযোগও একবারই উপস্থিত হইতে পারে ("কালশ্চ সকৃদভ্যেতি"। ৫।৬)। কিন্তু, কৌটিল্য এই মতবাদ খণ্ডন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, রাজার মৃত্যুর পরে প্রধান অমাত্যের দেখা কর্ত্তব্য হইবে, কিভাবে ঐকৈশ্বর্য্য অর্থাৎ একই রাজবংশের আধিপত্য প্রচলিত থাকিবে। তিনি আরও মনে করেন যে, অমাত্যের স্বয়ং সিংহাসনাধিকার একটা বিশ্বাসঘাতী কার্য্য এবং তদ্দ্বারা রাজ্যে প্রকৃতিকোপ সমুত্থিত হইতে পারে। ইহা ধর্ম্মসংগত কার্য্যও নহে এবং ইহা ঐকান্তিক বা নিয়তকার্য্য-সাধকও নহে। এই প্রসঙ্গে কৌটিল্য বেশ একটি উপাদেয় উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এমত অবস্থায় প্রধান অমাত্যের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হইবে আত্মগুণসম্পন্ন রাজপুত্রকেই রাজ্যে স্থাপিত করা। তেমন আত্মসম্পন্ন রাজ-পুত্র না পাওয়া গেলে, কোন ব্যসনাসক্ত কুমারকে, বা কোন রাজকন্যাকে, অথবা কোন গর্ভিণী মহিষীকে নিজের সম্মুখে রাখিয়া অন্যান্য সব মহামাত্রদিগকে একত্র মিলিত করিয়া তিনি

এইরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিবেন, যথা—"এই রাজকুমারকে আপনাদের হস্তে নিক্ষেপ বা ন্যাসরূপে রাখিলাম। আপনারা ইঁহার পিতাকে লক্ষ্য করুন, তাঁহার পরাক্রম ও আভিজাত্য ও আপনাদের নিজের গুণাবলীর প্রতিও দৃষ্টিপাত করুন। এই রাজপুত্র ত ধ্বজমাত্র বা কেবল পতাকাস্থানীয়; বাস্তবিক পক্ষে আপনারাই প্রভুস্থানীয়। বলুন ত—এই বিষয়ে কি করা বিধেয় হইতে পারে" ("রাজপুত্রমাত্মসম্পন্নং রাজ্যে স্থাপয়েৎ। সম্পন্নাভাবে ব্যসনিনং কুমারং রাজকন্যাং গর্ভিণীং দেবীং বা পুরস্কৃত্য মহামাত্রান্ সন্নিপাত্য ব্রূয়াৎ—অয়ং বো নিক্ষেপঃ, পিতরমস্যাবেক্ষধ্বং সত্ত্বাভিজনমাত্মনশ্চ, ধ্বজমাত্রোঽয়ং, ভবন্ত এব স্বামিনঃ, কথং বা ক্রিয়তামিতি" ।৫।৬)?

দশম পরিচ্ছেদ

আত্মবান্ রাজা

মণ্ডলযোনি-নামক ষষ্ঠ অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে স্বামী (রাজা), অমাত্য, জনপদ (রাষ্ট্র), দুর্গ, কোশ, দণ্ড (বল) ও মিত্র (সুহৃৎ)—এই সাতটি রাজ্য-প্রকৃতির সম্পদ্ বা গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে অরিসম্পদের (অর্থাৎ রাজার অমিত্র বা শত্রুর দোষাবলীর) পরিচয়ও প্রদত্ত

হইয়াছে। ইহাও সেখানে উক্ত হইয়াছে যে, এবম্ভূত অরিসম্পদ্‌যুক্ত শত্রুই সহজে সমুচ্ছেদের যোগ্য হইয়া থাকে। কোন নরপতি নিজে আত্মসম্পন্ন হইতে পারিলেই, গুণসম্পদ্‌বিহীন অন্যান্য প্রকৃতি বা রাজ্যাঙ্গসমূহকে উন্নীত করিতে পারেন; এবং তিনি নিজে অনাত্মবান্ বা আত্মসম্পদ্‌-রহিত হইলে, গুণসম্পদে সমৃদ্ধ ও অনুরক্ত অন্যান্য প্রকৃতিগুলিকে নষ্ট করিতে পারেন। কৌটিল্যের মতে অনাত্মবান্ রাজার প্রকৃতিরা যদি দোষযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই রাজা স্বয়ং চাতুরন্ত সম্রাট্ (অর্থাৎ সার্ব্বভৌম নরপতি) হইলেও, সেইরূপ প্রকৃতিদ্বারা হত হইতে পারেন ও শত্রুর বশগামীও হইতে পারেন। কিন্তু, আত্মসম্পদ্‌যুক্ত নীতিজ্ঞ রাজা যদি ক্ষুদ্র দেশেরও অধিকারী হয়েন এবং অন্যান্য প্রকৃতিসম্পদে সম্পন্ন থাকেন, তাহা হইলে তিনি সমগ্র পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইতে পারেন, এবং এইরূপ রাজার কখনই কোনরূপ হানিপ্রাপ্তি ঘটে না ("ততঃ স দুষ্টপ্রকৃতিশ্চাতুরন্তোঽপ্যনাত্মবান্। হন্যতে বা প্রকৃতিভির্যাতি বা দ্বিষতাং বশম্॥ আত্মবাংস্ত্বল্পদেশোঽপি যুক্তঃ প্রকৃতিসম্পদা। নয়জ্ঞঃ পৃথিবীং কৃৎস্নাং জয়ত্যেব ন হীয়তে"॥ ৬।১)।

ষাড্‌গুণ্য ও দ্বাদশরাজমণ্ডল

এই অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্থশাস্ত্রকার দেখাইয়াছেন —কেমন করিয়া শম (বা শান্তি) ও ব্যায়াম (বা কর্ম্মোদ্যোগ)

রাজ্যের যোগ ও ক্ষেম সাধন করিতে পারে। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়—এই ছয়টি গুণের পারিভাষিক নামই হইল 'ষাড্‌গুণ্য'। এই ছয়টি গুণের যথাযথ বা অযথাযথ প্রয়োগের ফলে, রাজা 'ক্ষয়' (অপচয়), 'স্থান' (সমান অবস্থায় অবস্থিতি) ও 'বৃদ্ধি' (উপচয়)—এই তিনটির কোন-না-কোন ফল লাভ করিয়া থাকেন। নিজের রাজ্য-সম্পদের বৃদ্ধিরূপ ফলের লোভী হইয়া যে রাজা অরির প্রতি সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড-নামক উপায়চতুষ্টয়ের প্রয়োগ করিতে সমর্থ, তাহাকেই 'বিজিগীষু' বলা হয়। দ্বাদশরাজমণ্ডলের রচনাসম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া কৌটিল্য বলিয়াছেন যে, বিজিগীষুর স্বরাজ্যের অনন্তর বা ব্যবধানবিহীন নরপতি তাঁহার অরিস্থানীয়। বিজিগীষুর সম্মুখ দিকে অনন্তর পর পর নরপতির নাম হইবে যথাক্রমে এইরূপ :—(১) 'অরি,' তদনন্তর (২) 'মিত্র,' তদনন্তর (৩) 'অরি-মিত্র,' তদনন্তর (৪) 'মিত্র-মিত্র,' ও তদনন্তর (৫) 'অরি-মিত্র-মিত্র'। আবার তাঁহার পশ্চাদ্ভাগের অনন্তর পর পর রাজাদিগের সংজ্ঞা হইবে যথাক্রমে এইরূপ :—(১) 'পার্ষ্ণিগ্রাহ' (যে রাজা বিজিগীষুর অধিক হিতেচ্ছায় তাঁহার পার্ষ্ণি বা পশ্চাদ্ভাগ গ্রহণ করিয়া অবস্থান করেন, অতএব, যিনি তাঁহার অরিস্থানীয়), (২) 'আক্রন্দ' (যে রাজাকে আহ্বান করা হইলে তিনি অগ্রসর হইয়া বিজিগীষুর উপকারার্থে তাঁহার অরিভূত পার্ষ্ণিগ্রাহকে বাধা দিতে পারেন, অতএব, যিনি তাঁহার মিত্র-স্থানীয়), (৩) 'পার্ষ্ণিগ্রাহাসার' (যে রাজা পার্ষ্ণিগ্রাহের

সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে পারেন, অতএব, যিনি বিজিগীষুর অরিস্থানীয়), এবং (৪) 'আক্রন্দাসার' (যে রাজা আক্রন্দের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে পারেন, অতএব, যিনি বিজিগীষুর মিত্র-স্থানীয়)। এই পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচজন ও পশ্চাদ্বর্ত্তী চারিজন রাজাকে ও নিজকে গণনা করিয়া বিজিগীষু দশরাজমণ্ডল গঠন করেন। যে রাজার অবস্থান বিজিগীষু ও অরির বিদিগ্‌প্রদেশে বর্ত্তমান, এবং যিনি উভয়েরই ভূম্যনন্তর হইয়া, তাঁহাদের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ-বিধানে সমর্থ, রাজমণ্ডলস্থ সেই রাজাকে 'মধ্যম' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। আবার, বিজিগীষু, অরি ও মধ্যম রাজার রাজ্য হইতে বহির্দেশে অবস্থিত ও অধিকতর বলবান্ যে রাজা সব-রাজার নিগ্রহ ও অনুগ্রহবিধানে সমর্থ, তাঁহার নাম 'উদাসীন'। এইভাবে রাজনামক প্রকৃতি দ্বাদশমণ্ডলাত্মক হইয়া থাকে।

এই অধ্যায়ে রাজাদিগের তিনটি 'শক্তি' ও তিনটি 'সিদ্ধি'রও উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। এই শক্তিত্রয়ের নাম—(১) 'মন্ত্রশক্তি' (মন্ত্রিবর্গের সাহায্যে রাজার বুদ্ধিবল), (২) 'প্রভুশক্তি' (রাজার কোষ ও দণ্ডজনিত বল), ও (৩) 'উৎসাহশক্তি' (রাজার নিজের বিক্রমবল)। সেইরূপ সিদ্ধিত্রয়ের নাম—(১) 'মন্ত্রসিদ্ধি' (যে সিদ্ধি মন্ত্রশক্তি দ্বারা সাধ্য), (২) 'প্রভুসিদ্ধি' (যে সিদ্ধি প্রভুশক্তি দ্বারা সাধ্য), ও (৩) 'উৎসাহসিদ্ধি' (যে সিদ্ধি উৎসাহ-শক্তি দ্বারা সাধ্য)। উক্ত শক্তিত্রয়ের বলে, শত্রুর অপেক্ষায় অধিকতর উপচিত রাজাকে 'জ্যায়ান্' (শ্রেষ্ঠ), অধিকতর অপচিত রাজাকে 'হীন' এবং শত্রুর সহিত তুল্য-শক্তি রাজাকে

'সম' বলা হইয়া থাকে। বিজিগীষু রাজা সর্ব্বদাই নিজের জন্য এই ত্রিশক্তি ও ত্রিসিদ্ধি সংবর্দ্ধিত অবস্থায় রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

ষাড্‌গুণ্যের যথাযথ প্রয়োগ

পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণে সন্ধি প্রভৃতি ছয়টি গুণ এবং 'বৃদ্ধি', 'স্থান' ও 'ক্ষয়'-রূপ তিনটি ফলের বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া কৌটিল্য ষাড্‌গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে কূটনীতিক্ষেত্রে সেই ছয় গুণের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সুবিবেচনা-সহকারে এই ছয় গুণের প্রয়োগদ্বারা কেমন করিয়া প্রত্যেক রাজা নিজের বৃদ্ধির অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই চলিবেন, তাহাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। কৌটিল্যের উপদেশ মানিতে হইলে, রাজাকে ক্ষয়ের অবস্থা হইতে স্থানের অবস্থায়, এবং স্থানের অবস্থা হইতে বৃদ্ধির অবস্থায় উপনীত হইতে যত্নবান্ হইতে হইবে। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে প্রত্যেক রাজাকে মানুষক্ষয়, অর্থব্যয়, অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও দূরবর্ত্তী রাজ্যে অভিযান, এবং নানাবিধ নৃশংস আচরণ প্রভৃতি অনেক-প্রকার ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই জন্য বিগ্রহের অবস্থা হইতে সন্ধি বা শান্তির অবস্থাকে প্রত্যেক রাজার অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে করা উচিত। ষাড্‌গুণ্যের মধ্যে যে কোন গুণবিশেষের প্রয়োগের পূর্ব্বে, বিজিগীষু রাজাকে সবিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে যে, তিনি নিজে অস্ত্রশস্ত্র, ধন-দৌলত ও পদমর্য্যাদা প্রভৃতি বিষয়ে

শত্রুর অপেক্ষায় 'জ্যায়ান্' বা 'হীন', অথবা, শত্রুর 'সম' আছেন। যদি তিনি নিজেকে 'হীন' মনে করেন, তাহা হইলে তিনি আত্মামিষ, পরিক্রয়, সুবর্ণসন্ধি প্রভৃতি নামে পরিচিত 'হীনসন্ধি' অবলম্বন করিবেন। তৎপর কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বিজিগীষু রাজার পক্ষে শত্রুর সহিত বিগ্রহে প্রবেশ, বা সন্ধি অবলম্বনের জন্য 'আসন' ও 'যান'-নামক গুণদ্বয়ের বিষয় বিস্তৃতভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। যখন বিজিগীষু বুঝিবেন যে, যাতব্য শত্রুকে একাকী সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করা কঠিন, তখন তিনি বিবেচনাপূর্ব্বক অধিকশক্তি, সমশক্তি ও হীনশক্তি মিত্ররাজগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, সেই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু, তিনি সমবায়ে যোগদানকারী মিত্রসমূহের, যুদ্ধে সহায়ার্থ তাঁহাদিগের প্রদত্ত সৈন্যের পরিমাণ ও যুদ্ধে তাঁহাদের নিজ প্রয়াসের ইয়ত্তা ও যুদ্ধে লুণ্ঠিতব্য ধনের পরিমাণ ও যুদ্ধে ব্যয়ার্থ অর্থপ্রক্ষেপ প্রভৃতির সম্যক্ বিচার করিয়া, তাঁহাদের সহিত লাভের অংশের বিভাগ বা নির্দ্দেশ করিয়া লইয়া, অভিযানে প্রবৃত্ত হইবেন। ষাড়্গুণ্য-প্রয়োগ-সম্বন্ধে অন্যান্য যে-সব প্রকরণ এই অধিকরণে উল্লিখিত ও পর্য্যালোচিত হইয়াছে তন্মধ্যে এ-স্থলে কয়েকটির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে, যথা— (১) যাতব্য বা সহজ শত্রুর বিরুদ্ধে বিজিগীষুর অভিযান, (২) নিজ প্রকৃতিবর্গের ক্ষয়, লোভ ও বিরাগের হেতু, (৩) সামবায়িক রাজগণের গুরু-লঘু-ভাব বিচার, (৪) সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ রাজার প্রযাণ, (৫) প্রকাশযুদ্ধ, কূটযুদ্ধ ও তূষ্ণীংযুদ্ধ,

(৬) দ্বৈধীভাবসম্বন্ধীয় সন্ধি ও বিক্রম, (৭) যাতব্য নরপতির প্রতি সামবায়িকদিগের ব্যবহার, (৮) অনুগ্রহের পাত্র মিত্রবিশেষগণ, (৯) মিত্রসন্ধি, হিরণ্যসন্ধি, ভূমিসন্ধি ও কর্ম্মসন্ধি, (১০) পার্ষ্ণিগ্রাহ-চিন্তা, (১১) হীনশক্তির পূরণ, (১২) প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া দুর্গপ্রবেশের হেতু, (১৩) দণ্ডোপনত রাজার বৃত্তি, (১৪) দণ্ডোপনায়ী রাজার বৃত্তি, (১৫) সন্ধিসর্ত্তে প্রবেশ, (১৬) সন্ধিমোক্ষ বা সন্ধিভঙ্গ, (১৭) মধ্যম নরপতির প্রতি বিজিগীষুর বৃত্তি, (১৮) উদাসীন নরপতির প্রতি বিজিগীষুর বৃত্তি ও (১৯) অন্যান্য নরপতির প্রতি বিজিগীষুর বৃত্তি। এই স্বল্পায়তন পুস্তিকায় কৌটিল্যের বর্ণিত ও পর্য্যালোচিত আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ ও ষাড়্গুণ্য-বিধিবিষয়ক সব মতবাদের আংশিক আলোচনাও সম্ভবপর নহে। সে যাহাই হউক, ইহা জানা অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক হইবে যে, কৌটিল্যের নিজ আচার্য্যের এইরূপ একটি মত ছিল যে, পার্ষ্ণিগ্রহণে ও যুদ্ধাভিযানে প্রবৃত্ত রাজদ্বয়ের মধ্যে যিনি মন্ত্রযুদ্ধ অবলম্বন করিবেন (অর্থাৎ প্রকাশযুদ্ধে অবতীর্ণ না হইয়া মন্ত্রদ্বারা সত্রী, রসদ, তীক্ষ্ণাদি গুপ্তচরদিগের প্রয়োগদ্বারা শত্রুনাশের চেষ্টা করিবেন), তাঁহারই লাভ ও উন্নতি হইবে। কারণ, ব্যায়াম-যুদ্ধে (অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিলে) উভয় পক্ষের অত্যন্ত লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় যুদ্ধে বিজয়ী রাজারও সেনাবল ও ধনবল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া তিনি পরাজিতপ্রায় হইয়া থাকেন। কিন্তু, কৌটিল্য এই মতের খণ্ডন করিতে যাইয়া

বলিয়াছেন যে, যত লোকক্ষয় ও ধনব্যয়ই হউক না কেন, ব্যায়ামযুদ্ধদ্বারাই শত্রুর বিনাশ সকলেরই অভিমত বলিয়া গৃহীত হওয়ার যোগ্য। ("পার্ষ্ণিগ্রহণাভিযানয়োস্তু মন্ত্রযুদ্ধাদভ্যুচ্চয়ঃ। ব্যায়ামযুদ্ধে হি ক্ষয়ব্যয়াভ্যামুভয়োরবৃদ্ধিঃ। জিত্বাপি হি ক্ষীণদণ্ডকোশঃ পরাজিতো ভবতীত্যাচার্য্যাঃ। নেতি কৌটিল্যঃ। সুমহতাপি ক্ষয়ব্যয়েন শত্রুবিনাশোঽভ্যুপগন্তব্যঃ") ।৭।১৩।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাজ্যের সাতটি প্রকৃতি বা অঙ্গের ব্যসন

পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে যে, অর্থশাস্ত্র-প্রণেতারা রাজ্যকে সপ্তাঙ্গ বা সপ্তপ্রকৃতিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজা ও অমাত্যাদি সাতটি প্রকৃতির ব্যসন উপস্থিত হইলে, রাজার পক্ষে করণীয় কি হইবে, ইহার নিরূপণ জন্য কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে ব্যসনাধিকারিক নামে অষ্টম অধিকরণের অবতারণা করিয়াছেন। ব্যসনশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল—যাহা মানুষকে শ্রেয়োমার্গ হইতে বিচ্যুত বা বিক্ষিপ্ত করে। শব্দটির প্রকৃষ্ট অর্থ হইবে বিপদ্ বা বিপত্তি। ইহার সাধারণ অর্থ দোষ। ইহার আরও একটি অর্থ হইল ভ্রংশ। সুতরাং 'প্রকৃতিব্যসন'-শব্দের অর্থ হইবে—রাজা, অমাত্য, জনপদ বা রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, দণ্ড বা বল

এবং মিত্র বা সুহৃৎ—এই সাতটি রাজ্যপ্রকৃতি বা রাজ্যাঙ্গের নানারূপ বিপদ্ ও দোষ।

বিজিগীষু রাজা নিজের ও নিজরাজ্যের এবং তদীয় শত্রুর ও শত্রুরাজ্যের ব্যসনসম্বন্ধে চিন্তা ও বিবেচনা করিবেন। কারণ, তাঁহার নিজের ও তাঁহার শত্রুর যুগপৎ ব্যসনসমূহ উপস্থিত হইলে, তখন তাঁহার পক্ষে শত্রুর প্রতি আক্রমণার্থ অভিযান, অথবা নিজের আত্মরক্ষা—এই দুইটির মধ্যে কোনটি সুকর, এই বিষয়ের মীমাংসার জন্যও ব্যসনবর্গের নিরূপণ আবশ্যক হইয়া থাকে। উক্ত সাতটি প্রকৃতির ব্যসনগুলির গুরু-লঘু-ভাবের বিচারের আলোচনায় কৌটিল্য ব্যসনগুলির ক্রম এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—স্বামিপ্রকৃতির ব্যসন, অমাত্যপ্রকৃতির ব্যসন জনপদপ্রকৃতির ব্যসন, দুর্গপ্রকৃতির ব্যসন, কোষপ্রকৃতির ব্যসন, দণ্ডপ্রকৃতির ব্যসন ও মিত্রপ্রকৃতির ব্যসন। এইরূপ ক্রমে নিবদ্ধ ব্যসনগুলির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটি পর পরটির অপেক্ষায় অধিকতর গুরু ও অনিষ্টবিধায়ক—নিজ আচার্য্যের এই মতবাদ কৌটিল্যের নিজেরও অভিপ্রেত ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং মিত্রব্যসন অপেক্ষায় দণ্ডব্যসন, দণ্ডব্যসন অপেক্ষায় কোষব্যসন, কোষব্যসন অপেক্ষায় দুর্গব্যসন, দুর্গব্যসন অপেক্ষায় জনপদব্যসন, জনপদব্যসন অপেক্ষায় অমাত্যব্যসন ও অমাত্যব্যসন অপেক্ষায় স্বামিব্যসন গুরুতর। রাজ্যের পক্ষে উক্ত সর্ব্বপ্রকার ব্যসনমধ্যে রাজব্যসনই হইল সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অহিতকর। কিন্তু, আচার্য্য ভারদ্বাজ (দ্রোণাচার্য্য) মনে করেন যে, স্বামিব্যসন

অপেক্ষায় অমাত্যব্যসন গুরুতর, অতএব অধিকতর ভীতিপ্রদ। এই মত পোষণের জন্য তাঁহার যুক্তি এইরূপ :—কার্য্যাকার্য্যের মন্ত্রণা ও ইহার ফলনির্দ্ধারণ, নিশ্চিত কার্য্যের অনুষ্ঠান, অর্থাদির আয় ও ব্যয়ের ব্যবস্থা, দণ্ডপ্রণয়ন (অপরাধের জন্য শাস্তি-বিধান অথবা, সেনার উত্থাপন ও ইহার যথাস্থানে স্থাপনাদি কার্য্য), শত্রু ও আটবিক প্রধানদিগের অত্যাচার-প্রতিষেধ, রাজ্যরক্ষা, সর্ব্বপ্রকার ব্যসনের প্রতীকার, কুমারগণের হস্ত হইতে রাজার আত্মরক্ষণ ও শ্রেষ্ঠ কুমারের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রভৃতি গুরু ও কঠিন কার্য্যসমূহ অমাত্যগণেরই আয়ত্ত। তাঁহাদের অভাবে তৎ-তৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান না-ও ঘটিতে পারে। তখন ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় রাজার কার্যপ্রবৃত্তি লুপ্ত হইতে পারে। অমাত্যগণের ব্যসন উপস্থিত হইলে, শত্রু-কর্তৃক উপজাপ-কার্য্যও (কুচক্র) সন্নিহিত হয়। অমাত্যগণের ব্যসনবৈগুণ্যবশতঃ রাজার নিজ প্রাণহানির আশঙ্কাও থাকে। এই প্রকার যুক্তির বলে পূর্ব্বাচার্য্য ভারদ্বাজ অমাত্যব্যসন অপেক্ষায় রাজব্যসনকে লঘুতর মনে করেন। কিন্তু, কৌটিল্য রাজ-ব্যসনকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যসন মনে করেন এবং ভারদ্বাজের মত খণ্ডনের জন্য তিনি বলেন যে, পুরোহিত প্রভৃতি অষ্টাদশ মহামাত্র ও অধ্যক্ষপ্রচারে উক্ত সর্ব্বপ্রকারের অধ্যক্ষগণ ও অন্যান্য উচ্চ-নীচ রাজপাদোপজীবিগণের ব্যবস্থাপন, পুরুষ-প্রকৃতির (অর্থাৎ রাজা ও তদীয় মিত্রবর্গের) ও দ্রব্য-প্রকৃতির (অর্থাৎ কোশ-সেনা প্রভৃতি রাজ্যাঙ্গের) ব্যসন-সময়ে তাহাদের

ব্যসন প্রতীকার ও উন্নতিবিধান রাজাই স্বয়ং করিয়া থাকেন। ব্যসনী অমাত্যাদির স্থলে অব্যসনী অমাত্যবর্গের নিয়োগও রাজাই করেন। পূজ্যজনের প্রতি সৎকার-প্রদর্শন ও দূষ্যজনের প্রতি নিগ্রহ-বিধান রাজাই করেন। তিনি নিজে রাজগুণ-সম্পদ্‌যুক্ত থাকিয়া অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গকেও নিজ নিজ গুণ-সম্পদে সম্পন্ন করিতে পারেন। রাজাই কূটস্বরূপ বা মূল-স্থানীয় থাকিয়া অন্যান্য প্রকৃতিকে শীলবিশিষ্ট ও উত্থানযুক্ত রাখেন। সুতরাং রাজব্যসনই অমাত্যব্যসন অপেক্ষায় গুরুতর ও অধিকতর অনিষ্টকারক।

আবার আচার্য্য বিশালাক্ষ মনে করেন যে, অমাত্যব্যসন অপেক্ষায় জনপদব্যসন গুরুতর ও অধিকতর ক্ষতিজনক। তাঁহার যুক্তি হইল এইরূপ :—কোশ, দণ্ড (সেনা), কুপ্য (তাম্রলৌহাদি দ্রব্যসমূহ), বিষ্টি (কর্ম্মকরগণ), বাহন (হস্ত্যশ্বাদি) ও নিচয়সমূহ (ধান্য তৈলাদি দ্রব্যের ভাণ্ডার)— এই সবই জনপদ হইতে উত্থিত হয়। কাজেই জনপদের বিপত্তিতে রাজ্যে উক্ত দ্রব্যসমূহের অভাব ঘটে। অতএব তাঁহার মতে রাজব্যসনের গুরুত্বের পরই জনপদব্যসনের গুরুত্ব অধিকতর, অমাত্যব্যসনের নহে। কিন্তু, কৌটিল্যের মতে জনপদের সর্ববিধ (কৃষি-সেতু প্রভৃতি) কার্য্যের নিষ্পত্তি, স্বজন ও শত্রুজন হইতে রক্ষাপূর্ব্বক ইহার যোগক্ষেমসাধন, ব্যসনের প্রতীকার, শূন্যস্থানে গ্রামাদির নিবেশন ও ইহাদের সমৃদ্ধিবর্দ্ধন এবং দণ্ডকরাদির সংগ্রহণদ্বারা উপকারবিধান—এই সবই অমাত্য-

প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং জনপদব্যসন অপেক্ষায় অমাত্যব্যসনই অধিকতর ভয়াবহ।

আবার, আচার্য্য পরাশরের মতাবলম্বীরা জনপদব্যসন অপেক্ষায় দুর্গব্যসনকে গুরুতর ও অধিকতর হানিজনক মনে করেন। কারণ, দুর্গ হইতেই কোশ ও দণ্ডের উৎপত্তি হয় এবং শত্রুর আক্রমণজনিত বিপদ উপস্থিত হইলে, জনপদবাসীরাও দুর্গেই আশ্রয় লইয়া থাকে। জনপদবাসীদিগের তুলনায় দুর্গবাসী ও নগরবাসীরাই অধিকতর শক্তিমান্ এবং তাহারাই আপদে রাজার নিত্যসহায়ক হয়। অনেক সময়ে জনপদবাসীরা শত্রুর অনুবর্ত্তন করে বলিয়া তাহারা শত্রুর মতই বিবেচ্য হওয়ার যোগ্য হয়। কিন্তু, কৌটিল্য স্বয়ং এইরূপ মত পোষণ করেন না। তাঁহার মতে দুর্গ, কোশ, দণ্ড, সেতু (পুষ্পফলাদির বাট) ও বার্ত্তা (অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন)—এই সমস্তের কার্য্য জনপদের উপরই নির্ভর করে। বিশেষতঃ জনপদবাসীদিগের মধ্যেই পরাক্রম, স্থৈর্য্য, কার্য্যদক্ষতা ও সংখ্যাবাহুল্য অধিকতরভাবে দৃষ্ট হয় এবং জনপদের ব্যসন উপস্থিত হইলে, পর্ব্বতদুর্গে ও জনদুর্গেও আশ্রয়লাভ দুষ্কর হইয়া পড়ে। সুতরাং দুর্গব্যসন অপেক্ষায় জনপদব্যসনই অধিকতর গুরুতর।

আবার আচার্য্য পিশুনের (নারদের) মতে দুর্গব্যসন অপেক্ষায় কোশব্যসন গুরুতর ও অধিকতর ভীতিপ্রদ। কারণ, দুর্গের সংস্কার ও রক্ষণ কোশসঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। কোশের সাহায্যে শত্রুরাজারও দুর্গস্থিত জনের মধ্যে উপজাপ বা ভেদ-

বীজবপন সম্ভবপর হয়। কোশের প্রভাবে জনপদ, মিত্র ও শত্রুর নিগ্রহ বিধান করা যায়, দূরদেশান্তরে অবস্থিত রাজা ও জনসমূহকে উৎসাহিত করা যায়, এবং সেনাবলের ব্যবস্থাও সুবিধাজনক হয়। কিন্তু, কৌটিল্য অন্যথা মনে করেন। নিজের মতবাদ পোষণার্থ তিনি এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, কোশ, দণ্ড, তীক্ষ্ণাদি গুপ্তচরগণের প্রয়োগদ্বারা গোপনযুদ্ধ, স্বপক্ষীয় রাজদ্রোহীদিগের নিগ্রহ, দণ্ডবলের উপযোগ, আসার নামক পৃষ্ঠবর্ত্তী সুহৃদ-রাজার সেনাসাহায্যের স্বীকার, পরচক্র ও আটবিকদিগের আক্রমণের নিবারণ—এই সব কার্য্য দুর্গের ও সুরক্ষিত দুর্গসম নগরের উপরই নির্ভর করে। পক্ষান্তরে দুর্গের অভাবে কোশ শত্রুর হস্তগতও হইতে পারে। ইহাও দেখা যায় যে, কোশের অভাবেও দৃঢ় দুর্গে অবস্থিত লোকের উচ্ছেদ করা শত্রুর পক্ষে কঠিন হয়। কাজেই কোশব্যসন অপেক্ষায় দুর্গব্যসনই গুরুতর।

আবার আচার্য্য কৌণপদন্তের (ভীষ্মের) মতে কোশব্যসন অপেক্ষায় দণ্ডব্যসন (সেনা-বিপত্তি) গুরুতর ও অধিকতর অনর্থোৎপাদক হইয়া থাকে। কারণ, মিত্র ও অমিত্রের নিগ্রহ, শত্রুসেনাকে স্বায়ত্ত করার জন্য প্রোৎসাহন, নিজ সেনাকে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান ও বিগ্রহ চালাইতে প্রবর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্যের মূলে থাকে রাজার দণ্ড বা সেনাবল। দণ্ডের অভাবে কোশের বিনাশও ধ্রুব। সেনাবলেই কোশ সংগৃহীত হইতে পারে। রাজার আসন্নবর্ত্তী থাকে বলিয়া দণ্ড বা সেনা অমাত্যসমানধর্ম্মা বলিয়াও

অবধার্য্য হওয়ার যোগ্য। কিন্তু, কৌটিল্য এই মত যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন না। তিনি মনে করেন যে, দণ্ডের বা সেনার স্থিতি কোশের উপর নির্ভর করে। কোশের অভাবে দণ্ড পর-হস্তগতও হইতে পারে, এবং কোশাভাবে দণ্ড রাজাকেও হত্যা করিতে পারে। কোশদ্বারা ধর্ম্ম ও কামও সম্পাদিত হয়। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য-প্রকৃতির কার্য্যনির্ব্বাহক বলিয়া কোশের ব্যসনই দণ্ডব্যসনের অপেক্ষায় অধিকতর অনিষ্টকারক হয়।

আবার, আচার্য্য বাতব্যাধির (উদ্ধবের) মতে দণ্ডব্যসন অপেক্ষায় মিত্রব্যসন গুরুতর ও অধিকতর হানিবিধায়ক। কারণ, মিত্র রাজা বিজিগীষু রাজার বেতনদ্বারা ভৃত না হইয়াও এবং তাঁহার নিকটে অবস্থিত না থাকিয়াও তাঁহারই কার্য্য সম্পাদন করেন। মিত্র নরপতি বিজিগীষুর পার্ষ্ণিগ্রাহ-নামক শত্রুর ও পর্ষ্ণিগ্রাহের মিত্রভূত পার্ষ্ণিগ্রাহাসার-নামক রাজার এবং তদীয় অমিত্র ও আটবিক প্রধানদিগের প্রতীকার করিয়া থাকেন। কিঞ্চ, মিত্র নরপতি বিজিগীষুর ব্যসনের অবস্থায় নিজের কোশ, সেনা ও ভূমি প্রদান করিয়া তাঁহার উপকার সাধন করেন। কিন্তু, কৌটিল্যের মতে এইরূপ মতবাদ সঙ্গত বিবেচিত হয় না। তিনি মনে করেন যে, কোন বিজিগীষু রাজার উত্তম দণ্ড বা সেনা থাকিলে, তদীয় মিত্র সর্ব্বদাই মিত্র-ভাবাপন্নই থাকেন, এমন কি, সেই সেনার বলের কথা স্মরণ করিয়া তদীয় অমিত্রও মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে। শত্রুর বিরুদ্ধে শীঘ্র অভিযানের প্রয়োজন অনুভূত হইলে, এবং অমিত্র,

আটবিক ও আভ্যন্তর প্রকৃতির (অমাত্যাদির) কোপ-বিকার দেখা দিলে, মিত্র দূরস্থিত বলিয়া বিজিগীষুর উপকারে শীঘ্র আসিতে পারেন না। আরও দেখা যায় যে, বিজিগীষু ও তাঁহার শত্রুর মধ্যে যুগপৎ ব্যসন উপস্থিত হইলে, অথবা সেই শত্রুর সমৃদ্ধির উদয় হইলে, মিত্র তখন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সুতরাং মিত্রব্যসন কখই দণ্ডব্যসনের অপেক্ষায় গুরুতর হইতে পারে না।

ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, যে-স্থলে একটি প্রকৃতির বা রাজ্যাঙ্গের ব্যসন উপস্থিত হইলে অবশিষ্ট প্রকৃতিগুলির নাশ ঘটে, সে-স্থলে—কোন প্রধান প্রকৃতিরই হউক, অথবা কোন অপ্রধান প্রকৃতিরই হউক—সেই ব্যসন অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে।

উক্ত সাতটি প্রকৃতিকে মোটামুটি হিসাবে 'রাজপ্রকৃতি' ও 'রাজ্যপ্রকৃতি'—এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, এই অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৌটিল্য ইহাদের ব্যসনের অবান্তর-ভেদ-সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'রাজপ্রকৃতি' বলিতে আমরা বিজিগীষু রাজা ও তদীয় মিত্রপ্রকৃতিকে বুঝিব, এবং 'রাজ্য-প্রকৃতি' শব্দদ্বারা অমাত্যাদি দ্রব্যপ্রকৃতির সমষ্টিকে বুঝিব। এই রাজ্যপ্রকৃতি-সমষ্টির ব্যসন হইতে রাজার খুব বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। রাজার অমাত্যাদি হইতে 'আভ্যন্তর' কোপ ও তাঁহার শত্রু হইতে 'বাহ্য' কোপ সমুত্থিত হইতে পারে। তন্মধ্যে আভ্যন্তর কোপই বাহ্য কোপ অপেক্ষায় অধিকতর ভয়াবহ।

গৃহের মধ্যস্থিত সর্পের মত আভ্যন্তর কোপ সর্ব্বদাই ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। আবার, রাজসন্নিধানে অবস্থিত প্রধান অমাত্যের কোপই অন্যান্য অমাত্য হইতে উত্থিত কোপ অপেক্ষায় গুরুতর। এই কোপের প্রশমন জন্য রাজাকে কোশশক্তি ও দণ্ডশক্তি স্বায়ত্ত রাখিতে হয় ("অহিভয়াদভ্যন্তরঃ কোপো বাহ্যকোপাৎ পাপীয়ান্। অন্তরমাত্যকোপশ্চান্তঃকোপাৎ। তস্মাৎ কোশদণ্ডশক্তিমাত্মসংস্থাং কুর্ব্বীত" ।৮।২)।

'দ্বৈরাজ্য' (অর্থাৎ দুইটি রাজার আয়ত্ত রাজ্য) ও 'বৈরাজ্য' (অর্থাৎ পূর্ব্বরাজহীন রাজ্য)—এই উভয় রাজ্যমধ্যে, কৌটিল্যের নিজ আচার্য্যের মতে দ্বৈরাজ্য বৈরাজ্য অপেক্ষায় অধিকতর অনিষ্টকারক। কারণ, দ্বৈরাজ্যে উভয় রাজার মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইহা পরে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু, বৈরাজ্য প্রজাবর্গের চিত্তরঞ্জনের অপেক্ষা রাখে। এই বিষয়ে কৌটিল্য স্বয়ং বিপরীত-মতাবলম্বী। তিনি মনে করেন যে, পিতা ও পুত্রের মধ্যে, কিংবা দুইটি ভ্রাতার মধ্যে বিরোধের উৎপত্তিবশতঃ দ্বৈরাজ্য সৃষ্ট হয়, কিন্তু, ইহা সমান-যোগক্ষেম-বিশিষ্ট থাকিয়া অমাত্যবর্গকে অনুগৃহীত ও তুষ্ট রাখিতে পারে। বৈরাজ্যে বিজয়ী রাজা, জীবন্ত শত্রু হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া, 'ইহাত আমার নিজস্ব রাজ্য নহে'—এইরূপ মনে করিয়া, দণ্ডকরাদির উৎপীড়নদ্বারা প্রজাবর্গের কষ্ট উৎপাদন করেন, অথবা অন্য কোন স্থানে রাজ্যটি সরাইয়া নেন, অথবা অন্য কোনও রাজার নিকট বিজিত রাজ্য বিক্রয় করেন, অথবা

তাঁহার নিজের প্রতি ইহার প্রজাবর্গের বিরাগভাব লক্ষ্য করিয়া সেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলাইয়া যান। সুতরাং কৌটিল্যের মতে বৈরাজ্যই দ্বৈরাজ্য অপেক্ষায় অধিকতর অনিষ্টবিধায়ক।

কৌটিল্যের নিজ আচার্য্যের আরও একটি মতবাদ কৌটিল্য খণ্ডন করিয়া লিখিয়াছেন যে, 'অন্ধ' (অর্থাৎ অনধীতশাস্ত্র) ও 'চলিতশাস্ত্র' (অর্থাৎ অধীতশাস্ত্র হইয়াও শাস্ত্রানুরূপ অনুষ্ঠান-বিহীন) রাজার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর রাজা অপেক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজাই রাজ্যের অধিকতর অনর্থ ঘটাইতে পারেন; এবং 'ব্যাধিগ্রস্ত' ও 'নব' রাজার মধ্যে নব রাজাই অধিকতর অনর্থ-বিধায়ক, কারণ, নূতন রাজা অমাত্যদিগের উপদেশ না-ও মানিতে পারেন; কিন্তু, ব্যাধিত রাজা অমাত্যদিগের পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত শাসন-বিধি সব মানিয়া চলেন। আবার 'অভিজাত' (উচ্চকুলসম্ভূত) ও 'অনভিজাত' (নীচকুলসম্ভূত) রাজার মধ্যে কৌটিল্য প্রথমটিকেই বেশী অনিষ্টকারক মনে করেন, যে-হেতু রাজার আভিজাত্যগুণ স্মরণ করিয়া অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গ তদীয় উপজাপাদির বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়া রাজ্যের অনিষ্ট ঘটাইতে পারেন। তাঁহার যুক্তি হইল এই যে, ঐশ্বর্য্যের স্বভাবই হইল আভিজাত্যের অনুবর্ত্তন করা, সুতরাং ইহাই মহত্তর ব্যসনবিশেষ ("জাত্যমৈশ্বর্য্যপ্রকৃতিরনুবর্ত্ততে" ।৮।২)।

কামজ ও কোপজ ব্যসন

অশিক্ষা ও কুশিক্ষার ফলে সাধারণ জনগণের যেমন 'কামজ' ও 'কোপজ' ব্যসন দেখা দেয়, তেমন এই দুই প্রকার ব্যসনে রাজাও আসক্ত হইতে পারেন। কাজেই তাহা হইতে রাজাকে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার জন্যও অর্থশাস্ত্রপ্রণেতা উপদেশ করিয়াছেন। এই অধিকরণের তৃতীয় অধ্যায়ে কৌটিল্য কামজ-ব্যসনবর্গে মৃগয়া, দ্যূত (জুয়াখেলা), স্ত্রী ও পান, এবং কোপজ-ব্যসনবর্গে বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য ও অর্থদূষণ অন্তর্ভুক্ত করিয়া, এই ব্যসনগুলির গুরুলঘুভাবের বিচার-বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্য ভারদ্বাজ, পারাশরগণ, বিশালাক্ষ, পিশুন, কৌণপদন্ত ও বাত-ব্যাধির মত খণ্ডন করিয়া স্বমতের প্রতিষ্ঠাকল্পে অধ্যায়ান্তে লিখিয়াছেন যে, "কাম ও কোপ—এই উভয় ব্যসনই অসজ্জনের প্রতি সৎকার ও সজ্জনের প্রতি নিগ্রহের হেতু হইয়া উঠে। সুতরাং দোষের বাহুল্যবশতঃ এই উভয়ই সর্ব্বথা বড় ব্যসনরূপে পরিগণিত হয়। অতএব, ধীরস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় রাজা বৃদ্ধসেবা (জ্ঞান-বৃদ্ধদিগের প্রতি সেবা-পরায়ণ) হইয়া ব্যসনজনিত দুঃখের উৎপাদক ও মূলচ্ছেদকারী কাম ও কোপ পরিহার করিবেন" ("অসতাং প্রগ্রহঃ কামঃ কোপশ্চাবগ্রহঃ সতাম্। ব্যসনং দোষ-বাহুল্যাদত্যন্তমুভয়ং মতম্॥ তস্মাৎ কোপং চ কামং চ ব্যসনা-রম্ভমাত্মবান্। পরিত্যজেন্মূলহরং বৃদ্ধসেবী জিতেন্দ্রিয়ঃ" ॥ ৮।৩)।

এই অধিকরণের চতুর্থ অধ্যায়ে কৌটিল্য পীড়নবর্গ, স্তম্ভনবর্গ ও কোশসঙ্গবর্গ নাম দিয়া তিনটি প্রকরণের আলোচনা

করিয়াছেন। পীড়নবর্গে তিনি 'দৈব' ও 'মানুষ'-ভেদে দুইপ্রকার পীড়নের বিচার করিয়াছেন। অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মরকরূপ দৈব পীড়নগুলির গুরুলঘুভাবের বিচার-প্রসঙ্গেও তিনি স্বগুরুর মত খণ্ডন করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মানুষ-পীড়নের মধ্যে একপ্রকার সামাজিক কষ্টের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—'ক্ষুদ্রকক্ষয়' অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মকর্ত্তাদিগের ক্ষয় বা নাশ ও 'মুখ্যক্ষয়' অর্থাৎ বড় বড় কর্ম্ম-কারয়িতাদিগের ক্ষয়—এই উভয় ক্ষয় মধ্যে স্বগুরুর মত অগ্রাহ্য করিয়া কৌটিল্য লিখিয়াছেন যে, ক্ষুদ্রকক্ষয়ের অপেক্ষায় মুখ্যক্ষয় অধিকতর হানিবিধায়ক; কারণ, সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে একজন ব্যক্তি মুখ্য হইলেও হইতে পারেন, না-ও হইতে পারেন। বল ও প্রজ্ঞার আধিক্যবশতঃ তিনি ক্ষুদ্রকগণেরও আশ্রয়স্বরূপ হইয়া থাকেন ("সহস্রেষু হি মুখ্যো ভবত্যেকো ন বা সত্ত্বপ্রজ্ঞাধিক্যাদাশ্রয়ত্বাৎ ক্ষুদ্রকাণামিতি"। ৮।৪)। অন্যান্য মানুষ-পীড়নের মধ্যে স্বচক্রপীড়ন ও পরচক্রপীড়ন, অন্যান্য প্রকৃতি-বিবাদ ও রাজবিবাদ, সন্নিধাতৃপীড়া ও সমাহর্ত্তৃপীড়া, প্রতিরোধক-পীড়া ও আটবিকপীড়া প্রভৃতি কয়েকটির নামোল্লেখমাত্র এখানে করা হইল। পীড়নগুলির বিচার-প্রসঙ্গে কৌটিল্য সমাহর্ত্তার রাজস্ব সংগ্রহবিষয়ে একটি দোষের কথা এইরূপ বলিয়াছেন যে, তিনি কখন প্রথমতঃ নিজের জন্য (উৎকোচাদিরূপে) অর্থের যোগাড় করিয়া, পরে রাজার্থ সংগ্রহ করেন, কিংবা রাজস্ব নিজেই অপহরণ করেন এবং রাজকররূপে পরস্বগ্রহণবিষয়ে স্বেচ্ছায় কার্য্য করিয়া থাকেন

("সমাহর্ত্তা তু পূর্ব্বমর্থমাত্মনঃ কৃত্বা পশ্চাদ্ রাজার্থং করোতি, প্রণাশয়তি বা, পরস্বাদানে চ স্বপ্রত্যয়শ্চরতীতি"। ৮।৪)।

'স্তম্ভ' বা রাজার্থের উপরোধ দুই প্রকারের হইতে পারে—রাষ্ট্রের মুখ্য কর্ম্মচারিগণদ্বারা উৎপাদিত আভ্যন্তর স্তম্ভ এবং মিত্র রাজা ও আটবিকগণদ্বারা উৎপাদিত বাহ্যস্তম্ভ। 'কোষসঙ্গ' শব্দটির অর্থ এই—উক্তরূপ স্তম্ভদ্বয় ও উল্লিখিত নানাবিধ পীড়নবশতঃ রাজকোশে করাদির অপ্রদান বা অপ্রবেশ। রাজ্যের সমৃদ্ধির আশায় রাজা উক্ত পীড়নগুলির নিবারণ এবং স্তম্ভ ও কোষসঙ্গের নাশ-বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নপর থাকিবেন।

এই ব্যসনাধিকারিক-নামক অধিকরণে কৌটিল্য বল বা সৈন্যের ব্যসনবর্গ ও মিত্রের ব্যসনবর্গেরও নিরূপণ ও প্রতীকারের কথা সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। সৈনিক পুরুষেরা কোনও কারণে রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে তাহাদের অসন্তোষের প্রতীকার না করা হইলে, রাজা যুদ্ধাদির সময়ে তাহাদিগের নিকট হইতে পূর্ণমাত্রায় বা একবারেই সাহায্য না-ও পাইতে পারেন, অথবা তাহারা শত্রুর করতলগত হইয়াও পড়িতে পারে। সেইরূপ মিত্রব্যসনেও রাজাকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—কোন্ কোন্ মিত্র 'দুঃসাধ্য' অর্থাৎ অতিকষ্টে বশীভূত হওয়ার যোগ্য এবং কোন্ কোন্ মিত্র 'সুসাধ্য' অর্থাৎ বিকারগ্রস্ত হইলেও বিজিগীষুর চেষ্টাতে প্রকৃতিস্থ হওয়ার যোগ্য। রাজা কখনও মিত্রভঙ্গজনক দোষ উৎপাদন করিবেন না, এবং তেমন দোষ উৎপন্ন হইলেও সান্ত্বাদি উপায়দ্বারা ইহার উপশম ঘটাইবেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শত্রুর প্রতি বিজিগীষুর অভিযান

বিজিগীষু রাজা কিরূপ অবস্থায় শত্রুর প্রতি অভিযানে অগ্রসর হইবেন সে-বিষয়ের আলোচনার জন্য অর্থশাস্ত্রে 'অভিযাস্যৎ'-কর্ম্ম-নামক নবম অধিকরণের অবতারণা করা হইয়াছে। ইহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বিজিগীষু প্রথমতঃ নিজের ও তাঁহার শত্রুর বলাবল পরীক্ষা করিবেন। তিনি উভয়ের শক্তিত্রয় (মন্ত্রশক্তি, প্রভুশক্তি ও উৎসাহশক্তি), (সম-বিষমস্থানাদিরূপ) দেশ, (শীতগ্রীষ্মাদি) কাল, যাত্রাকাল (অর্থাৎ অভিযানের উপযোগী সময়), বল-সমুত্থানকাল (অর্থাৎ নিজ সেনাতে যোদ্ধৃপুরুষগণকে ভর্ত্তি করিয়া তাহাদের উপযুক্ত কার্য্যে তাহাদিগকে বিনিয়োগ করার সময়), পশ্চাৎ-কোপ (অভিযানসময়ে পশ্চাৎ হইতে পার্ষ্ণিগ্রাহাদির আক্রমণ ও উপদ্রব), (বাহন ও কর্ম্মকরদিগের) ক্ষয়, (অর্থাদির) ব্যয়, (অভিযানের ফলসিদ্ধিরূপ) লাভ ও (বাহ্য ও আভ্যন্তর) আপদের চিন্তা, অভিযান আরম্ভ করার পূর্ব্বেই স্থিরভাবে করিবেন। এই সব বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া, বিজিগীষু যদি মনে করেন যে তিনি নিজে শত্রুর অপেক্ষায় বলবত্তর, তাহা হইলেই তিনি অভিযানে প্রবৃত্ত হইবেন। অন্যথা তিনি 'আসন' পরিগ্রহ করিয়া চুপচাপ স্বরাজ্যেই অবস্থান করিবেন। এই

প্রসঙ্গে কৌটিল্য উক্ত শক্তিত্রয়-প্রভৃতির পর্য্যালোচনায় পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মতবাদ বিচার করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই অধিকরণে তিনি বিজিগীষুর যাত্রাকাল-নির্ণয়বিষয়ে খাদ্যসামগ্রী, দুর্গসংস্থান, তৃণ, কাষ্ঠ, জলাদির প্রাচুর্য্যাপ্রাচুর্য্য-সম্বন্ধে বিচারের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এই সব বিষয়ে যদি তাঁহার নিজের অধিকতর লাভের ও শত্রুর অধিকতর ক্ষয়ের সম্ভাবনা অনুভব করা যায়, তবেই তিনি অগ্রহায়ণ, চৈত্র বা জ্যৈষ্ঠমাসে অভিযানে অগ্রসর হইবেন। ইহাতে বিজিগীষুর মৌলবল (মূল বা রাজধানীভব পিতৃপৈতামহ সেনা), ভৃতকবল (বেতনভোগী ভাড়াটিয়া সৈনিক পুরুষ), শ্রেণীবল (জনপদের নানাবিধ শ্রেণীতে বা সংঘে ভুক্ত থাকিয়াও আয়ুধধারী পুরুষ), মিত্রবল (মিত্ররাজের প্রদত্ত সেনা), অমিত্রবল (শত্রুর সেনা) ও অটবীবল (আটবিক মুখ্যদিগের সেনা)—এই ছয় প্রকার সেনার সমুত্থান-বিষয়ও বিবেচিত ও পর্য্যালোচিত হইয়াছে।

এই অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেনা-সন্নাহ-সম্বন্ধে কৌটিল্য একটি কৌতুকোদ্দীপক মতবাদের উল্লেখ করিয়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের লোক হইতে সৈন্য উত্থাপনের তুলনামূলক একটি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার নিজ গুরু এইরূপ মতবাদ পোষণ করিতেন যে, তেজঃপ্রাধান্যবশতঃ উক্ত চরি জাতি হইতে উত্থাপিত সৈন্য মধ্যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৈন্য পর পরটির অপেক্ষায় অধিকতর শ্রেয়স্কর। কিন্তু, কৌটিল্য

স্বয়ং এই মত যুক্তিযুক্ত মনে করেন না; কারণ, তাঁহার মতে শত্রুপক্ষের লোকেরা প্রণিপাতদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণসেনাকে নিজের অধীন করিতে পারে। পরন্তু, প্রহরণবিদ্যায় সুশিক্ষিত ক্ষত্রিয়সেনাই সর্ব্বোত্তম। তিনি আরও মনে করেন—বরং বৈশ্যসেনা ও শূদ্রসেনা অধিকতর কার্য্যপটু হইতে পারে, যদি তন্মধ্যে অধিক সংখ্যায় সারসমন্বিত প্রবীর পুরুষ বিদ্যমান থাকে ("প্রণিপাতেন ব্রাহ্মণবলং পরোঽভিহারয়েৎ। প্রহরণবিদ্যাবিনীতং তু ক্ষত্রিয়বলং শ্রেয়ঃ, বহুলসারং বা বৈশ্যশূদ্রবলমিতি"। ৯।২)। প্রসঙ্গক্রমে এই অর্থশাস্ত্রে হস্তি-সেনা, রথ-সেনা, অশ্ব-সেনা ও পদাতি-সেনার ও তাহাদিগের যুদ্ধে ব্যবহর্ত্তব্য যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র-শস্ত্র-সমূহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বিজিগীষু রাজা পশ্চাৎ-কোপচিন্তা এবং বাহ্য ও অভ্যন্তর প্রকৃতির কোপ-প্রতীকারের নিরূপণ অবশ্যই করিবেন। অভ্যন্তর কোপ রাজার মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি ও যুবরাজ হইতে সম্ভাবিত হইতে পারে; এবং বাহ্যকোপ রাষ্ট্রমুখ্য বা রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিগণ, অন্তপাল, অটবীপাল ও দণ্ডোপনত রাজগণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। অভিযানের পূর্ব্বে বিজিগীষু অভিযান হইতে লব্ধ হইতে পারে, এমন নানাবিধ লাভের বিষয় সতর্কভাবে বিবেচনা করিবেন। কিন্তু, কৌটিল্যের মতে, বিজিগীষু রাজা লাভের বিঘ্নকারী বিষয়গুলিও অবশ্য ভাবিয়া দেখিবেন। নিম্নলিখিত দোষগুলিকে কৌটিল্য 'লাভ-বিঘ্ন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দোষগুলি হইল এইরূপ:—কাম

বা স্ত্রীপ্রসক্তি, কোপ, সাধ্বস বা ত্রস্ততা, করুণা, লজ্জা, (ক্রূরতাদি) অনার্য্যভাব, মান বা অহঙ্কার, সানুক্রোশতা (তৃপ্তিবিধানার্থ মৃদুভাব), পরলোকের অপেক্ষা (অর্থাৎ পরলোকনাশক পাপের আশঙ্কা), দাম্ভিকতা, অত্যাশিত্ব (অন্যায়-পূর্ব্বক অত্যধিক লাভভক্ষণ), দৈন্য, অসূয়া, হস্তগত বস্তুর অবজ্ঞা, দুরাত্মতা (বিশ্বস্ত জনের প্রতি বিশ্বাসের অভাব), ভয়, শত্রুর অতিরস্কার, শীতোষ্ণ ও বর্ষার অসহনশীলতা ও (কার্য্যারম্ভে) শুভতিথি ও শুভনক্ষত্রের বিচারে তৎপরতা ("লাভবিঘ্নাঃ—কামঃ কোপঃ সাধ্বসং কারুণ্যং হ্রীঃ অনার্য্যভাবো মানঃ সানুক্রোশতা, পরলোকাপেক্ষা, দাম্ভিকত্বং অত্যাশিত্বং দৈন্যং অসূয়া হস্তগতাব-মানো দৌরাত্মিকমবিশ্বাসো ভয়ং, অনিকারঃ শীতোষ্ণবর্ষাণামক্ষম্যং মঙ্গলতিথিনক্ষত্রেষ্টিত্বমিতি"। ৯।৪)। তিনি সর্ব্বশেষোক্ত লাভ-বিঘ্নসম্বন্ধে একটি কর্কশ উক্তিও করিয়াছেন। উক্তিটি এইরূপ :— "নক্ষত্রসম্বন্ধে অতিমাত্র জিজ্ঞাসু অজ্ঞজনকে কার্য্যসিদ্ধি অতিক্রম করিয়া চলে। কারণ, কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে অর্থ বা প্রয়োজনই নক্ষত্র বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত; তারকাসমূহ এই বিষয়ে কি করিতে পারে" ("নক্ষত্রমতিপৃচ্ছন্তং বালমর্থোঽতিবর্ত্ততে। অর্থো হ্যর্থস্য নক্ষত্রং কিং করিষ্যন্তি তারকাঃ" ॥ ৯।৪)? রাজার অপনয় বা নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য হইতে রাজ্যে সর্ব্বপ্রকার বাহ্য ও অভ্যন্তর কোপ সমুত্থিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দূষ্যজন ও শত্রুপক্ষীয় লোকদিগের বধসাধনের নানাপ্রকার উপায়ের কথা এই অধিকরণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিচারিত হইয়াছে; এবং সপ্তম

অধ্যায়ে অন্যান্য নানাপ্রকার রাজনীতিবিষয়ক বিপদের কথা, এবং সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড—এই উপায়চতুষ্টয়ের প্রয়োগদ্বারা সেই বিপদগুলির প্রতিকারের কথা পর্য্যালোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে অগ্নি, জলপ্লাবন, ব্যাধি, মরক, রাষ্ট্র হইতে লোকের পলায়ন, দুর্ভিক্ষ ও আসুরী সৃষ্টি ও দৈবী আপদের উপশমের কথাও বর্ণিত হইয়াছে।

সংগ্রাম ও সংগ্রামার্থ সৈনিকদিগের প্রোৎসাহন

সাংগ্রামিক-নামক দশম অধিকরণে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার সব বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কৌটিল্য ইহাতে চলন্ত ও অচলন্ত স্কন্ধাবার বা সেনানিবাসের বর্ণনা করিয়াছেন। রাজার অনুপস্থিতিতে রাজশূন্য রাজধানীর রক্ষাকারী প্রধান পুরুষ (যাঁহাকে 'শূন্যপাল' আখ্যা দেওয়া হয় তিনি) বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন যে, নিজরাজ্যের সৈনিকদিগের মধ্যে যেন তখন পরস্পর-বিবাদ, সুরাপানাদি দোষ, সমাজ বা কৌতুকগোষ্ঠী ও দ্যূত বা জুয়াখেলা নিবারিত থাকে। তিনি বিশেষভাবে আরও দেখিবেন যেন তাহারা যাতায়াতের জন্য মুদ্রার বা ছাড়-পত্রের ব্যবহার রক্ষা করিয়া চলে। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রস্থিত রাজার অভিযান-সময়ে পথে নিজ সৈনিকদিগের বাধাবিঘ্ন ও ক্লেশ উপস্থিত হইলে তাহা হইতে, এবং পথে ব্যধি, মরক ও দুর্ভিক্ষের প্রপীড়ন উপস্থিত হইলে তাহা হইতে, এবং আরও

অন্যান্য ব্যসন উপস্থিত হইলে তাহা হইতে তাহাদিগকে বিজিগীষু রাজা রক্ষা করিবেন ; এবং সেইরূপ বিপাকে পতিত শত্রুর সৈনিকদিগের বধসাধন-বিষয়েও তিনি চিন্তা করিবেন। কৌটিল্য প্রয়োজন হইলে কূটযুদ্ধেরও অনুমোদন করিয়াছেন। বিজিগীষু রাজা যখন দেখিবেন যে, তাঁহার শক্তিশালী সৈন্যের সংখ্যা বেশী নহে, শত্রুর বিরুদ্ধে উপজাপের ব্যবস্থাও তিনি তেমন করিতে পারেন না এবং যুদ্ধের সময়টাও নিজের অনুকূল মনে করেন না, তখন তিনি প্রকাশযুদ্ধ অবলম্বন না করিয়া কূটযুদ্ধের আশ্রয় লইতে পারেন। সংগ্রাম উপস্থিত হইলে রাজা স্বয়ং সৈনিকদিগের মনে শক্তি ও উৎসাহ কেমন করিয়া বাড়াইবেন এবং কি প্রকারে নিজের মন্ত্রী ও পুরোহিত দ্বারা যোদ্ধৃপুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে পারেন—কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে তাহার একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিজিগীষু রাজা নিজের সংহত সেনাকে এইরূপ উৎসাহ-বাক্য বলিবেন—"আমিও আপনাদের সহিত তুল্যবেতনভোগী অর্থাৎ আমাদের উভয়েরই সমান অর্থাদিলাভ হইবে। যুদ্ধবিজিত রাজ্য আমি আপনাদের সহিত একত্র ভোগ করিব। আমি যে শত্রুকে নির্দ্দেশ করিয়া দিব, আপনারা তাহার প্রতি অভিঘাত চালাইবেন" ("তুল্যবেতনোঽস্মি, ভবদ্ভিঃ সহ ভোগ্যমিদং রাজ্যং, ময়াভিহিতঃ পরোঽভিহন্তব্যঃ"। ১০।৩)। যোদ্ধবর্গকে কি-ভাবে মন্ত্রী ও পুরোহিত দ্বারা রাজা উৎসাহিত করিবেন, তৎসম্বন্ধেও কৌটিল্য উপদেশ করিয়াছেন। মন্ত্রী ও পুরোহিত তাহাদিগকে এইরূপ

বাক্যদ্বারা উৎসাহিত করিবেন—"দক্ষিণাদিদ্বারা সুসমাপ্ত যজ্ঞের অবসানে এইরূপ ফলের কথা বেদসমূহে উক্ত আছে বলিয়া শ্রুত হয়, যথা—'(যুদ্ধে মরণের ফলে) শূরগণের যে (স্বর্গাদি) গতি হয়, (সমাপ্তযজ্ঞ) তোমারও সেই গতি হউক'। এই বাক্যের পরিপোষণার্থক (পূর্ব্বাচার্য্যগণকৃত) দুইটি শ্লোকও আছে, যথা—(১) 'অনেক যজ্ঞ, তপস্যা ও যজ্ঞীয় পাত্রচয়ন (অথবা, দান-প্রতিগ্রহকারী পাত্রের চয়ন) দ্বারা বিপ্রগণ স্বর্গার্থী হইয়া যে লোক বা যে অভীষ্টার্থ লাভ করেন, সুযুদ্ধে বা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া শূরগণ ক্ষণকালমধ্যে সেই সব লোক বা তাহা হইতেও উচ্চতর লোক ও অভীষ্টার্থ লাভ করিয়া থাকেন'; (২) 'জলদ্বারা পরিপূর্ণ, মন্ত্রদ্বারা সুসংস্কৃত ও দর্ভদ্বারা সংবীত বা বেষ্টিত নূতন শরাব (মৃৎপাত্র বিশেষ) সেই (যোদ্ধ-) পুরুষের প্রাপ্য হয় না এবং সেই পুরুষ নরকগামী হয়, যে-পুরুষ ভর্ত্তৃপিণ্ড ভোগ করিয়াও তাঁহার (ভর্ত্তার) জন্য যুদ্ধ করে না'" ("বেদেষ্বপ্যনুশ্রূয়তে সমাপ্তদক্ষিণানাং যজ্ঞানামবভৃথেষু—'সা তে গতির্যা শূরাণাম্' ইতি; অপীহ শ্লোকৌ ভবতঃ—'যান্ যজ্ঞসংঘৈস্তপসা চ বিপ্রাঃ স্বর্গৈষিণঃ পাত্রচয়ৈশ্চ যান্তি। ক্ষণেন তানপ্যতিযান্তি শূরাঃ প্রাণান্ সুযুদ্ধেষু পরিত্যজন্তঃ॥ নবং শরাবং সলিলস্য পূর্ণং সুসংস্কৃতং দর্ভকৃতোত্তরীয়ম্। তৎ তস্য মা ভূন্নরকং চ গচ্ছেৎ যো ভর্ত্তৃপিণ্ডস্য কৃতে ন যুদ্ধ্যেৎ'॥") অতএব, সৈনিকদিগের নিকট ইহাই নির্দ্দেশ ও প্রচার করিতে হইবে যে, রাজার্থে যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়া তাহাদের পক্ষে মহাপাপের কার্য্য। এই

অধিকরণে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলিও পর্য্যালোচিত হইয়াছে, যথা—(১) পদাতিক, অশ্ব, রথ ও হস্তিযুদ্ধের যোগ্য ভূমি, (২) এই চতুরঙ্গ সেনার কার্য্যনিরূপণ এবং (৩) পক্ষ, কক্ষ ও উরস্যের সেনাপরিমাণানুসারে ব্যূহরচনাবিভাগ।

প্রাচীন কালের যুদ্ধাভিযানের জন্য অস্ত্রশস্ত্রবিহীন বিষ্টি বা কর্ম্মকরগণেরও শ্রমসেবার প্রয়োজন অনুভূত হইত, ইহাও লক্ষ্য করার বিষয়। কৌটিল্য-কর্তৃক তাহাদের কর্ম্ম এই ভাবে গণিত হইয়াছে, যথা,—(১) শিবির, পথ, সেতু, কূপ ও তীর্থ (নদী ও জলাশয়ের ঘাট)-সমূহের শোধন করা অর্থাৎ সেগুলিকে ঠিক অবস্থায় রাখা; (২) যুদ্ধের ব্যবহারোপযোগী যন্ত্র, আয়ুধ, কবচ, অন্যান্য যুদ্ধোপকরণসামগ্রী এবং খাদ্যদ্রব্যাদি বহন করা; ও (৩) যুদ্ধভূমি হইতে পরিত্যক্ত আয়ুধ, কবচ ও (শত্রুর অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা) প্রতিবিদ্ধ যোদ্ধাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপনয়ন করা।

যুদ্ধে কূট উপায় ও নানাপ্রকার ছল ও চাতুরীর প্রয়োগবিষয়ে কৌটিল্য কোনপ্রকার বিবেকদংশন অনুভব করিতেন বলিয়া প্রতিভাত হয় না। কারণ, শত্রুর উদ্বেগ বাড়াইবার জন্য তিনি বিজিগীষুকে নিম্নবর্ণিত উপায়সমূহ অবলম্বন করিবার উপদেশ দিতে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করেন নাই। (যামদগ্ন্যাদি) যন্ত্রসমূহ, ঔপনিষদিক অধিকরণে উক্ত (বিষাদি) প্রয়োগ, বিষয়ান্তরে ব্যাসক্তচিত্ত লোকের উপর আঘাতকারী তীক্ষ্ণনামক গূঢ়পুরুষের ক্রূরকর্ম্ম, (রাজার) দৈবসাক্ষাৎকারের খ্যাপন, শত্রু ও দূষ্যগণের প্রকোপের উৎপাদন, স্কন্ধাবারে অগ্নিদান, শত্রু-

সেনার পক্ষে ও কক্ষে প্রহারপ্রদান, দূতবেশধারী ও গুপ্তচর দ্বারা শত্রুসেনার উপজাপ বা ভেদসাধন এবং 'তোমার দুর্গ দগ্ধ হইতেছে, তোমার দুর্গ অপহৃত হইতেছে, তোমার নিজকুলসম্ভূত পুরুষ দ্বারা কোপ উৎপাদিত হইতেছে, তোমার সামন্ত-শত্রু ও তোমার আটবিক তোমার বিরুদ্ধে উত্থিত হইতেছে'—এই প্রকার অসত্য উক্তিসমূহ, এবং আরও অন্যান্য কপট উপায় অবলম্বন করিয়া শত্রুকে উদ্বিগ্ন করিতে পারিলে বিজিগীষুর পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা হইতে পারে, ইহাই কৌটিল্যের মত। এই প্রসঙ্গে কৌটিল্য লিখিয়াছেন যে, ধনুর্ধারী পুরুষদ্বারা ক্ষিপ্ত বাণ কেবলমাত্র একজন পুরুষকে মারিতে পারে বা না-ও মারিতে পারে। কিন্তু, প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিদ্বারা প্রযুক্ত মতি বা বুদ্ধি গর্ভস্থিত প্রাণিসমূহকেও নষ্ট করিতে পারে ("একং হন্যান্ন বা হন্যাদিষুঃ ক্ষিপ্তা ধনুষ্মতা। প্রাজ্ঞেন তু মতিঃ ক্ষিপ্তা হন্যাদ্ গর্ভগতানপি" ॥১০।৬)। অতএব, কৌটিল্যের মতে যুদ্ধকর্ম্ম অপেক্ষায় বুদ্ধিশক্তি অধিক কার্যকারিণী হয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সংঘোপজীবীদিগের গণরাজ্য

সংঘবৃত্তনামক একাদশ অধিকরণে একটি মাত্র অধ্যায় সন্নিবেশিত আছে। এই অধ্যায়টির মূল্যবত্তা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের দিক হইতে অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ইহাতে কৌটিল্যের সময়ে বিদ্যমান কয়েকটি বার্ত্তোপজীবী (অর্থাৎ কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যোপজীবী) এবং শস্ত্রোপজীবী সংঘ বা শ্রেণীর ও কয়েকটি গণতান্ত্রিক রাজ্যের অস্তিত্বসম্বন্ধে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে কৌটিল্য এইরূপ একটি মতবাদ প্রচার করিয়াছেন যে, বিজিগীষুর পক্ষে উক্তরূপ সংঘগুলিকে সহায়করূপে পাওয়া গেলে, সেই লাভ অন্যান্য সৈন্যলাভ ও মিত্রলাভের অপেক্ষায় অধিকতর প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কারণ, সংহত বা একত্রীভাবে শক্তিসম্পন্ন হইয়া অবস্থিত সংঘসমূহ শত্রুগণেরও অধৃষ্য হয় ("সংঘা হি সংহতত্বাদধৃষ্যাঃ পরেষাম্"।১১।১)। কাজেই বিজিগীষু রাজা, নিজের অনুকূলচারী সংঘসমূহকে সাম ও দানের প্রয়োগ-দ্বারা স্বায়ত্ত রাখিবেন এবং প্রতিকূলচারী সংঘসমূহকে ভেদ ও দণ্ডের প্রয়োগদ্বারা নিজ শাসনে রাখিবেন। এইজন্য অর্থশাস্ত্র-প্রণেতা এই অধ্যায়ে বার্ত্তা ও শস্ত্রোপজীবী কাম্বোজ ও সুরাষ্ট্র দেশের ক্ষত্রিয় সংঘ এবং রাজনামধারী

লিচ্ছিবিক, ব্রজিক (বৃজিক), মল্লক, মদ্রক, কুকুর, কুরু ও পঞ্চাল প্রভৃতি সংঘোপজীবীদিগকে কি প্রকারে বিজিগীষু রাজা নিজের অনুগ্রহ ও নিগ্রহ প্রদর্শন করিবেন, তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

এই অধ্যায়ে ইহাও উপদিষ্ট হইয়াছে যে, বিজিগীষু রাজা সংঘমুখ্যগণের মধ্যে গূঢ়পুরুষদিগের নানাপ্রকার কূট উপায় দ্বারা সংঘভেদের বীজ বপন করিবেন। এইরূপ করিতে পারিলে তাঁহার বিরুদ্ধচারী সংঘগণের সংহতভাব ক্রমশঃ শিথিল ও অবশেষে একবারে বিনষ্ট হইতে পারে। নট-নর্ত্তক প্রভৃতির বেশধারী গূঢ়পুরুষেরা পরমরূপযৌবনবতী স্ত্রীলোক দ্বারা সংঘ-মুখ্যদিগকে উন্মাদিত করিবে, এমন কি, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত ব্যাপারে কলহ ও দ্বেষ উৎপাদন করিয়া কামুক ও প্রতিকামুক মুখ্যগণের হত্যাসাধন করিতেও তাহারা বিরত হইবে না। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের রচনাকালের নিরূপণ-সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে উল্লিখিত সংঘগুলির নাম প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শত্রুর অপেক্ষায় দুর্ব্বলতর বিজিগীষুর কর্ত্তব্য ও আচরণ

অর্থশাস্ত্রের দ্বাদশ অধিকরণটি একটি অদ্ভুত রচনা। ইহার নাম 'আবলীয়স'। বলীয়ান্ শত্রুর দ্বারা অভিযুক্ত বা আক্রান্ত হইলে অবলীয়ান্ বা দুর্ব্বলতর বিজিগীষুর কি করণীয় হইবে,

তাহা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণ দৃষ্টিতে বহুপ্রকার অবৈধ উপায় প্রয়োগ করিয়া কিভাবে গুপ্তচরগণদ্বারা অবলীয়ান্ বিজিগীষু বলীয়ান্ শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন সে-সব ভয়ানক উপায়-সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। নীতির দিক হইতে দেখিতে গেলে, এই উপায়গুলি অনেকের নিকট ততটা সমীচীন বোধ না-ও হইতে পারে। এই অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে কৌটিল্য পূর্ব্বাচার্য্য ভারদ্বাজ ও বিশালাক্ষের মত উদ্ধার করিয়া তৎখণ্ডনদ্বারা স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারদ্বাজের মতে বলবত্তর রাজার আক্রমণে অবলীয়ান্ রাজাকে বেতসের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বলীয়ানের নিকট নম্র হইতে হইবে ("বলীয়সাভিযুক্তো দুর্ব্বলঃ সর্ব্বত্রানুপ্রণতো বেতসধর্ম্মা তিষ্ঠেৎ" ।১২।১)। আচার্য্য বিশালাক্ষ এই মত পোষণ করিতেন যে, এমত অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার বলসমূহ দ্বারা দুর্ব্বল রাজা বলীয়ান্ রাজার সহিত যুদ্ধ করিবেন ; কারণ, পরাক্রমই সব আপদ নাশ করে এবং পরাক্রমপ্রদর্শনই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম ; যুদ্ধে জয় হউক, আর পরাজয় হউক, পরাক্রম প্রদর্শন করিতেই হইবে, শত্রুর চরণে পতন বিধেয় নহে ("সর্ব্বসন্দোহেন বলানাং যুদ্ধ্যেত, পরাক্রমো হি ব্যসনমুপহন্তি ; স্বধর্ম্মশ্চৈব ক্ষত্রিয়স্য ; যুদ্ধে জয়ঃ পরাজয়ো বা" ।১২।১)। কিন্তু, কৌটিল্য স্বয়ং এই উভয় মতই মানেন না। বলীয়ান্‌কর্ত্তৃক আক্রমণ ঘটিলে অবলীয়ান্ বিজিগীষু শত্রুর অপেক্ষায় অধিকতর-শক্তিসম্পন্ন অন্য কোন রাজাকে অথবা শত্রুর অপ্রধর্ষণীয় কোন দুর্গ, আশ্রয়

করিয়া অভিযোক্তা বা আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন—ইহাই তাঁহার স্বমত।

কৌটিল্যের মতে অভিযোক্তা বা আক্রমণকারী রাজা তিন প্রকারের হইতে পারেন, যথা—ধর্ম্মবিজয়ী, লোভবিজয়ী ও অসুরবিজয়ী। তন্মধ্যে যিনি শত্রুর আত্মসমর্পণে তুষ্ট হয়েন, তিনি ধর্ম্মবিজয়ী অভিযোক্তা। যিনি শত্রুর ভূমি ও দ্রব্যহরণ দ্বারা তুষ্ট হয়েন, তিনি লোভবিজয়ী অভিযোক্তা। আর যিনি শত্রুর ভূমি, দ্রব্য, পুত্র, স্ত্রী ও তাহার প্রাণহরণে তুষ্ট হয়েন, তিনি অসুরবিজয়ী অভিযোক্তা। এস্থলে মৌর্য্য নরপতি অশোকের ধর্ম্মবিজয়-সম্বন্ধে মনোভাবের বিষয় স্মরণ করা যাইতে পারে (অশোকের পাষাণে খোদিত ত্রয়োদশ অনুশাসন দ্রষ্টব্য)। কিন্তু অবলীয়ান্ রাজাকে সর্ব্বদাই বলীয়ান্ রাজার হস্ত হইতে নিজ প্রাণরক্ষার উপায় করিয়া লইতে হইবে।

এই অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মতিশক্তিদ্বারা কি প্রকারে শত্রুজয় সম্ভাবিত হইতে পারে তাহা বর্ণিত আছে। ইহার নাম মন্ত্রযুদ্ধ। বলীয়ান্ আক্রমণকারীর রাজধানীতে ও সেনানিবেশে কিভাবে অবলীয়ান্ বিজিগীষুদ্বারা নিযুক্ত গূঢ়পুরুষদিগের ক্রিয়াকলাপ-সাহায্যে সেখানে প্রকৃতিব্যসন ও অন্যান্য অন্তঃকোপ উৎপাদিত হইতে পারে ইহাতে তাহার বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। এইপ্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রের প্রথম অধিকরণের একবিংশ অধ্যায়ে, দশম অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে ও ত্রয়োদশ অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত গুপ্তচরগণের কূটপ্রয়োগগুলির

তুলনা করা যাইতে পারে। আক্রমণকারী বলীয়ান্ শত্রুর অমাত্যবর্গ, রাজকুমারগণ এবং সেনাবিভাগের উচ্চস্থ কর্ম্মচারী-দিগের প্রতি, আক্রান্ত অবলীয়ান্ রাজার গূঢ়পুরুষেরা কি প্রকারে প্রবঞ্চনামূলক কূট উপায় অবলম্বন করিবে তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ইহাতে আরও বর্ণিত আছে—আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে তাহার নিজ রাজমণ্ডলকে কিভাবে প্রোৎসাহিত করা যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে আক্রমণকারী রাজার সৈন্যবিভাগের কর্ম্ম-চারিগণের উপর বিজিগীষুর গূঢ়পুরুষগণের শস্ত্র, অগ্নি ও বিষের প্রয়োগ এবং তাঁহার ধান্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সুহৃদ্‌বল ও ইন্ধনাদি দ্রব্যের বিনাশসাধনের কথাও যথাযথভাবে উল্লিখিত আছে। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বলীয়ান্ শত্রু-রাজা যখন কোন দেবতার উৎসবে পূজা দেওয়ার জন্য দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিবেন, তখন তাঁহাকে অবলীয়ানের চক্রান্তে গূঢ়ভাবে কি প্রকারে হত্যা করা যাইতে পারে, সেই বিষয়টি পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। সপ্তম অধিকরণের পঞ্চদশ অধ্যায়ে দণ্ডোপনত নরপতির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত উপায়গুলি এই প্রসঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। বিষযুক্ত ধান্য, তৈলাদি স্নেহদ্রব্য, গুড়াদি ক্ষারবস্তু ও লবণের সাহায্যে, অভিযোক্তার রাজধানীতে মিত্রবেশধারী গূঢ়পুরুষ কিরূপে তাঁহার নিজের ও প্রজাবর্গের বিনাশ সাধন করিতে পারে, তাহাও সেখানে বর্ণিত হইয়াছে। একবিজয়-নামক প্রকরণে অবলীয়ান্ বিজিগীষু রাজা সৈন্যসাহায্য-ব্যতিরেকে একাকী যে সব ভয়াবহ, কপট

উপায় অবলম্বন করিয়া বলীয়ান্ শত্রুরাজাকে বধ করিতে পারেন, তাহাও ইহাতে সন্নিবেশিত আছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শত্রুর প্রতি উপজাপ

বিজিগীষু রাজা শত্রুর দেশ হস্তগত করিতে ইচ্ছুক হইয়া কিভাবে সেখানে উপজাপ বা ভেদনীতি অবলম্বন করিবেন এবং কি প্রকারে তিনি নিজের সর্ব্বজ্ঞতা-খ্যাপনদ্বারা ও দেবতার সহিত সাক্ষাৎকার-সংযোগদ্বারা নিজপক্ষের লোকদিগের মনে উৎসাহ সঞ্চার করিবেন এবং শত্রুপক্ষকে উদ্বিগ্ন করিবেন, সেই সব বিষয় কৌটিল্য দুর্গলম্ভোপায়-নামক ত্রয়োদশ অধিকরণে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ প্রবঞ্চনাময় সংবাদ তিনি গুপ্তচর ও প্রতিবেদকগণদ্বারা প্রচার করিয়া এবং প্রচ্ছন্নভাবে দেবতার প্রতিমার মধ্যে লুক্কায়িত গূঢ়পুরুষগণের সম্ভাষণ-দ্বারা প্রকাশ করিয়া সকলের মনে মোহ উৎপাদন করিবেন। নিজ পরিবার ও মন্ত্রিবর্গসহ শত্রুকে তাঁহার দুর্গাদি অপ্রধৃষ্য স্থান হইতে নানাপ্রকার প্রলোভনের উপায় দ্বারা বাহিরে আহ্বান করিয়া আনিবার জন্য বিজিগীষু কতপ্রকার কপট উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক শত্রুর হত্যাসাধন করিতে পারেন, সেইকথা বিস্তৃতভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটি উপায়ের কথা এস্থলে

উল্লিখিত হইতে পারে। মুণ্ডিতমস্তক বা জটাধারী কোন পর্ব্বত-গুহাবাসী তাপস-বেশধারী গূঢ়পুরুষ নগরান্তিকে অবস্থান করিয়া নিজ শিষ্যগণ দ্বারা প্রচার করিবেন যে, তিনি এক একশত বৎসর পূর্ণ হইলেই অগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক নূতন বালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া অমুকস্থানে এখন চতুর্থবারে অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন। এইরূপ সংবাদ বিজিগীষুর গুপ্তচরগণ দ্বারা প্রচারিত হইলে পর, এইরূপ আশ্চর্য্যকর ক্রিয়া-দর্শনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া যখন তাঁহার শক্ররাজা সসচিব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবেন, তখন তিনি তীক্ষ্ণাদি গূঢ়-পুরুষদ্বারা তাহার হত্যাসাধন করাইবেন। কি প্রকারে বিজিগীষু রাজা শক্রদুর্গের চতুষ্পার্শ্বে নিজ সেনা বসাইবেন ও নানা কৌশলে শক্রর দুর্গ অবরোধ করিয়া কপট উপায়ে ইহা আক্রমণ করিয়া স্বহস্তগত করিবেন, সে-সব বর্ণনা পরবর্ত্তী একটি অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত পাওয়া যায়। কৌটিল্যের মতে বিজিগীষু রাজার সর্ব্ব-পৃথিবী-বিজয়ের পক্ষে কি কি চেষ্টাক্রম প্রয়োজনীয়, তাহা এখানে উল্লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ বিজিগীষু অমিত্রের ভূমি দখল করিয়া মধ্যমরাজার ভূমি আত্মসাৎ করিতে ইচ্ছা করিবেন। তাহা করিতে পারিলে, তিনি পরে উদাসীন রাজার ভূমিও আত্মসাৎ করিতে লোভ করিবেন। ইহাই পৃথিবীজয়ের প্রথম মার্গ। মধ্যম ও উদাসীন রাজার অভাবে তিনি নিজ গুণাধিক্য দ্বারা শক্রর অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গকে নিজের অনুকূল করিয়া লইবেন। তৎপর তাহার কোষসৈন্য-প্রভৃতি অন্য প্রকৃতিগুলিও স্ববশে আনিবার চেষ্টা করিবেন। ইহাই পৃথিবী

বিজয়ের দ্বিতীয় মার্গ। দশরাজক মণ্ডলের অভাবে নিজের শত্রু দ্বারা শত্রুর মিত্রকে এবং নিজের মিত্রদ্বারা শত্রুকে উভয়পার্শ্ব হইতে সংপীড়িত করিয়া তাহাকে নিজ আনুকূল্যে আনিতে চেষ্টা করিবেন। পৃথিবী বিজয়ের ইহাই তৃতীয় মার্গ। অবশেষে নিজের পক্ষে শক্য বা সুজেয় কোন একটি সামন্তকে নিজের অনুকূল করিয়া লইবেন। এইভাবে তাঁহার বলে নিজে দ্বিগুণ-বলবিশিষ্ট হইয়া, দ্বিতীয় এক সামন্তকে হস্তগত করিবেন। আবার তাহার বলে নিজে ত্রিগুণবলবিশিষ্ট হইয়া তৃতীয় এক সামন্তকে নিজ বশে আনিতে চেষ্টা করিবেন। পৃথিবী বিজয়ের ইহাই চতুর্থ মার্গ। এইভাবে বিজিগীষু সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া বর্ণ ও আশ্রমগুলি সঙ্গতরূপে বিভাগ করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে ইহা ভোগ করিবেন ("এবং বিজিগীষুরমিত্রভূমিং লব্ধ্বা মধ্যমং লিপ্সেত। তৎসিদ্ধাবুদাসীনম্। এষ প্রথমো মার্গঃ পৃথিবীং জেতুম্। মধ্যমোদাসীনয়োরভাবে গুণাতিশয়েনারিপ্রকৃতীঃ সাধয়েৎ। তত উত্তরাঃ প্রকৃতীঃ। এষ দ্বিতীয়ো মার্গঃ। মণ্ডলস্যাভাবে শত্রুণা মিত্রং মিত্রেণ শত্রুমুভয়তঃ সংপীড়নেন সাধয়েৎ। এষ তৃতীয়ো মার্গঃ। শক্যমেকং বা সামন্তং সাধয়েৎ ; তেন দ্বিগুণো দ্বিতীয়ং, ত্রিগুণস্তৃতীয়ম্। এষ চতুর্থো মার্গঃ পৃথিবীং জেতুম্। জিত্বা চ পৃথিবীং বিভক্তবর্ণাশ্রমাং স্বধর্ম্মেণ ভুঞ্জীত।" ১৩।৪)।

নবলব্ধ রাজ্যে প্রশমন-ব্যবস্থা

নবরাজ্য লব্ধ হইলে পর ইহার প্রজাবর্গের মধ্যে প্রশমন বা শান্তিস্থাপনের ব্যবস্থা অবশ্যই বিজিগীষুকে করিতে হইবে। তাহা না হইলে নববিজিত দেশে তিনি নিজের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন না। নূতন রাজ্য লাভ করিয়া বিজিগীষু পূর্ব্ববর্ত্তী শত্রুরাজার দোষ নিজের গুণপ্রদর্শন দ্বারা আচ্ছাদিত করিবেন এবং নিজের গুণ দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত করিয়া শত্রুর গুণ আচ্ছাদিত করিবেন। তিনি প্রজাপালনরূপ নিজ ধর্ম্ম, যজ্ঞাদিরূপ স্বকর্ম্ম, অর্থ-সাহায্য দ্বারা লব্ধরাজ্যের প্রজাদিগের উপকাররূপ অনুগ্রহ, পরিহার বা করমোক্ষ, ভূম্যাদির দান ও অন্যান্য সৎকার্য্যদ্বারা নববিজিত দেশের প্রজাজনের প্রিয় ও হিতের অনুবর্ত্তন করিবেন। তিনি যথাপ্রতিশ্রুত বিষয় অনুসরণ করিয়া শত্রুর ক্রুদ্ধ-লুব্ধাদি কৃত্যপক্ষকে দানাদিদ্বারা প্রসন্ন রাখিবেন; এবং তাঁহার নিজ উপকারের জন্য যাহারা বহু পরিশ্রম করিয়াছে তাহাদিগকে আরও বেশী প্রসন্ন রাখিবেন। কারণ, প্রতিশ্রুত বিষয়ের অপূরণকারী রাজা নিজের লোক ও শত্রুর লোকের অবিশ্বাস-পাত্র হয়েন এবং যে রাজা নিজ প্রকৃতি বা প্রজাবর্গের বিরুদ্ধাচরণ করেন তিনিও তাহাদের অবিশ্বাস্য হয়েন। অতএব, বিজিগীষু লব্ধ রাজ্যের প্রজাবর্গের সমান শীল, বেষ, ভাষা ও আচার অবলম্বন করিবেন এবং সেই দেশের দেবতা, সমাজ, উৎসব ও বিহার-সম্বন্ধে ভক্তিভাব পোষণ করিবেন। তিনি সেই দেশের দেবতা ও আশ্রমের পূজা

করাইবেন এবং যে-যে পুরুষ সেখানে বিদ্যাশূর (বড় পণ্ডিত), বাক্যশূর (বড় বাগ্মী) ও ধর্ম্মশূর (বড় ধার্ম্মিক) তাঁহাদিগের জন্য ভূমিদান, দ্রব্যদান ও পরিহার বা করমুক্তির ব্যবস্থা করাইবেন। যাহারা দীন, অনাথ ও ব্যাধিগ্রস্ত তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন ও সব কারারুদ্ধ লোকের বন্ধন মোচন করাইবেন। আর যেরূপ চরিত্র বা আচার রাজকোষের ও রাজসেনার ক্ষতি ও নাশ করিতে পারে ও যেরূপ চরিত্র অধর্ম্মযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে, তাহা দূর করিয়া দিয়া তিনি রাজ্যে ধর্ম্মযুক্তচরিত্র বা আচার-ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিবেন। বিজিগীষু রাজা নিজের ভূতপূর্ব্ব পৈত্রিক রাজ্য উদ্ধার করিয়াও সেখানে এইরূপ ধর্ম্মযুক্ত ব্যবহার অবলম্বন করিবেন। সংক্ষেপে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, নবলব্ধ দেশে যেরূপ ধর্ম্মযুক্ত চরিত্র বা আচার কখনই পূর্ব্বে আচরিত হয় নাই, অথবা যেরূপ ধর্ম্ম্য চরিত্র অন্যত্র অন্যদ্বারা আচরিত হইয়াছে, তিনি তাহা সেখানে প্রবর্ত্তিত করিবেন। কিন্তু, তিনি অধর্ম্মযুক্ত চরিত্র কখনই সেখানে প্রবর্ত্তিত হইতে দিবেন না, এবং অন্যদ্বারা আচরিত হইলেও অধর্ম্ম চরিত্র তিনি নিবর্ত্তিত করিবেন ("চরিত্রমকৃতং ধর্ম্ম্যং কৃতং চান্যৈঃ প্রবর্ত্তয়েৎ। প্রবর্ত্তয়েন্ন চাধর্ম্মং কৃতং চান্যৈর্নিবর্ত্তয়েৎ" ॥১৩।৫)।

শত্রুঘাতের গোপনচেষ্টা

পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রয়োদশটি অধিকরণে বহুপ্রকারের প্রকরণ বা বিষয় অবতারণা করিয়া কৌটিল্য কখনও সংক্ষিপ্তভাবে ও

কখনও বিস্তৃতভাবে সে-গুলি আলোচনা করিয়া, নানারূপ মতবাদ ও সিদ্ধান্ত প্রচার ও উপদেশ করিয়াছেন। ঔপনিষদ বা ঔপনিষদিক-নামক চতুর্দ্দশ অধিকরণে তিনি নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, যথা—(১) শত্রুঘাতের জন্য বিষাদির প্রয়োগ, (২) মন্ত্রৌষধির প্রয়োগদ্বারা শত্রুবঞ্চন ও (৩) নিজ সেনার উপর শত্রুপ্রযুক্ত উপঘাতের প্রতীকার। শত্রুর শরীরে ব্যবহৃত উপভোগের যোগ্য বস্ত্রাদিতে গোপনে বিষ বা বিষযুক্ত ঔষধি প্রয়োগ করার জন্য বিজিগীষু নিজের বিশ্বাস্য স্ত্রীলোক ও পুরুষ নিযুক্ত করিবেন। এমন বিষাক্ত ধূম উৎপাদনের ব্যবস্থার কথা এই অর্থশাস্ত্রপাঠে জানা যায়, যদ্দ্বারা সদ্যঃ সদ্যঃ প্রাণিসমূহের নাশ ঘটান সম্ভবপর হয়। কোনপ্রকার ধূমের বিস্তার প্রাণিবর্গের অন্ধতা আনয়ন করে ("অন্ধীকরো ধূমঃ"।১৪।১) এবং প্রাণীর নেত্রশক্তি একবারেই নষ্ট করিয়া দিতে পারে ("সর্ব্বপ্রাণিনাং নেত্রঘ্নঃ"।১৪।১)। শত্রুর ব্যবহারের জল বিষযুক্ত করিবার উপায়ও উল্লিখিত পাওয়া যায়। একপ্রকার মদনযোগের কথার উল্লেখ আছে, যদ্দ্বারা লোকের চিত্তবিভ্রম ও উন্মাদ উৎপাদিত হইতে পারে। অনেক দৈবকর্ম্মদ্বারা এমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবার কথা শুনা যায়, যদ্দ্বারা শত্রুর দৃষ্টিমোহ উপস্থিত হইতে পারে। শত্রুর বঞ্চনবিষয়ে আরও অনেক প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত যোগের কথা এই অধিকরণে বর্ণিত পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা শত্রুর কুষ্ঠরোগ, শোষ, বিষূচিকা, জ্বর, মূকতা ও বধিরতা-প্রভৃতি নানারূপ কায়ক্লেশ উৎপাদিত

হইতে পারে। নিন্দাজনক হইলেও এই প্রকার অনিষ্ট ও নৃশংস কার্য্যাবলী কোপ বা উপপ্লবের সময়ে রাজার অনুমোদন-সহকারে অনুষ্ঠেয় হইতে পারে। অনেক প্রকার ভৈষজ্য ও মন্ত্রের প্রয়োগদ্বারা যে-সব অদ্ভুত ফল উৎপাদিত হইতে পারে—তৃতীয় অধ্যায়ে তাহাও বর্ণিত পাওয়া যায়। অন্ধকারে রূপদর্শনের সামর্থ্য, ("রাত্রৌ তমসি চ পশ্যতি" ।১৪।৩, "রাত্রৌ রূপাণি পশ্যতি" ।১৪।৩) অন্যের নিকট অদৃশ্যতার ভাব, অকারণে প্রাণিবর্গের নিদ্রাভাবের আনয়ন-প্রভৃতি অচিন্তনীয় ঘটনার উদ্ভব ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বিজিগীষুর নিজ পক্ষের উপর শত্রুদ্বারা প্রযুক্ত বিষাদির প্রতীকারের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

আমাদের মতে এই 'অর্থশাস্ত্র'-গ্রন্থখানি খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী কৌটিল্য বা চাণক্য স্বয়ং রচনা করিয়াছেন; এবং চাতুরন্ত (সার্ব্বভৌম) সম্রাট্ হইবার আকাঙ্ক্ষায় যে কোন আত্মবান্ বিজিগীষু নরপতির পক্ষে কি-ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যান্য রাজ্যগুলিকে স্বপ্রভাবে আনিয়া একীকরণ রীতিতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাতে কিরূপ আদর্শ শাসনপ্রণালী ও ব্যবহার-পদ্ধতির প্রচলন করা আবশ্যক, তাহা বিবেচনা করিয়াই তিনি ইহাতে সর্ব্ববিধ প্রকরণ বা বিষয় সমূহের অবতারণায় ও তদ্‌বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

শব্দ নির্ঘণ্ট

অক্ষপটল ৪০
অঙ্গবিন্দু ১৮
অটবীবল ১০১
অধ্যক্ষ ১২
অধ্যক্ষনিয়োগ ৯
অধ্যক্ষপ্রচার ১৪
অনাত্মবান ৮১
অনুত্থান ৩৭
অন্তঃকোপ ১১২
অন্তপাল ২২
অন্তরচক্র ২৭
অন্তর্বংশিক ২১, ৩৫
অপসর্প ২০
অভিযান ১০০
অভিযাস্যৎকর্ম্ম ১, ১০০
অভিযোক্তা ২
অভ্যন্তর-কোপ ১০২
অমাত্যব্যসন ৮৯
অমিত্রবল ১০১
অম্বরীষ ১৮
অরি ৮২
অরিমিত্র ৮২
অরিমিত্রমিত্র ৮২
অরিসম্পদ্ ৮০
অর্জ্জুন ১৮
অর্থব্যসন ৭৪
অর্থকৃচ্ছ্রতা ৭২, ৭৩, ৭৪
অর্থোপধা ১৯, ২০
অবলীয়ান্ (রাজা) ১১
অশোক ৩৭, ১১২
অসুরবিজয়ী ১২১
অস্বামিবিক্রয় ৭৬
আক্রন্দ ৮২
আক্রাসার ৮৩
আজীবিক ৬৪
আটবিক ২২
আত্যয়িক ২৫, ৩০
আত্মবান্ (রাজা) ৮০
আত্মসম্পন্ন ৩৩
আন্বীক্ষিকী ১৬
আভ্যন্তরবস্তু ৯৯
আস্তি ৮
আন্বীয ৯
আয়-ব্যয়-কর্ম্ম ৬১
আবলীয়স ১৫, ১১০
আবাপ ১৪
আলেক্জ্যাণ্ডার ৯
আগন্তুক ১৯
আসন ১০
ইন্দ্র ৩১
উত্থান ১৯, ৩৬
উৎসাহশক্তি ১১, ৮৩
উৎসাহসিদ্ধি ৮৩
উদাসীন (রাজা) ৮৩
উদাস্থিত ২৭
উপজাপ ৯১, ১০৮, ১১৫
উপধা ২০
উপনিধি ৬৬
উপনিপাত ৬৮
উপযুক্ত ১২, ৩৯, ৪৭
উপায়-চতুষ্টয় ১০৪
উপাংশুদণ্ড ৭৩

উভয়বেতন ২৮
ঊরস্য ১০৭
উত্তম-সাহসদণ্ড ৫৭
উশনস্ ৯, ২৫, ৬৩
একমুখ (কারবার) ৫৬
একবিজয় ১১৩
ঐকৈশ্বর্য্য ৭৮, ৭৯
ঐল ১৮
ঔপনিষদ ১৫, ১১৯
ঔপনিষদিক ১১৯
ঔশনস ৯
কক্ষ ১০৭
কণ্টকশোধন ১৪, ২৩, ৬৮
কন্যাপ্রকর্ম্ম ৬৯
করাল ১৮
কর্ম্মসচিব ১২
কর্ম্মাধিকরণ ৪৮
কর্ম্মান্ত ২৩, ৪০
ক্ষয় ৮২
কাদম্বরী ৫
কাপটিক ২৭
কামজ (ব্যসন) ৯৭
কামন্দক ৩
কামোপধা ১৯, ২৩
কাম্বোজ ১০৯
কারামুক্তি ৫২
কার্ম্মান্তিক ২২
কার্ব্বটিক ৪২
কুকুর ১১০
কুপ্যাধ্যক্ষ ৪০
কুরু ১১০
কুলসংঘ ৩৩
কূটমুদ্রা ৭৭
কূটযুদ্ধ ১০৫
কূটরূপ ৬৮
কূটসাক্ষী ৬৩
কৃত্যপক্ষ ১১৭
কোপজ (ব্যসন) ৯৭
কোশব্যসন ৯১
কোশসঙ্গ ৯৭, ৯৯
কৌণপদন্ত ১০, ২০, ৯২, ৯৭
গণিকাধ্যক্ষ ৪১
গাণনিক ৪০
গূঢ় পুরুষপ্রণিধি ২৬, ২৮
গৃহপাতব্যঞ্জন ২৭
গোপ ৪২, ৪৬, ৫০
চাণক্য ২, ৫
চাতুরন্ত ২, ১৮, ৮১
চন্দ্রগুপ্ত ২, ৩, ৫, ৫, ১২০
চিত্রদণ্ড ৬৯
জনপদব্যসন ৯০
জম্ভকবিদ্যা ৭৬
জনমেজয় ১৮
জামদগ্ন্য ১৮
জ্যায়ান্ (রাজা) ৮৩
ডম্ভোদ্ভব ১৮
তক্ষশিলা ৯
তন্ত্র ১৪
তন্ত্রযুক্তি ১৫
তাপসব্যঞ্জন ২৭
তালজঙ্ঘ ১৮
তীক্ষ্ণ ২৭, ১০৭, ১১৫
তীর্থ ২১
তুষ্ণীংযুদ্ধ ৮৫
দণ্ডনীতি ১৬
দণ্ডপ্রণয়ন ১৬
দণ্ডপারুষ্য ৬৪, ৬৭
দণ্ডপাল ২২

দণ্ডব্যসন ৯২
দণ্ডী ৪
দশকুমারচরিত ৪
দ্রব্যপ্রকৃতি ৮৯
দাণ্ডক্য ১৮
দাসপ্রথা ৬৬
দ্বাদশরাজমণ্ডল ৮১
দীনার ৫৭
দুর্গপাল ২২
দুর্গলম্ভোপায় ১৫, [illegible]১৪
দুর্গব্যসন ৯১
দুর্যোধন ১৮
দূতপ্রণিধি ২৮
দুষ্য ৭২, ৭৬, ৭৭, ১০৩
দেবতাধ্যক্ষ ৪৫
দ্বৈরাজ্য ৯৫
দ্রোণমুখ ৪২
দৌবারিক ২১
ধর্ম্মবিজয় ১১২
ধর্ম্মবিজয়ী ১১২
ধর্ম্মস্থ ৬২, ৬৪
ধর্ম্মস্থীয় ১৪, ২৩, ৬২
ধর্ম্মোপধা ১৯, ২০
ধীসচিব ১২
ধ্রুবসাক্ষী ৬১
নন্দীসূত্র ৫
নয়চন্দ্রিকা ২
নাগরিক ২২, ৪৯
নিবন্ধপুস্তক ৬২
নিষ্ক্রাম্য (পণ্য) ৫৩
নিসৃষ্টার্থদূত ২৮
নীতিসার ৩, ৪
নীবী ৬২, ৭৩
নীবীগ্রাহক ৪৮
পঙ্ক ১০৭
পঞ্চতন্ত্র ৫
পঞ্চাল ১১০
পণযাত্রা ৬৮
পণ্য ৫৪, ৫৫, ৬৮, ৬৩
পণ্যাধ্যক্ষ ৪০
পরাশর ৯, ২০, ৯১
পরিব্রাজিকা ২৭
পরিমিতার্থদূত ২৯
পরিহার ৪৩, ১১৮
পশ্চাৎকোপ ১০০
প্রকাশযুদ্ধ ১০৫
প্রকৃতি ১১, ১১৫
প্রকৃতিকোপ ৭৯
প্রকৃতিব্যসন ৮৭, ১১২
প্রকৃতিসম্পৎ ১১
প্রক্রয়প্রথা ৫৬
প্রণয় (কর) ৭৪
প্রদেষ্টা ২১, ২৭, ৬১
প্রবেশ্য (পণ্য) ৫৩
প্রভুশক্তি ১১, ৮৩
প্রভুসিদ্ধি ৮৩
প্রশাস্তা ২১
পারাশর ৯, ১০, ৫৮, ৯৭
পার্ষ্ণিগ্রাহ ৮১
পার্ষ্ণিগ্রাহাসার ৮২
পারীক্ষিক ৫৮
পাষণ্ডী ৫০
প্রাপ্তব্যবহার ৬৫
পিশুন ১০, ২০, ৯১, ৯৭
পীড়নবর্গ ৯৭
পুরুষ প্রকৃতি ৮৯
পুরোহিত ২১
পৌরব্যবহারিক ২২

বরুণদেব ৭২
বলসমুত্থান ১০০
ব্যসন ৮৭
ব্যসনাধিকারিক ১৫
ব্যবহারপদ ৬৫
ব্রজিক (বৃজিক) ১১০
বাক্‌পারুষ্য ৬৪, ৬৭
বাণভট্ট ৫
বাতব্যাধি ১০, ২০, ৯৩, ৯৭
বাতাপি ১৮
বার্ত্তা ১৬
বার্ত্তোপজীবী (সংঘ) ১০৯
বার্হস্পত্য ৯
বাহ্যকোপ ১০২
বাহ্যস্তম্ভ ৯৯
ব্যাজী ৫৬, ৫৮
ব্যায়ামযুদ্ধ ৮৬
বাহুদান্তিপুত্র ১০, ২
বিনয় ১১
বিনয়াধিকারিক ১৪
বিবাহভঙ্গ ৬৩
বিশাখদত্ত ৩
বিশালাক্ষ ১০, ২০, ৯০, ৯৭, ১১১
বিষ্টি ৪৬, ১০৭
বিষ্ণুগুপ্ত ২, ৩, ৪, ৫, ৭
বিষ্ণুপুরাণ ৩
বৃষ্ণি ৮২
বৃষ্ণিসংঘ ১৮
বৃহস্পতি ৯, ২৫, ৬৩
বেতন ৫৮, ৫৯, ৬০
বৈদেহকব্যঞ্জন ২৭
বৈধরণ (শুল্ক) ৫৭
বৈবস্বত-মনু ৩০, ৩১
বৈরাজ্য ৯৫
ভট্টস্বামী ২
ভয়োপধা ১৯, ২৩
ভাগধেয় ৫৩
ভাণ্ড ৫৪
ভারদ্বাজ ১০, ২০, ৭৮, ৮৮, ৯৭, ১১১
ভৃতকবল ১০১
মণ্ডলযোনি ১৫, ৮০
মতিসচিব ১২
মদ্রক ১১০
মদ্ধ্ রাগ ১১৯
মধ্যম (রাজা) ৮৩
মনু ২৫, ৬১
মন্ত্রযুদ্ধ ৮৬, ১১২
মন্ত্রশক্তি ১১, ৮৩
মন্ত্রসিদ্ধি ৮৩
মন্ত্রিপরিষৎ ২৩, ২৫
মন্ত্রিপরিষদধ্যক্ষ ২২
মন্ত্রিসংখ্যা ২৩
মন্ত্রী ২১
মল্লক ১১০
মল্লিনাথ ৫
মহাতঙ্কা ৫৯
মহামাত্র ২১, ৭৩
মানব ৯
মাৎস্যন্যায় ১৬, ১৭, ৩১
মিত্র ৮২
মিত্রবল ১০১
মিত্রবৎসল ৯৩
মিত্র-মিত্র ৮২
মুখ্যাক্ষর ৯৮
মুদ্রা ৫১, ১০৪
মুদ্রারাক্ষস ৩
মৌলবল ১০১
যম ৩১

যুক্ত ১২, ২১, ৪০, ৪৭
যুবরাজ ২১
যোগবৃত্ত ১৫, ৭২
যোনিপোষক ৫৯
রঘুবংশ ৫
রথচর্য্যাশিক্ষক ৫৯
রথমুখ্য ৫৯
রসদ ২৭
রাজতন্ত্ররাজ্য ১১
রাজপণ্য ৫৬
রাজপ্রকৃতি ৯৪
রাজ্যপ্রতিসন্ধান ৭৩, ৭৮
রাজমাতা ৫৯
রাজব্যসন ৮৮
রাজস্ব ৫৩, ৬১
রাত্রিদোষ ৫১
রাবণ ১৮
রাষ্ট্রমুখ্য ৭৩
রূপ ৫৭, ৬৯
রূপদর্শক ৪৮, ৫৮
রূপবিভাগ ৫৭
রূপাজীবা ৭৫
রূপিক (শুল্ক) ৫৭, ৫৮
রূপ্যরূপ ৫৭
লক্ষণাধ্যক্ষ ৫৭, ৫৮
লবণশুল্ক ৫৬
লবণাধ্যক্ষ ৫৬
লাভবিঘ্ন ১০২
লিচ্ছিবিক ১১০
লোভবিজয়ী ১১২
শক্তি (ত্রয়) ৮৩, ১০০
শস্ত্রোপজীবী (সংঘ) ১০৯
শাক্যভিক্ষু ৬৪
শাসনহর ২৯
শূন্যপাল ১০৪
শুক্র ৯
শুল্কদণ্ড ৬৯
শুল্ক ৫৩, ৫৪, ৫৫
শ্রীমাধবযজ্বমিশ্র ২
শ্রীমূলা ১
শ্রেণীমুখ্য ৫১
শ্রেণীবল ১০১
ষাড়্গুণ্য ১৫, ৮১, ৮৫
ষড়্ভাগ ৭৪
সচিবায়ত্ত (রাজতন্ত্র) ১১
সঙ্কারী ২৬
সত্রী ২৭
সন্নিধাতা ২১, ৪০, ৪৫
সপ্তাঙ্গ (রাজ্য) ১১
সম (রাজা) ৮৪
সময় (চুক্তি) ৬৩
সমাজ ১০৪
সমাহর্ত্তা ২১, ৪০, ৪৫, ৭০, ৭৫, ৯৮
সমাহ্বয় ৬৪
সম্ভূয়সমুত্থাতা ৬৬
সম্ভূয়সমুত্থান ৬৪
স্কন্ধাবার ১০৪, ১০৭
স্তম্ভনবর্গ ৯৭
স্বস্বামিসম্বন্ধ ৬৪
সংখ্যায়ক ৬০
সংগ্রহণ ৬৭
সংঘবৃত্ত ১৫, ১০৯
সংঘভৃত ৬৬
সংঘমুখ্য ১১০
সংঘোপজীবী ১০৯, ১১০
সংজ্ঞালিপি ৭২
সংস্থ ২৬
সাহস ৬৪

স্থান ৮২
স্থানিক ৪২, ৪৬, ৫০
স্থানীয় ৪২
সাংগ্রামিক ১৫, ১০৪
সিদ্ধি (ত্রয়) ৮৩
সীতাধ্যক্ষ ৪১
স্ত্রীধন ৬৩, ৬৫
সুবর্ণ ৫৭
সুরাধ্যক্ষ ৪১
সুরাষ্ট্র ১০৯
সূত্রাধ্যক্ষ ৪১
সূনাধ্যক্ষ ৪১
সেনাপতি ২১
স্তেয় ৬৭
সৌবর্ণিক ৪১
হর্ষবর্দ্ধন ৫
হস্তিমুখ্য ৫৯
হিরণ্য ৩১, ৫৩, ৬১
হীন (রাজা) ৮৩
হীনসন্ধি ৮৫